মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান প্রত্যেক সৎকর্ম তার নিজের জন্য করে। কেবল ছিয়াম ব্যতীত। কেননা ছিয়াম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়)। আর আমিই তার পুরস্কার দিব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে'।
(বুখারী হা/১৯০৪, মুসলিম হা/১১৫১)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৮ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪৩৮ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪২৪ বাং
মে	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**

♦ এক্সিডেন্ট ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(৩য় কিস্তি)* ১৪
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ইখলাছ *(৩য় কিস্তি)* ২০
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক

♦ মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের কারণ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২৬
-মীযানুর রহমান

♦ ইসলামে তাক্বলীদের বিধান *(শেষ কিস্তি)* ৩২
-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

♦ শবেবরাত - *আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৭

♦ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৩৯
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **কবিতা :** ৪১

♦ সকলি তোমার দান ♦ শবেবরাত
♦ জাগো মুসলমান ♦ আতঙ্কে দেশবাসী

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪২

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৫

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২০তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা মে ২০১৭

মঙ্গল শোভাযাত্রার অমঙ্গল ঠিকানা

এ বছর দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে বর্ষবরণের জন্য রয়েছে সরকারী ছুটি এবং গত বছর থেকে চালু হয়েছে বৈশাখী ভাতা। প্রশ্ন জাগে, মুসলমানের দেশে হঠাৎ এসব হিন্দুয়ানী প্রথা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? পার্শ্ববর্তী দেশেও তো এনিয়ে এত হুজুগ দেখা যায় না?

এদেশের জনগণের উপর 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? তাতে কি দেশে নিশ্চিতভাবেই মঙ্গল আসবে বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছেন? কে সেই নিশ্চয়তা দিল? তাহ'লে কি কোন মানুষ মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক? এ বিশ্বাস নিয়েই কি প্রশাসন এ ব্যাপারে এমন কঠোর হয়েছে? নইলে হঠাৎ সংস্কৃতি মন্ত্রী কেন বলছেন যে, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এটি সাংস্কৃতিক বিষয়। তিনি বলেছেন, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' একটি অন্ধকার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই'। তাহ'লে সেই অন্ধকার ও অপসংস্কৃতিটা কি? যার বিরুদ্ধে সবাইকে তিনি লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই শব্দটিতে মঙ্গল আছে বলেই কি এটা হিন্দু হয়ে গেল? তাহ'লে মঙ্গলবারটাও কি হিন্দুবার হয়ে গেল? তিনি বলেছেন, অনেক মুসলিম দেশ আছে, কাবা শরীফ তাওয়াফ করার পর খুশীতে তারা উলুধ্বনি দেয়। তাহ'লে কি সেটাকে হিন্দুয়ানী বলবেন'? এসবের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াতে তিনি নিষেধ করেছেন *(১২ই এপ্রিল'১৭ বুধবার)*।

দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহীদের এইসব মন্তব্যে আমরা বিস্মিত। ইতিপূর্বে ২০১৪ সালে একজন মন্ত্রী হজ্জের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে চাকুরী হারিয়েছেন। এবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কাবাগৃহে উলুধ্বনি দেওয়ার মত একটা ডাহা নতুন কথা শুনালেন। আমরা সকলের হেদায়াত কামনা করি এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র নিকট দেশের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

এদেশে 'মঙ্গলবার' স্রেফ একটি বার হিসাবে গণনা করা হয়। এক্ষণে এদিনটিকে যদি কেউ মঙ্গলময় ধারণা করেন এবং অন্য দিনকে অমঙ্গলের মনে করেন, তবে তিনি আর মুসলমান থাকবেন না। কেননা মুসলমানের নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক আল্লাহ। আর এই বিশ্বাসটাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস। আমরা দৈনিক আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল চেয়ে দো'আ করি এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই।

ইসলামে শব্দ উচ্চারণেই সবকিছু। কারণ মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ ও অস্বীকারের মাধ্যমেই মুসলিম ও কাফের নির্ধারিত হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরোধিতা 'মঙ্গল' নামের কারণে নয়, বরং যে আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে এই যাত্রা হচ্ছে তার বিরোধিতা, যা তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে পুরাপুরি সাংঘর্ষিক। আমরা আগে মুসলমান, পরে বাঙালী। এদেশের সবাই বাংলাভাষী হ'লেও বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে আমরা মুসলিম ও কাফের দুইভাগে বিভক্ত। যেমন কুরায়েশরা সবাই আরবীভাষী হ'লেও মুসলিম ও কাফের দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। মুসলিমরা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন। অমুসলিমরা শিরকে বিশ্বাসী ও সে অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করেন। আর শিরকের পাপ ক্ষমার অযোগ্য। ধর্ম ও সংস্কৃতি কখনই পৃথক নয়। বরং ধর্মই সংস্কৃতির মূল উৎস। আর ধর্মের ভিত্তিতেই দুই বাংলা ভাগ হয়েছে। ইসলামকে বাদ দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বাদ দিতে হবে এবং পৌত্তলিক ভারতের সাথে মিশে গিয়ে স্বাধীনতা বিলীন করে দিতে হবে।

আমরা হতবাক হই, যখন দেখি মুসলমানদের দেশে মুসলমানদের নেতারা বিনা দ্বিধায় দেশের জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিরুদ্ধে এরূপ নগ্নভাবে হামলা করতে পারেন। ঢাবি ভাইস চ্যান্সেলর এটার জন্য ইউনেস্কোর দোহাই দিয়েছেন এবং এজন্য এ বছর নববর্ষ উদযাপনের বৈশ্বিক গুরুত্বের কথা বলেছেন। অথচ সেটাও হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ২০১৬ সালের ৩০শে নভেম্বর। যাদের আবেদনক্রমে বাংলাদেশের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালে 'চারুপীঠ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রথমবারের মত নববর্ষ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পরবর্তীতে কথিত স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল সমূহের ঐক্য এবং একই সঙ্গে শান্তির বিজয় ও অপশক্তির অবসান কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র প্রবর্তন হয়। যদিও সেই সময়কার বহুচর্চিত অপশক্তি জেনারেল এরশাদ এখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর 'বিশেষ দূত' হিসাবে মহা সম্মানিত ব্যক্তি। এছাড়াও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে ১৯৬১ সালে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকায় 'ছায়ানট' নামক একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নিলেও ১৯৭২-এর আগ পর্যন্ত এর তেমন কোন কার্যক্রম ছিল না। পরবর্তীতে রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন ছাড়াও তারা রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু দিবস ২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবণ এবং শারদীয় দূর্গোৎসব ও বসন্তোৎসব গুরুত্বের সাথে পালন করে।

এতে বুঝা গেল যে, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' কোনকালেই বাংলাদেশের বা বাঙালীর ঐতিহ্য ছিল না। বরং এটা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ মাত্র। যাকে সংস্কৃতির লেবাস পরিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ঢাকায় প্রথম চালু করা হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরোটাই হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ। কেননা হিন্দু ধর্ম মতে, অসুরকে দমন করে দেবী দুর্গা। আর মঙ্গল শোভাযাত্রায় অসুর থেকে মঙ্গল কামনা করা হয়। তাদের মতে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে। তাই হিন্দুরা অশুভ তাড়াতে শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিনে তথা জন্মাষ্টমীতে প্রতিবছর সারাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গের বরোদা আর্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্র তরুণ ঘোষ ১৯৮৯ সালে এদেশে চারুকলা ইন্সটিটিউটের কাঁধে ভর করে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এটা চাপিয়ে দেয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ে চারুকলা থেকে বের হওয়া ছাড়া এর অন্য কোন উদাহরণ নেই। এখনও ধর্মনিরপেক্ষ ও কিছু গা ভাসানো লোক এবং রেডিও-টিভি ও পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর জন্য তেমন কোন আবেগ নেই। আর আবেগ হ'লেই সেটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে, এমনটি নয়। বরং ইসলামবৈরীদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া

[বাকী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

এক্সিডেন্ট

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

প্রাচীন বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা ছিল, এ পৃথিবী ও এর মধ্যেকার সবকিছু এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। এটি কোন পূর্ব পরিকল্পিত সৃষ্টি নয় এবং এর কোন সৃষ্টিকর্তা ছিল না। আসলে কি তাই?

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিতে যখন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না এবং ছিল না কোন বস্তু, শক্তি বা সময়ের অস্তিত্ব, সে সময় হঠাৎ সংঘঠিত হয় এক মহা বিস্ফোরণ। যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বস্তু, শক্তি ও সময়। বিস্ফোরণের সেই ক্ষণটিকে বিজ্ঞানীগণ বলেন, শূন্য সময় বা Time Zero। যে সূক্ষ্ম বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল, তাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় আদি অগ্নিগোলক বা Primordial Fire-ball বলা হয়। সেখানে অজ্ঞাত কোন উৎস থেকে সহসা বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ও তার ঘনায়ন ঘটে। সেই সূক্ষ্ম বিন্দুটিই ছিল আদি মহাবিশ্ব। যা সম্প্রসারিত হ'তে হ'তে মানুষের কল্পনার অতীত আজকের মহা আকৃতি ধারণ করেছে। যা ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কুরআনের ভাষায়, 'আমরা নিজ হাতে আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী' *(যারিয়াত ৫১/৪৭)*। অথচ এই মহাবিশ্ব ছিল অস্তিত্বহীন একটি মহাবিন্দু তুল্য। বিজ্ঞানীরা যার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্যেই আল্লাহ বলেন, 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

দূর অতীতে মহাশূন্যে হঠাৎ এক্সিডেন্টের ফলে যে মহা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যার ফলে মহাশূন্যে বিচ্ছিন্ন টুকরা সমূহের একটি হ'ল 'পৃথিবী' নামক আমাদের এই ছোট্ট গ্রহ। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বিগ ব্যাং মতবাদ (Big-Bang Theory) বলে। একদম শূন্য থেকে সৃষ্টি বিষয়ক এই বিগ-ব্যাং মতবাদ, যা স্টিডি স্টেট (Steady State)-বাদী পদার্থ বিজ্ঞানীদের অনমনীয় যিদ ও বিরোধিতার কারণেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। যাদের ধারণা মতে মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিল না। বরং অনাদিকাল হ'তে এভাবেই অবস্থান করছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে আপনা থেকেই পদার্থ তৈরী হ'ত এবং তা মহাবিশ্বের শূন্যস্থানকে ভরে দিত। সেকারণ আমরা সৃষ্টিকে সর্বদা অপরিবর্তনশীল দেখতে পাই'। যদিও এই ধারণার পিছনে তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। অতঃপর ১৯২৭ সালে প্রথম বিগ-ব্যাং থিওরী পেশ করেন বেলজিয়াম পদার্থবিদ জর্জ ল্যামেইট্র (১৮৯৪-১৯৬৬ খৃ.)। অকাট্য তথ্য-উপাত্তের ফলে যা বিজ্ঞানীগণ সবাই মেনে নিতে বাধ্য হন। অথচ দেড় হাযার বছর পূর্বেই পৃথিবীর মানুষ মরু আরবের একজন নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে উক্ত তথ্য জানতে পেরেছে *(আম্বিয়া ৩০)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। কিন্তু আরবের 'জ্ঞানের পিতা' বলে পরিচিত আবু জাহলরা সেকালে এর অর্থ বুঝেনি, একালের 'জ্ঞানের পিতা'-রাও বুঝেনি। সে যুগের অবিশ্বাসীরা বলেছিল, 'দুনিয়ার এই জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। প্রকৃতিই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। 'যখন তাদের বলা হ'ত, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামত আসবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানিনা ক্বিয়ামত কি বস্তু। আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*।

বিগ-ব্যাং থিওরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'টি মহাসত্য আত্মপ্রকাশ করে। যার প্রথমটি হ'ল আদি মহাবিশ্ব মূলতঃ শূন্য হ'তে সৃষ্টি হয়েছে। ইতিপূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অতীন্দ্রিয় কোন মহা শক্তিশালী ও মহাবিজ্ঞ অদৃশ্য সত্তার মাধ্যমেই কেবল এটি সম্ভব হয়েছে'।[১] নিঃসন্দেহে তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। যিনি এক ও অমুখাপেক্ষী। যার কোন শরীক নেই।

আমাদেরকে গল্প শুনিয়ে বিশ্বাস করানো হয় যে, বিশ্বলোকসহ আমরা যারা মহাশূন্যে ঝুলন্ত এই পৃথিবীর বাসিন্দা, সবাই এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। ছোটবেলায় দাদী-নানীর কোলে বসে রূপকথার কাহিনী শুনতাম। জিনের আত্মাটা নাকি ছোট্ট কৌটার মধ্যে আটকিয়ে পুকুরের গভীরে কাদার মধ্যে পুঁতে রাখা হ'ত। অতঃপর জিনকে দিয়ে যা খুশী করানো হ'ত। আমাদের বিশ্বাসকেও অনুরূপ কৌটার মধ্যে ভরে অজ্ঞাত কল্পনার জগতে চালান করে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে খেলছেন একদল মানুষ। যারা দু'ভাগে বিভক্ত।-

একদল যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। অন্যদল আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী নন।

প্রথম দলের বক্তব্য হ'ল : পৃথিবীটা এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। আর এটি হ'ল প্রাকৃতিক বিষয়। আর আমরা যা দেখা যায় ও অনুভব করা যায়, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি না। যদি আল্লাহ্র অস্তিত্ব থাকত, তাহ'লে তিনি নিজে আমাদের নিকট দেখা দিতেন' যাতে আমরা তার উপর বিশ্বাস আনতে পারি। হ্যাঁ! দূর অতীতে মূসার কওম তাঁর কাছে এরূপ দাবীই করেছিল। ফলে তাদেরকে আল্লাহ সেখানেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পরে মূসার আবেদনে আবার তাদের জীবিত করেছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*। এরা ছিল মূসার কওমের সত্তুরজন শীর্ষ নেতা।

১. *আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১) পৃ. ২৭৭-৮০।*

Contents

এযুগেও অবিশ্বাসী ও বস্তুবাদী নেতারা এরূপ উদ্ভট দাবী করে থাকেন। যদিও কোন সুস্থ জ্ঞানের মানুষ এরূপ দাবী করতে পারে না। এ পৃথিবীতে কোন কর্মই কি কর্তা ব্যতীত সম্পন্ন হচ্ছে? এক্সিডেন্ট কি কোন দৃঢ় বিধান তৈরী করতে পারে? আর যদি প্রকৃতিই পৃথিবীকে সৃষ্টি করে থাকে, তাহ'লে প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল? তাতে কিভাবে এসব নিয়ম-কানূন তৈরী হ'ল? এজন্যই তো আল্লাহ বলেছেন, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 'তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা?' *(তূর ৫২/৩৫)*।

যদি কেউ বলে যে, সে একটি পণ্য বোঝাই জাহায দেখেছে, যে হঠাৎ কোন কর্তা ছাড়াই বোঝাই হয়েছে। অতঃপর নাবিক ছাড়াই সাগরে চলছে, তাহ'লে কি কেউ তাকে বিশ্বাস করবে? যদি কেউ একটি বড় কাঁচের পাত্র মাটিতে ফেলে দেয় এবং তা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়, তাহ'লে কি তা থেকে ছোট ছোট পানির গ্লাস বের হবে? যদি কেউ কোন একটা গাছের পাতায় কয়েক প্রকার রং লাগিয়ে দেয়, তাহ'লে তাতে কি অনন্য সুন্দর কোন দৃশ্য তৈরী হবে? কোন ফুলের পাতায় সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে কি সেটা গোলাপ ফুল হবে? তাহ'লে অবিশ্বাসীদের ধারণা কি হবে এই সুন্দর নিয়মবদ্ধ পৃথিবী ও সৌরলোক সম্বন্ধে? যার প্রতিটি বস্তু নিজস্ব রীতিতে ও অনন্য গতিতে সুশৃংখলভাবে চলছে? কেউ যদি একাকী কোন নির্জন ভূমিতে ভ্রমণে যায় এবং এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে যায়। অতঃপর ক্ষুধার্ত অবস্থায় জেগে উঠে দেখে যে, পাশেই খাদ্য ও পানীয় ভর্তি দস্তরখান প্রস্তুত, তাহ'লে সে কি তা থেকে খাওয়ার জন্য হাত বাড়াতে পারবে, যতক্ষণ না নিজের মধ্যে প্রশ্ন আসে, কে এই খাদ্য হাযির করল? তাহ'লে কি জবাব হবে এই সুন্দর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে, যাকে আমাদের সৃষ্টির পূর্বেই আমাদের অভ্যর্থনা ও সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেখানে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজিসহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি বস্তুর রয়েছে নিজস্ব নিয়ম ও শৃংখলা। রয়েছে নিজস্ব কর্মরীতি। যা কেউ ভঙ্গ করে না। রয়েছে নিজস্ব গতিপথ। যা কেউ অতিক্রম করে না। তাহ'লে বিশাল সৃষ্টিজগত কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? কোন পরিচালক ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে? এক্সিডেন্ট কি কোন বিধি-বিধান তৈরী করতে পারে? কোন কিছু সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করতে পারে?

আমরা বিদ্যুতের অস্তিত্ব স্বীকার করি। কিন্তু আমরা কি তা দেখি? আমরা যদি কোন ঘরে বসে থাকি। যেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে ও পাখা চলছে। এ সময় যদি কেউ বলে ওঠে, বিদ্যুৎ আছে কি? তখন লোকেরা কি জবাব দিবে? তারা কি বলবে না যে, তুমি একটা আস্ত পাগল! তুমি কি দেখ না আলো জ্বলছে পাখা ঘুরছে? এভাবে সর্বত্র আমরা ক্রিয়া দেখে কর্তাকে স্বীকার করি। তাহ'লে সৃষ্টি দেখে কেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে স্বীকার করব না? যদি বলি বিদ্যুৎ রয়েছে আবরণে ঢাকা ক্যাবলের মধ্যে। তারপর যদি কেউ আবরণটা খুলে দেখতে যায়, তাহ'লে কি সে বিদ্যুৎ দেখতে পাবে? আর যদি তাতে স্পর্শ করে, তাহ'লে তার অবস্থা তখন কি হবে?

এ যুগের বিস্ময় হ'ল ইন্টারনেট। কিন্তু আমরা কি তার ভিতরের বিদ্যুতের খেলা দেখতে পাই? আমরা কি মধ্যাকর্ষণ শক্তি, চৌম্বকতত্ব, এক্সরে, লেজার রশ্মি, শব্দতরঙ্গ ও বায়ু তরঙ্গকে অস্বীকার করতে পারি? যা ব্যতীত আমরা এক মিনিট দুনিয়ায় বসবাস করতে পারি না। আমরা দেখি ও শুনি। কিন্তু আমরা কি জানি চোখ কিভাবে দেখে বা কান কিভাবে শোনে? আমরা কথা বলি। কিন্তু আমরা কি জানি, কিভাবে দু'ঠোট, জিহ্বা ও মুখগহ্বরে শব্দ ও বাক্য তৈরী হয়? আমরা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করি। কিন্তু আমাদের দৈনিক নিদ্রায় মৃত্যু হয় ও জাগরণে ক্বিয়ামত হয়, সেটা কি চিন্তা করি? নিদ্রা ও জাগরণের কোনটারই ক্ষমতা কি আমাদের আছে? দৈনিক আমাদের দেহের অভ্যন্তরে রক্ত কণিকা সমূহের মৃত্যু ও নবজন্মে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের খেলা চলছে, তা কি আমরা ভেবে দেখি? এজন্যেই তো আল্লাহ বলেছেন, 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে'? 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*।

আমাদের অনুভূতি ও অনুধাবন শক্তি সৃষ্টি জগতের সবকিছু দেখতে ও অনুভব করতে সক্ষম হয় না এবং হবেও না কোনদিন। তাহ'লে কিভাবে আমরা তাকে দেখতে পাব, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে স্ব স্ব রীতি ও গতিতে চলার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন। যার বাইরে যাবার ক্ষমতা কারও নেই। আমরা হাঁস-মুরগীর মত দু'পায়ে চলি। গরু-ছাগল-হাতি-বাঘ সবাই চারপায়ে চলে। ইচ্ছা করলেই কি আমরা চারপায়ে চলতে পারব? আল্লাহ্র এই রীতি পাল্টানোর ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখি না, কিন্তু তার সৃষ্টিকে দেখি। সর্বত্র তাঁর নিদর্শন দেখি। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না এবং পাবোও না কোনদিন দুনিয়াতে। সেকথাই আল্লাহ বলেছেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ– 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং ভিতর-বাহির সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১০৩)*।

অবিশ্বাসীরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে চায়। যদি তাকে দেখেই নাও, তাহ'লে পরীক্ষা হবে কিসে? যদি কেউ আগে-ভাগেই রেজাল্ট জেনে নেয়, তাহ'লে সে পরীক্ষা দেবে কেন? সেকারণ ঈমানের মূল ভিত্তিই হ'ল অদৃশ্যে বিশ্বাস। বিজ্ঞানের ভিত্তিও কি তাই নয়? বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার কি একথা প্রমাণ করে না যে, তারা আগে বিষয়টি জানতেন না। বিজ্ঞানীরা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা করেন। অতঃপর ভাগ্যক্রমে কখনো এমনকিছু পেয়ে যান, যা ইতিপূর্বে তাদের ধারণাতেও ছিল না। এ যুগের কম্পিউটার, মোবাইল ও

ইন্টারনেট অনুরূপ বিস্ময়কর আবিষ্কার নয়? অতএব বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে অদৃশ্যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বরং তা অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর মত একটা বিষয়। যা আল্লাহ আগেই বলেছেন যে, 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/৫)*। অতএব অদৃশ্য থাকাটাই বিজ্ঞান গবেষণার ভিত্তি। সবকিছু দৃশ্যমান থাকলে পৃথিবীতে গবেষণা ও উন্নয়ন বলে কিছু থাকত না। সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ত। অমনিভাবে অদৃশ্য থেকে আল্লাহ সবকিছু করছেন, দেখছেন ও শুনছেন; এই বিশ্বাসই মানুষকে সর্বদা ভীত রাখে ও সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। একেই বলে 'ঈমান বিল গায়েব'।

এক্ষণে যদি কেউ আল্লাহকে স্বীয় চর্মচক্ষুতে দুনিয়াতেই দেখে ফেলে, তাহ'লে আর ঈমানের কি ফায়েদা থাকল? কেউ কি বলবে যে, আমি সূর্যে, চন্দ্রে, বা রাত্রি ও দিনে বিশ্বাসী? যা সে প্রতিদিন দেখছে। মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ দর্শন হ'ল বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। এ নে'মতের অধিকারী কেবল তারাই হবে, যারা পরকালে জান্নাতী হবে। অবিশ্বাসী কপট বিশ্বাসী, মুশরিক ও ফাসেকরা কি তাকে দেখতে পাবে? দুনিয়াতেও তারা ছিল অন্ধ, আখেরাতেও তারা হবে অন্ধ' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*। আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অথচ উচ্চ মর্যাদাশীল মুমিনগণ তাঁকে জান্নাতে স্পষ্ট দেখবেন। যেমন আল্লাহ বলেন,–وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। কারণ তারা দুনিয়াতে তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। আখেরাতেও তারা উক্ত বিশ্বাসের প্রতিদান পাবে।

অবিশ্বাসীরা বলে, আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? আমরা বলব, এটি হ'ল শয়তানী ওয়াসওয়াসা। এ বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে আগেই সাবধান করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ এরূপ বললে বা তোমাদের মনে এরূপ খটকার উদ্রেক হলে তোমরা বল, آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর'।[২] এছাড়া তোমরা সূরা ইখলাছ পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারো। আর শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে বল আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম'।[৩] একবার কিছু লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের অন্তরে মাঝে-মধ্যে ভয়ংকর সব কথা আসে, যা বলতে সংকোচ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এরূপ সংকোচ আসে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই হ'ল ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন (ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ)।[৪]

২. *মুসলিম হা/১৩৪ (২১৩) 'ঈমান' অধ্যায়।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৭২২; মিশকাত হা/৭৫ 'ওয়াসওয়াসা অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১১৮।*
৪. *মুসলিম হা/১৩২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

এর বিপরীত হ'ল মুনাফিকগণ। যারা মুখে ঈমান প্রকাশ করে। কিন্তু অন্তরে কুফরী লুকিয়ে রাখে। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ– 'যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে'। 'সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(আত-তারেক ৮৬/৯-১০)*। তিনি আরও বলেন, أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ– 'সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?' 'এবং বুকের মধ্যে যা লুক্কায়িত ছিল সব প্রকাশিত হবে?' 'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের কি হবে সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *('আদিয়াত ১০০/৯-১১)*।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে কাউকে মেনে নেই যে, তিনি আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তো অবিশ্বাসীরা পুনরায় বলবে যে, তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে বলতেই থাকবে। কিন্তু কতক্ষণ বলবে? কত দূর বলবে? এক সময় গিয়ে তাকে থামতেই হবে। অর্থাৎ এক পর্যায়ে যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতেই হবে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন, যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। যিনি প্রথম। যার পূর্বে কেউ নেই। যদি কেউ ১০০ থেকে পিছন দিকে গণতে থাকে, তাহ'লে এক পর্যায়ে তাকে এক-য়ে গিয়ে থামতে হবে। কেননা তারপরে তো আর কিছু নেই। নিশ্চিতভাবে তিনিই হ'লেন আল্লাহ। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যার কোন শরীক নেই। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ– 'তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন'। 'আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/৩-৪)*।

দ্বিতীয় হ'ল ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কিন্তু কোন ধর্ম বিশেষ করে আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম ইসলামকে স্বীকার করে না। তারা বলে, ধর্ম পালনই সকল প্রকার অধোগতি, দারিদ্র্য, রোগ-পীড়া, সামাজিক বিশৃংখলা ও যুলুম-অত্যাচারের কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না।

তাহ'লে কি একথা বলতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল খেলাচ্ছলে? তিনি আমাদের কর্মসমূহের হিসাব নিবেন না? তাহ'লে ন্যায়বিচার কোথায় থাকল? বস্তুবাদীরা কি ধারণা করেন যে, সৎ ও অসৎ সবাই সমান? সংশোধনবাদী ও ধ্বংসবাদী উভয়ে এক? যালেম ও মযলূম কি তাহ'লে সমান? হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি কি এক? তিনি পাগল সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধিমানদের উপদেশ হাছিলের জন্য। প্রতিবন্ধী সৃষ্টি করেছেন স্বাস্থ্যবানদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। অভাবগ্রস্ত সৃষ্টি করেছেন সম্পদশালীদের কৈফিয়ত নেওয়ার জন্য। কেননা এ পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র। মানুষ কেবল তাঁর হুকুম মত এগুলি ব্যবহারকারী মাত্র।

Contents

অতএব এটা অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা এবং তিনি পৃথিবী খেলাচ্ছলে বা যুলুম বশতঃ সৃষ্টি করেছেন বলে মিথ্যা অপবাদ মাত্র। যেখানে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলা যায় না, সেখানে রাজাধিরাজ আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে এরূপ কথা বলা যায়? সেকারণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- 'তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?' 'অতএব মহামহিম আল্লাহ যিনি যথার্থ অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক' *(মুমিনূন ২৩/১১৫-১৬)*।

ইসলাম বিরোধীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে বিশৃংখলা, যুলুম, পশ্চাদপদতা ও দারিদ্র্যের অভিযোগ করে থাকে এবং ধর্মকে অস্বীকারকারী মতবাদকে সংশোধনবাদী, দারিদ্র্য বিমোচনকারী ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূতকারী মতবাদ বলে প্রচার করে থাকে। যার মধ্যে আমরা এখন বসবাস করছি। কিন্তু এজন্য ধর্মসমূহকে দায়ী করা একেবারেই অন্যায়। তাহ'লে কি ধর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমে আমাদের অনগ্রসরতা, যুলুম ও দারিদ্র্য দূর হবে? আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের বহু মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। এতে তাদের অবস্থা পাল্টে কি তারা হতদরিদ্র, রোগী ও অনগ্রসর হয়ে গেছে? ধরে নিলাম পুরা মুসলিম জাতি ধর্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের অনুসারী হ'ল, তাহ'লে কি তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে? তাদের অধোগতি কি অগ্রগতিতে রূপ নেবে? তাদের দারিদ্র্য কি প্রাচুর্যে পরিণত হবে? তাদের উপর যুলুম কি ন্যায়বিচারে পরিবর্তিত হবে? তখন মযলূমদের পক্ষ হ'তে কে যালেমদের কাছ থেকে তাদের অধিকার আদায় করে নিবে? তারা ন্যায়বিচার না পেলে কার কাছে গিয়ে অভিযোগ পেশ করবে? আর কিসের জন্য অভাবগ্রস্ত, রোগী ও মযলূম এ দুনিয়াতে ধৈর্যধারণ করবে? যখন সে জানে যে, সে সত্বর মৃত্যুবরণ করবে এবং (অবিশ্বাসীদের ধারণা মতে) সে পরকালে তার অভাব, রোগ ও যুলুমের কোন প্রতিকার পাবে না। অথচ অন্যেরা সম্পদে, স্বাস্থ্যে ও শান্তিতে সচ্ছল অবস্থায় বসবাস করছে?

ঐসব জাতির অবস্থা কেমন হবে যারা কোন ধর্ম মানেনা, যা আল্লাহ্র সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ? যারা আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করে না বা তাঁর নিকট থেকে ছওয়াব আশা করে না? তখন কি তাদের নিকট সব বস্তু বৈধ হয়ে যাবে না? যতদূর মানুষ গোপনে আইন বাঁচিয়ে করতে পারে? কে তখন মানুষের জান, মাল ও ইযযতের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে? এরূপ সমাজে কি মিথ্যা, প্রতারণা, মদ্যপান, ব্যভিচার বাধাহীন গতিতে ছড়িয়ে পড়বে না? সেখানে মানুষের আচরণ বিধি নিয়ন্ত্রণের কেউ থাকবে না কেবল তাদের মনগড়া আইনটুকু ব্যতীত। যেখান থেকে তারা সহজে গা বাঁচাতে পারে।

হে নাছারাগণ! তোমাদের কাছে আমরা একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, যারা নাস্তিক্যবাদের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছ। কেননা বিগত যুগের ন্যায় এ যুগের অবিশ্বাসীদের সাথে শরীক হয়ে তোমরাও ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক। অথচ তোমরা ভালভাবেই জানো যে, পাশ্চাত্যের উন্নতি তাদের খৃষ্টধর্মের শিক্ষার উপরে দণ্ডায়মান নয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লে আফ্রিকার দেশগুলিতে বহু মানুষ খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তারা পশ্চাদপদ অবস্থায় রয়েছে। বরং এটা তোমরা ভালভাবেই জানো যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী সভ্যতার উপর। যারা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চুরি করেছে। তাদের রক্ত শোষণ করেছে ও তাদের সম্পদসমূহ লুট করেছে। যেমন তোমরা জানো যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর যেসব বিপদ আপতিত হয়েছে, সবই ঐসব দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অব্যাহত যুলুমের কারণে এবং ইসলামী খেলাফত ধ্বংস হওয়ার কারণে। সেই সাথে ইসলামী খেলাফতকে টুকরা টুকরা করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার কারণে। আর চিন্তাশীল মাত্রই জানেন যে, মুসলিমদের অধিকাংশ তাদের দ্বীনের যথাযথ অনুসারী নয়। আর এটাই হ'ল তাদের অধঃপতনের মূল কারণ। অতএব যদি তোমাদের কথা সঠিক হ'ত যে, ইসলামই অনগ্রসরতা, রোগ-পীড়া ও দারিদ্র্যের মূল কারণ, তাহ'লে তো তাদের অবস্থা আরও উন্নত হওয়ার কথা তাদের ধর্ম থেকে দূরে থাকার কারণে? তাই নয় কি?

চুরি-ডাকাতি ও খুনের মত বড় বড় পাপগুলি ঐসব দেশে বেশী হয়, যারা ইসলাম কবুল করেনি অথবা যারা ইসলামের অনুশাসন মানে না। এমনকি আমেরিকা (যারা সেরা ধনী রাষ্ট্র বলে পরিচিত) পৃথিবীতে গাড়ী দুর্ঘটনায় শীর্ষে অবস্থান করছে তাদের মদ্যপানের কারণে। সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও রক্তপাত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী দায়ী করা হয়। বরং এটাই প্রমাণিত সত্য যে, 'দারিদ্র্য মানুষকে অপরাধপ্রবণ বানায়' কথাটি ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা। আন্তর্জাতিক পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫২ সালে ভারতে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৬৫। অথচ সেসময় গ্রেট বৃটেনে সমসংখ্যক লোকদের মধ্যে অনুরূপ অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৩২২' *(মহাসত্যের সন্ধানে ৪৬ পৃ.)*। বর্তমানের অবস্থা তো আরও করুণ!

অতএব হে সভ্যতাগর্বীরা! তোমাদের রবের দোহাই দিয়ে আমাদের জানাও, তোমরা কি পড়েছ বা শুনেছ কোন আয়াত বা হাদীছ বা কোন ফিক্বহী রায়, যা উৎসাহ দিয়েছে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এবং রোগের চিকিৎসা ও তা প্রতিরোধের বিরুদ্ধে? অথবা হুকুম দিয়েছে যুলুম, জবরদখল ও প্রভুত্ব কায়েমের জন্য? অথবা হালাল রূযী উপার্জনের চেষ্টার বিরুদ্ধে? ইসলামের দিকে সম্পর্কিত কিছু লোক যারা যালেম, স্বৈরাচারী ও গরীবের অংশ ভক্ষণকারী, ইসলামের বিধানসমূহের প্রতি তাদের আনুগত্য পরিমাপ করুন! বহু মুসলমান, যারা যুলুম, ফাসাদ, ঘুষ, হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি নোংরা কাজে লিপ্ত, দ্বীন থেকে তাদের দূরত্ব পরিমাপ করুন!

তোমরা কি ভুলে গেছ যে, ইতিপূর্বে যখন বিজ্ঞান ও গীর্জার মধ্যে মুখোমুখি অবস্থা ছিল, তখন খৃষ্টানরা অনেক বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছিল। এমনকি তারা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খৃ.) সম্পর্কে বলেছিল, যখন তিনি তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করলেন এবং পৃথিবী থেকে সৌরলোকে প্রথমবারের মতো অনেক নতুন জিনিস তিনি দেখতে পেলেন যা এর আগে আর কারো চোখে ধরা পড়েনি। তিনি সূর্যের চারপাশে কয়েকটি বিন্দুর আবর্তন দেখে নিশ্চিত হ'লেন যে, কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ.) তত্ত্বই সঠিক ছিল যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তাঁর এ গবেষণাটি প্রকাশ করার জন্য বহুবার তিনি রোমে গেলেন পোপের অনুমতি নিতে। শেষ পর্যন্ত ১৬২৪ সালে পোপের কাছ থেকে অনুমতিও পেলেন। কিন্তু এই গবেষণাটি ছিল মিসরীয় বিজ্ঞানী টলেমীর (৯৮-১৬৮ খৃ.) 'সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে' মতবাদের বিরোধী। ফলে ১৬৩২ সালে তাঁর উক্ত গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সারা ইউরোপে হৈ চৈ পড়ে যায়। অতঃপর তাঁকে ধর্ম বিরোধী আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করা হয়। এরপর জীবনের শেষ চার বছর নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই মহাবিজ্ঞানী অন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উপরে এমন অপবাদও দেওয়া হয় যে, তিনি নাকি চান যে, তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি আল্লাহকে দেখবেন'। এরপর ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। যা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের উপর গীর্জার প্রাধান্য শেষ করে দেয়।

এর বিপরীতে ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। কুরআনের প্রথম আয়াতই নাযিল হয়েছে 'তুমি পড়' বলে। যেমন আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে'। 'পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু'। 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন'। 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। এছাড়াও বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যেখানে ইলম, আমল, রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, হালাল উপার্জন ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ...

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ বলেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ সকালে রশি নিয়ে পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে যাক, অতঃপর কাঠ কুড়িয়ে এনে বিক্রি করুক এবং তা থেকে সে ভক্ষণ করুক ও ছাদাক্বা করুক, সেটাই তার জন্য উত্তম হবে মানুষের কাছে চাওয়া থেকে' *(ছহীহুল জামে' হা/৫০৪০)*। এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাসী বা মিথ্যাবাদীরা কি এসব কথা শুনতে পায়? যাদের চোখ থাকতেও চোখ নেই, কান থাকতেও কান নেই, হৃদয় থাকতেও বুঝ নেই- এরা তো আল্লাহ্র ভাষায় চতুষ্পদ জন্তু বা তার চাইতে অধম *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। অতএব 'ধ্বংস হৌক কল্পনার অনুসারীরা। যারা তাদের অজ্ঞতায় বেহুঁশ'। 'যারা তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করে বিচার দিবস কবে হবে'? 'হ্যাঁ, সেটা সেদিন হবে, যেদিন তাদের আগুনে ঝলসানো হবে' *(যারিয়াত ৫১/১০-১৩)*। অতএব হে স্বপ্নচারীরা 'তোমরা দৌড়াও আল্লাহ্র দিকে... এবং তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না... *(যারিয়াত ৫১/৫০-৫১)*।

মনে রেখ 'ক্বিয়ামত আসবেই'। 'তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারু নেই' *(ত্বূর ৫২/৭-৮)*। 'সেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের দিকে ধাক্কিয়ে নেওয়া হবে এবং বলা হবে এটাই হ'ল সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। 'এখন বল, এটা কি জাদু না বাস্তব? নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না'! 'এতে প্রবেশ কর। অতঃপর ধৈর্য ধর বা না ধর দু'টিই সমান। (দুনিয়ায়) তোমরা যা করতে এটা তারই প্রতিফল' *(ত্বূর ৫২/১৩-১৬)*। আল্লাহ বলেন, তারা ভাবছে সেটা অনেক দূরে। অথচ আমরা দেখছি ওটা অতীব নিকটে' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*। হ্যাঁ! মৃত্যু যেকোন সময় তোমাকে ধরে ফেলবে। তোমার রূহটা বেরিয়ে যাবে। আর তখনই শুরু হবে তোমার অবিশ্বাসের শাস্তি। দুনিয়ায় যত অন্যায় কর্মের মন্দ প্রতিফল' *(ত্বূর ৫২/১৬)*। কারণ যখনই বান্দার মৃত্যু হয়, তখনই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়।

যারা ধর্ম মানেন না তাদের যুক্তি, বিশ্ব চলে প্রকৃতির নিয়মে। অথচ প্রকৃতি একটা বাস্তব বিষয়। এটা তো কোন ব্যাখ্যা নয়। যেমন বৈশাখে কাঠফাটা রোদে অনেকে বলেন, প্রকৃতি রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতি কার হুকুমে ও কার বিধান মতে চলছে, তার উত্তর কোথায়? দূর থেকে চলন্ত রেলগাড়ী দেখে যদি কেউ দাবী করে যে, রেলগাড়ীটা প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে। এর কোন চালক নেই। তখন ব্যাপারটা কেমন হবে? যদি কেউ বলে ডিমে তা দিলে ২১ দিনে বাচ্চা ফুটে বেরিয়ে আসে। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অথচ খোসার মধ্যে ডিমের মরা কুসুমটাকে জীবন্ত বাচ্চায় পরিণত করে কে? কোন ছিদ্র না থাকা সত্ত্বেও খোসার ভিতরে বাচ্চাটি আলো-বাতাস পেল কিভাবে। কে ওর দেহে পুষ্টি এনে দিল? অতঃপর সে বড় হয়ে নিজে নিজে কিভাবে খোসা ভেঙে বেরিয়ে এল? কে তাকে তার মা চিনিয়ে দিল? এক্ষণে রেলগাড়ীর জন্য যখন আপনি চালককে অস্বীকার

করেন না, তখন ডিম ফোটা বাচ্চার জন্য আপনি কেন আল্লাহকে স্বীকার করতে পারেন না? আপনি দৈনিক নদীতে জোয়ার-ভাটা দেখছেন, আপনি বলবেন, ওটা তো চাঁদের আকর্ষণে হয়ে থাকে। কিন্তু নদী ও চাঁদ এ দু'য়ের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হ'ল কিভাবে? দু'লক্ষ চল্লিশ হাযার মাইল দূরত্বে এই আকর্ষণ কে সৃষ্টি করল, তার জবাব কি? ধার্মিকরা বলেন, আল্লাহ। কিন্তু নাস্তিক-বস্তুবাদীরা কি বলবেন? নিশ্চয়ই তাদের কোন জবাব নেই, স্রেফ হঠকারিতা ব্যতীত।

প্রকৃতির সর্বত্র একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি রয়েছে, যা অপরিবর্তনীয়। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে ও পশ্চিমে ডোবে। পিছে পিছে দিন-রাত্রির আগমন-নির্গমন ঘটে। কেউ কাউকে ধরতে পারে না। কিন্তু কে এইসব সৃষ্টিকে নিয়মবদ্ধ করল? প্রাণহীন প্রকৃতির মধ্যে এই ধর্ম কে সৃষ্টি করল?

জড়জগতে ধর্ম থাকলে মানবজগতে কেন থাকবে না? মানুষের দেহ ধর্ম মেনে চলে। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সবই সেই ধর্মের অধীনস্ত। কেবল তার জ্ঞানজগতটা স্বাধীন। তাই সে ধর্মকে অস্বীকার করে। আর এখানেই তার জ্ঞানের পরীক্ষা হয়।

আমরা সর্বদা মানবিক মূল্যবোধের কথা বলি। কেননা সেটা ব্যতীত সমাজ অচল। সেই মূল্যবোধ রক্ষার জন্য দিনের পর দিন নতুন নতুন আইন তৈরী হচ্ছে। সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন চলছে। কিন্তু সবই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। একটা কারখানাকে একটা সুইচ টিপলেই সচল করা যায়। কিন্তু একজন মানুষকে তা করা যায় না। কেননা মানুষ তার স্বাধীন চিন্তায় চলে। সেজন্য চাই একটি প্রেরণা। যা তার মূল্যবোধকে ধরে রাখবে ও উজ্জীবিত করবে। আর সেটাই হ'ল ধর্ম। সে ধর্ম যদি আল্লাহ প্রেরিত হয় এবং সে যদি তার যথার্থ অনুসারী হয়, তাহ'লে সে হয় সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। সমাজ ও সভ্যতা, মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই তার কাছে নিরাপদ। আর যদি সেটা ধর্মের নামে অন্যকিছু হয়, তাহ'লে তা হয় মূল্যবোধ বিপর্যয়ের উৎস। যা স্রেফ ক্ষতির কারণ হয়। অতএব শাস্তি দিয়ে বা নিজেদের মনগড়া আইন দিয়ে মূল্যবোধ রক্ষা করা যায় না। বরং প্রকৃত আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্র বিধানের যথার্থ অনুসৃতির মাধ্যমেই কেবল মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত হ'তে পারে। যেভাবে প্রাকৃতিক বিধান যথাযথভাবে রক্ষিত হয়ে চলেছে।

লেনিন ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের মতে আকাশ মার্গে স্বর্গ রচনার পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ রচনাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ'। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ধুলির ধরণীতে 'স্বর্গ রচনা' কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা নিজেদেরকে আকাশমণ্ডলে স্বর্গ রচনার যোগ্য করে গড়ে তোলে। আর 'আকাশমণ্ডলে স্বর্গ রচনা যাদের লক্ষ্য নয়, তারা 'উর্ধ্বে গগন আর নিম্নে ধরণীতল' কোথাও স্বর্গ রচনা করতে সক্ষম হয় না। বরং তারা সর্বত্র কেবল নরকই রচনা করে'।

'আর এটা নিতান্তই বাস্তব যে, পরকালীন জীবনে শুভ প্রতিফল লাভের নিশ্চিত আশায় কোটি কোটি মানুষ নিজেদের হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার তীব্র তাকীদে ন্যায়ের পথে চলেছে এবং সেখানকার অনন্ত শাস্তি ও আযাবের ভয়ে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য হাযারো মানুষ অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জন দিয়েছে শুধু এই প্রেরণায় যে, এর প্রতিদান স্বরূপ তারা পরকালে আল্লাহ্র নিকট অশেষ ছওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। কিন্তু বস্তুবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সমাজ এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে কি? কখনোই তা সম্ভব নয়। দুর্নীতি আর চরিত্রহীনতার সর্বপ্লাবী পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই সমাজেও ন্যায়ের পথে অবিচল হয়ে চলতে যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাহ'লে তা যে সেই প্রাচীন ধর্মমতেরই প্রভাবের ফল, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা বস্তুবাদ মানুষকে চরম স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বস্তুবাদের এই বিষাক্ত ফল সারা দুনিয়ার মানুষকে আজ এক মারাত্মক বিষে জর্জরিত করে তুলেছে। এই শতকের প্রায় সব চিন্তাশীল মানুষই সেজন্যে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।... অতএব নিছক বিভীষিকা সৃষ্টিকারী আইন বা সরকারী হুমকি-ধমকি, আর জীবন মানের উন্নয়ন ও প্রলোভন দ্বারা মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। বস্তুবাদের লীলাক্ষেত্র যেসব দেশ, সেখানকারও বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আজ এই মর্মান্তিক সত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন'।[৫] অতএব ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি কেবল মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই সম্ভব।

অতএব মানুষ কি ভেবেছে আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম নন? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৪০)*। সে কি ভেবেছে তাকে সারা জীবনের কর্মের হিসাব দিতে হবে না? সে কি মনে করে তাকে বিনা হিসাবে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬)*। আদৌ নয়! সে এক্সিডেন্ট বশতঃ দুনিয়াতে আসেনি। সে এসেছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র মহতী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এবং তাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। আর তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। সবকিছুকেই তিনি মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/২০)*। আর তাকে করেছেন সৃষ্টির সেরা *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*। অতএব মানুষ এক্সিডেন্টের সৃষ্টি নয়। সে মুক্তকচ্ছ ভবঘুরে নয়। তাকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে যালেম তার শাস্তি পাবে ও মযলূম তার যথার্থ প্রতিদান পাবে। অতএব মিথ্যার মরীচিকা থেকে হে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা ফিরে এস বিশ্বাসের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

---

৫. মাওলানা আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে পৃ. ৫০-৫১।

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৩য় কিস্তি)

তাক্বলীদের ক্ষতিকর দিক :

(ক) তাক্বলীদ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় : ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলেও এই তাক্বলীদই সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল। নবীদের মৃত্যুর পর তারা তাদের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের এমন অন্ধ অনুসরণ করত যেন তাদেরকে ভক্তির আতিশয্যে 'রব' -এর আসনে বসিয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্ব চরাচরের 'রব' মনে করত। বরং এর অর্থ হ'ল এই যে, তারা তাদের আদেশ ও নিষেধ সমূহের আনুগত্য করত।[১]

খ্রিষ্টান নেতা 'আদী ইবনু হাতেম যখন ইসলাম কবুল করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন, তখন তিনি তার গলায় ঝুলানো স্বর্ণের বা রৌপ্য নির্মিত ক্রুস চিহ্নটি ফেলে দিতে বললেন। অতঃপর উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন 'আদী বললেন, لسنا نعبدهم 'আমরা তো তাদের পূজা করি না'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ 'তারা কি সেই সব বস্তু হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল করেছেন, অতঃপর তোমরাও তা হারাম কর? আর তারা কি ঐসব বস্তু হালাল করে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল কর'? আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إنهم لم يأمروهم أن يسجُدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله، فأطاعوهم، فسمَّاهم الله بذلك أربابًا 'তারা তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দিত না। বরং তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ দিত এবং তারা তাদের সে আদেশ পালন করত। সেকারণে আল্লাহ তাদেরকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৩]

যুগে যুগে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল অন্তরায় ছিল এই তাক্বলীদ। বাপ-দাদার আচরিত ধর্মের দোহাই দিয়ে সে যুগের লোকেরা নবী-রাসূলগণের দাওয়াত থেকে যেমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এ যুগের লোকেরাও তেমনি তাদের আচরিত ইমাম ও মাযহাবের দোহাই দিয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ– 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখত না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

(খ) মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তির কারণ: মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তির মূল কারণ হচ্ছে তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণের কারণে মুসলমানগণ আজ দলে দলে বিভক্ত। তাক্বলীদের গণ্ডী অতিক্রম করে তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ প্লাটফরমে সমবেত হ'তে পারছে না। অথচ মহান আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র কিতাব তথা কুরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত তথা হাদীছ'।[৪]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ঐক্যের ভিত্তিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এ দু'টির ভিত্তিতেই কেবলমাত্র মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে।

---

১. *ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর ১৬/২৭ পৃঃ; গৃহীত : আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ১৫১।*
২. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৩০৯৫ সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৯৩।*
৩. *তাফসীরে তাবারী, সূরা তওবা ৯/৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৪. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*

(গ) তাক্বলীদের কারণে ইত্তেবা বিঘ্নিত হয় : ইত্তেবা হচ্ছে দলীলের অনুসরণ আর তাক্বলীদ হচ্ছে বিনা দলীলে কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ। অন্যভাবে বলা যায় তাক্বলীদ হচ্ছে 'রায়'-এর অনুসরণ আর ইত্তেবা হচ্ছে 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ। দু'টি পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী। ইত্তেবা সিদ্ধ কিন্তু তাক্বলীদ নিষিদ্ধ। অনেকে ইত্তেবা ও তাক্বলীদকে একাকার করার অপচেষ্টা চালান, যা আদৌ সমীচীন নয়। মূলতঃ তাক্বলীদের কারণেই ইত্তেবা বিঘ্নিত হয়। দলীল উপস্থাপনের পরও নিজেদের অনুসরণীয় তাক্বলীদী মাযহাবের অনুকূলে ফৎওয়া না হওয়ায় তা দ্বিধাহীনচিত্তে প্রত্যাখ্যান করা হয়। দলীলের অনুসারীদেরকে তথা আহলেহাদীছদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া, তাদেরকে সমাজচ্যুত করা, ঈদের মাঠে যেতে বাধা দেওয়া, প্রশাসন কর্তৃক হয়রানী করা, তাদের মসজিদ দখল করে নেওয়া ও মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি বর্তমান সমাজের রূঢ় বাস্তবতা। আর এসবের পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে তাক্বলীদ। তাক্বলীদী পর্দা ছিন্ন করে এরা দলীলের অনুসরণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন বন্ধুর অনুসরণ করো না। বাস্তবে তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫]

(ঘ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আমল ব্যাহত হয় :

তাক্বলীদের কারণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আমল ব্যাহত হয়। তাক্বলীদপন্থীরা তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা বুযুর্গের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছে মানতে পারে না। স্বীয় ইমাম বা মাযহাবের দোহাই দিয়ে তারা সঠিক আমল থেকে দূরে থাকে। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আমি মুক্বাল্লিদদের একটি জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে তাদের সামনে পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেছি। কিন্তু তাদের অনুসরণীয় মাযহাব কুরআনের আয়াতগুলির বিপরীত হওয়ায় তারা তা গ্রহণ করেনি এবং কুরআনের আয়াতের দিকে ফিরেও দেখেনি। বরং তারা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল এবং বলল, কিভাবে আমরা এর উপর আমল করব, অথচ আমাদের অনুসরণীয় মাযহাব এর বিপরীত'?[৬]

(ঙ) ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয় :

তাক্বলীদের কারণে ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার পথ রুদ্ধ হয়। তাক্বলীদপন্থীদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, তাদের অনুসরণীয় ইমামের পরে আর কেউ ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন না। তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন চোখ বন্ধ করে তা মেনে নিতে হবে। ইজতিহাদের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা অনুসারীদের মধ্যে বিরাজ করার কারণে যুগ যুগ ধরে তারা ভুল ফৎওয়ার উপরে আমল করে চলেছেন। অথচ কোন ইমামই অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করার কথা বলে যাননি। বরং নিষেধ করে গেছেন।

তৃতীয় মূলনীতি: ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ :

যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে বের করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম 'ইজতিহাদ'। এই অধিকার ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মুত্তাক্বী ও যোগ্য আলেমের জন্য খোলা থাকবে। এটি আহলেহাদীছ আন্দোলনের তৃতীয় দফা মূলনীতি।

তাক্বলীদপন্থীদের ধারণা ইমাম চতুষ্টয়ের পরে আর কোন ইজতিহাদ নেই। ইজতেহাদের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারো পক্ষে এই যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। বর্তমান যুগেও যদি কেউ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে ইজতিহাদ করা মোটেই অবৈধ বা অসম্ভব নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীনকে সচল ও স্থায়ী রাখার জন্য ইজতিহাদের পথ সদা উন্মুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

ইজতিহাদ অর্থ :

'ইজতিহাদ' (اجتهاد) শব্দটি আরবী 'জুহদুন' (جهد) শব্দ হ'তে উদ্গত। এর আভিধানিক অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ হুকুম নির্ধারণের জন্য সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'ইজতিহাদ' বলা হয়।[৭]

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা :

ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে উদ্ভূত নতুন কোন সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীছে সরাসরি না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত মূলনীতির আলোকে নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ প্রয়োজন। ইজতিহাদ ইসলামী আইন ও বিধানকে সচল, সক্রিয় ও সঞ্জীবিত রাখে। ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে ইসলামের সার্বজনীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা-সাধনার নির্দেশ রয়েছে, যা

৫. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
৬. *কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ, পৃঃ ৭২, গৃহীত : ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর ৪/১৩১ পৃঃ।*
৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৮৩।*

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ-

'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। তুমি বল যে, এ দু'য়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে। তবে এ দু'টির পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি পরিমাণ ব্যয় করবে? তুমি বল, উদ্বৃত্ত থেকে ব্যয় কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ-

'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ-

'তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর সে পানি পৃথিবীর ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন। অতঃপর তা দিয়ে রং-বেরংয়ের শস্যাদি উৎপন্ন করেন। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখ। অতঃপর আল্লাহ তাকে খড়কুটায় পরিণত করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য' *(যুমার ৩৯/২১)*।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ-

'আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?' *(ক্বামার ৫৪/১৭)*।

ইজতিহাদের প্রকার :

ইজতিহাদ দু'প্রকার। ১. বর্তমানের কোন সমস্যাকে পূর্বকালের কোন সমস্যার সদৃশ বিধানের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো। ২. শরী'আতের সার্বিক বিধান সমূহ অনুধাবন করা ও তার আলোকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। প্রথম প্রকারের ইজতিহাদকে 'বিশুদ্ধ কিয়াস' (القياس الصحيح) বলা যায়। এই প্রকারের ইজতিহাদ সকল যুগের সকল বিদ্বানের জন্য উন্মুক্ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে।[৮]

৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৮৩।*

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার ইজতিহাদের জন্য প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত মুজতাহিদ থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ- 'আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে, বিরোধিতাকারী বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এইভাবে কিয়ামত এসে যাবে'।[৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ- 'ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল গুটি কয়েক লোকের মাধ্যমে আবার ফিরেও যাবে সে অবস্থায়। অতএব সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্যই'।[১০] অর্থাৎ অল্পসংখ্যক হ'লেও কিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল হক্বপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হ'ল হকপন্থী আলেমগণের অস্তিত্ব বজায় থাকা। উপরোক্ত হাদীছ চিরকাল ইজতিহাদের বিদ্যমানতা, ইসলামের চিরঞ্জীবতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[১১] তবে জমহুর বিদ্বানের মতে কোন কোন যুগ খালি থাকাও সিদ্ধ আছে। যেমন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দার নিকট হ'তে ইলম উঠিয়ে নেন না। বরং তিনি আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন কোন আলেম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ ব্যক্তিদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসিত হবে এবং ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে এবং নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে'।[১২]

মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলী :

যে কেউ চাইলেই ইজতিহাদ করতে পারেন না। ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন মহান আল্লাহ্র এক বিশেষ দান। মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআন-হাদীছে পূর্ণ পারদর্শী এবং সেখান থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করার যোগ্যতা হাছিল করতে হবে। হ'তে হবে পূর্ণ তাক্বওয়াশীল ও বাস্তব

৯. *মুসলিম হা/১৯২০।*
১০. *মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯।*
১১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৮৩।*
১২. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।*

জীবনে সুন্নাতের পাবন্দ। মহান আল্লাহ কম সংখ্যক মানুষের মধ্যেই এই যোগ্যতা দান করেন। এমনকি শতাব্দী অন্তর একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। আবুহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের জন্য একজন করে মুজাদ্দিদের উত্থান ঘটাবেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন'।[১৩]

ইজতিহাদের নেকী :

মুজতাহিদের ইজতিহাদ ভুল-শুদ্ধ দু'টিই হ'তে পারে। মুজতাহিদ নিজেও জানেন যে, তার এই সিদ্ধান্ত সঠিক হ'তে পারে আবার বেঠিকও হ'তে পারে। তবে যেহেতু তিনি নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছ পর্যালোচনা করে অধিকতর সঠিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, সেকারণ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তার জন্য নেকী রয়েছে। ইজতেহাদ ভুল হ'লেও রয়েছে একগুণ নেকী। আর সঠিক হ'লে তো দ্বিগুণ নেকী। আমর বিন আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ–

'বিচারক যখন বিচারকার্য সম্পাদন করেন অতঃপর ইজতিহাদ করেন, আর তা যদি সঠিক হয় তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর বিচারকের ইজতিহাদ যদি ভুল হয়, তবুও তার জন্য একগুণ নেকী রয়েছে'।[১৪]

দলীল পাওয়া গেলে ইজতেহাদ বাতিল হবে:

যে বিষয়ের উপর ইজতিহাদ করা হবে সে বিষয়ে পরবর্তীতে দলীল পাওয়া গেলে ইজতিহাদ বাতিল হবে এবং দলীলের অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। যেমন বলা হয় إذا ورد الأثر بطل النظر 'যখন হাদীছ পাওয়া যাবে তখন ক্বিয়াস বাতিল হবে'।[১৫] জগদ্বিখ্যাত ইমাম চতুষ্টয়ের সকলেই এ কথার উপর জোরালো তাকীদ দিয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের ইজতিহাদকে দলীলের নিকটে সোপর্দ করেছেন এবং স্ব স্ব অনুসারীদেরকে তাদের ইজতিহাদের বিপরীতে দলীল পাওয়া গেলে দলীলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

[চলবে]

১৩. *আবূদাঊদ হা/৪২৯১; সিলসিলা ছহীহা হা/৫৯৯।*

১৪. *ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬; মিশকাত হা/৩৭৩২।*

১৫. *সিলসিলা ছহীহা হা/৩২১ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

শ্রাবণ ইলেকট্রনিক্স

প্রোপ্রাইটার : মুহাম্মাদ চারু

এখানে সব ধরনের লেজার প্রিন্টার, কালার প্রিন্টার, টোনার রিফিল, মনিটর, স্পিকার, ফ্যান ও প্রজেক্টর সার্ভিসিং করা হয় এবং সব ধরনের কালি পাওয়া যায়।

৮১, ৮২ নিউ মার্কেট, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭৫৭৫৯, মোবাইল : ০১৭১২-৪৯৮২১৪।

জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে

সদ্য প্রকাশিত বই

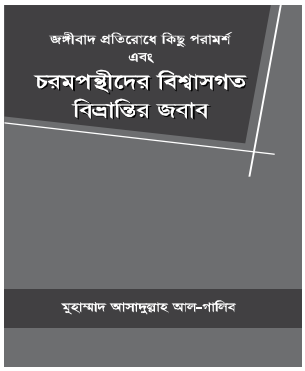

চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচার বিভাগ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক।

যোগ্যতা :

১. ফাযিল/দাওরায়ে হাদীছ পাশ।

২. বাংলা, ইংরেজী ও আরবী দ্রুত ও নির্ভুল কম্পোজ, কারেকশন ও মেকআপে দক্ষতা।

৩. পরহেযগার, সুন্নাতের পাবন্দ, আমানতদার ও দায়িত্বশীল হ'তে হবে।

মাকতাবা শামেলাহ ব্যবহারে দক্ষ প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সম্পাদক বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ১৫ই জুন ২০১৭-এর মধ্যে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭১৬-০৩৪৬২৫।

Contents

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **আক্বীদা (আবশ্যিক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

২. **হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।**

৩. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ** ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৫৯, বনু ইসরাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. **দো'আ :** (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৫. **সাধারণ জ্ঞান :**

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), রহস্য (১-১৫ নং প্রশ্ন), জাদু নয় বিজ্ঞান (৪০ থেকে ৪১ পৃঃ), অমিল/ভিন্ন শব্দ এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩, শিশু অধিকার ০১-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ০১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক এবং شعر হ'ল কবিতা।

৬. **সোনামণি জাগরণী** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. **হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা :** সূরায়ে ফাতিহা আরবী ও বাংলা।

৮. **রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় :** সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা (সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর মধ্যে ৬ নং গুণ)।

◈ **প্রতিযোগিতার নীতিমালা :**

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৬ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (চতুর্থ মুদ্রণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (চতুর্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৫ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখায়	: ১১ই আগস্ট	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
২. উপযেলায়	: ১৮ই আগস্ট	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৩. যেলায়	: ২৫শে আগস্ট	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	: ১৪ই সেপ্টেম্বর	(বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

◈ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

সিলেবাস ডাউনলোড লিংক - www.ahlehadeethbd.org/syllabus/index.html

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

নিন্দিত নারী :

মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন *(ইসরা ১৭/৭০)*। কিন্তু তাদের বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির কারণে কেউ নন্দিত হয়, কেউ নিন্দিত হয়। আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যারাও তাদের কিছু অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজে নিগৃহীত ও নিন্দিত হয়। পরিবার ও সমাজে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘটে যায় বহু বিপর্যয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা। ঐসব নিন্দিত নারী থেকে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تَشَيِّبُنِيْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ رَبًّا، وَمِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِيْ، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِيْ؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا.

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে; এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়; এমন পুত্র সন্তান থেকে যে আমার মনিব স্বরূপ হয়ে যায়; এমন সম্পদ থেকে যা আমার আযাবের কারণ হয় এবং এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ আমাকে দেখে আর তার অন্তর আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি সে ভাল কিছু দেখে, তাহ’লে তা গোপন করে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা প্রচার করে’।[১]

এখানে নিন্দনীয় নারীদের কিছু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হ’ল-

ক. স্বামীর অবাধ্যতা করা :

স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন স্ত্রী স্বামীর কথা শুনতে চায় না। স্বামীকে বাধ্য করে তার কথা মত চলতে। কখনো নিজের একরোখা মেজায ও গোঁড়ামির কারণে, কখনও নিজের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে, কখনও পিতামাতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। যে কারণেই হোক না কেন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ’লে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوْسَهُمَا عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ– ‘দুই ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না। ১. মনিবের নিকট থেকে পলাতক গোলাম যতক্ষণ সে ফিরে না আসে। ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, যতক্ষণ সে তার আনুগত্যে ফিরে না আসে’।[২] তবে এ আনুগত্য হবে শারঈ সীমারেখার মধ্যে। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।[৩] কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কথামত চলতে গিয়ে বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পড়ে। শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক বিভিন্ন কাজ করে বসে, যা আদৌ ঠিক নয়। এভাবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ‘যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচাতে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন’।[৪]

খ. স্বামীকে রাগান্বিত করা :

অনেক মহিলা স্বামীর অপসন্দনীয় কাজগুলি বেশী বেশী করে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা তাকে রাগান্বিত করার জন্য। স্বামী তার প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযথভাবে প্রদান করলেও সে যেন খুশি হ’তেই চায় না। কোন কিছুর বিনিময়েই ঐসব মহিলা তাদের বদঅভ্যাস ত্যাগ করে না। বরং স্বামীকে রাগানো ও তাকে কষ্ট দেওয়াই যেন তার মূল কাজ। তার মাথায় যেন এ চিন্তাই সদা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, কোন কাজ করলে স্বামী রেগে যাবে ও কষ্ট পাবে, সেটাই সে করে থাকে। এসব নারীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ- ‘তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। ১. পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ সে ফিরে না আসে। ২. এমন মহিলা, যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপরে রাগান্বিত থাকে। ৩. ঐ ইমাম, জনগণ যাকে অপসন্দ করে’।[৫]

গ. বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া :

কোন কোন মহিলা স্বামীর দুরবস্থার কারণে বা পরপুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ায় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চায় না। ফলে সে স্বামীর কাছে তালাক চায়। অথচ কেবল শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মহিলা স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে না। এরপরেও কোন মহিলা বিনা কারণে তালাক চাইলে, সে জান্নাত থেকে মাহরূম বা বঞ্চিত হবে। এ ধরনের মহিলাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّـــةِ. ‘যে মহিলা বিনা

---

১. *তাবারানী, ছহীহাহ হা/৩১৩৭।*
২. *তাবারাণী, ছাগীর; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৮, ১৯৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৮।*
৩. *ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫২০।*
৪. *তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহাহ হা/২৩১১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৯৭।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৮৭, সনদ হাসান।*

কারণে তার স্বামীর নিকটে তালাক্ব চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম'।[৬]

ঘ. পর্দাপ্রথা পরিহার করা :

পর্দা ইসলামে ফরয। ছালাত-ছিয়াম পালন না করলে যেমন আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে, তেমনি পর্দা পালন না করলেও আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। কিন্তু বহু মহিলা পর্দা না মেনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। ফলে তারা ধর্ষণ-অপহরণ ও উত্যক্তকরণের শিকার হয়। এরপরও তারা পর্দা করে না। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু তাড়ানোর লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'।[৭] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হচ্ছে ঐসব মহিলা যারা পর্দা করে না। বরং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ– 'তোমাদের নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হ'ল যারা পর্দাহীনা অহংকারিণী। আর তারা হ'ল মুনাফিক নারী। তাদের মধ্য হ'তে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেবল সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায় ব্যতীত'।[৮]

অনেক মহিলা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়। তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، '(ধ্বংসে নিপতিত) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর না।... আর ঐ নারী যার স্বামী অনুপস্থিত। কিন্তু সে (স্বামী) তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করে। অথচ সে (স্ত্রী) তার স্বামীর পরে (অনুপস্থিতিতে) বেপর্দায় চলে'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ মহিলা, যে তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করে।[১০]

বর্তমানে আমাদের দেশের লোকেরা অন্যের বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়ে। কোন অনুমতির তোয়াক্কা করে না। অথচ সে বাড়ীতে মহিলারা কোন কোন সময় অপ্রস্তুত থাকে। অনেকে আবার অন্যের বাড়ীতে ঢুকে সে বাড়ীর মহিলাদের সাথে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলেও খোশগল্প করতে থাকে। মহিলারাও তাদেরকে এসবের সুযোগ দেয়। ইসলামে এসব নিষেধ। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)' *(নূর ২৪/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ. 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান'।[১১] মহিলাদের সাথে খোশগল্প নিষেধ করে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ–

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হ'লে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজনশেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগূল হয়ে পড়ো না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। রাসূলের ব্যাপারে বলা হ'লেও মুসলমানদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য।

আবার সমাজে দেবর-ভাবির, হাসি-তামাশা, অবাধ চলাফেরা যেন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) এসব থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন। উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ، قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. 'তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান থাক। একজন আনছার ছাহাবী বললেন, হে

৬. *আবুদাঊদ হা/২২২৬; তিরমিযী হা/১১৮৭; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫; মিশকাত হা/৩২৭৯, সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪।*
৮. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হ/১৩৮৬০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।*
৯. *আহমাদ, ছহীহাহ হা/৫৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৮।*
১০. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৭*
১১. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১৮।*

আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য'।[১২]

প্রকৃত পর্দা : আমাদের দেশের মানুষ প্রকৃত পর্দা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা মনে করে কেবল বোরক্বা পরে বাইরে গেলেই পর্দা রক্ষা হয়ে যায় এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে এর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সেটা প্রকৃত পর্দা নয়। বরং পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় স্বীয় বক্ষদেশের উপর রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে মহিলারা দেবর-ভাসুর, চাচাত, মামাতো, খালাতো, ফুফাত ভাই, বেয়াই, বোনাই সবার সাথে খোশ-গল্প, হাসি-তামাশা, করে থাকে। এগুলোকে তারা কিছু মনে করে না। অথচ এসব পর্দার পরিপন্থী। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى- 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ এ আয়াতে মহিলাদের বাড়ীর মধ্যে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে বাইরে যেতে হ'লে যথাযথ পর্দা পালন করেই যেতে হবে।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ- 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দেও, তারা যেন নিজেদেরকে চাদর দিয়ে আবৃত করে' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। এ নির্দেশ রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সকল মুমিন নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার পোষাক :

পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য আল্লাহ দান করেছেন। তিনি বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ- 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

বস্তুত শয়তান মানুষের দেহ থেকে তার আবরণ খুলে নিয়ে মানুষকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন করতে চায়, যেমনভাবে সে প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর দেহ থেকে পোষাক খুলে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ- 'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদের থেকে তাদের পোষাক খুলে নিয়েছিল যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে' *(আ'রাফ ৭/২৭)*।

শয়তানের ঐ নীল নক্সা বাস্তবায়নে সে সদা তৎপর। কিন্তু আদম সন্তান সেটা বুঝতে না পেরে এর বিপরীত কাজ করে। যেমন মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য বিকাশের নামে পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করে বাইরে বের হয়। এতে তাদের শরীরের বিশেষ অঙ্গ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। আর রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا شيء إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ- 'যখন কোন নারী যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার জন্য এটা ওটা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা বৈধ হবে না। তিনি চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

১২. *বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

১৩. *আবুদাউদ হা/৪১০৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৫; মিশকাত হা/৪৩৭২।*

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا-

'হাফছা বিনতু আব্দির রহমান নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তার মাথায় একটা পাতলা ওড়না ছিল (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যা থেকে তার ললাট দেখা যাচ্ছিল)। আয়েশা (রাঃ) তার ওড়নাটি ছিড়ে ফেলে একটি মোটা ওড়না তাকে পরিয়ে দিলেন'।[১৪] অপর এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) তার উপর থেকে পাতলা ওড়নাটি সরিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে যা নাযিল করেছেন তা কি তুমি জান না? অতঃপর তিনি আরেকটি মোটা ওড়না তাকে পরিধান করালেন।[১৫]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) লোকদের ক্বাবাত্বী কাপড় (মিসরীয় পাতলা সাদা কাপড়) পরতে দিয়ে বললেন, لاَ تُدَرِّعُهَا نِسَاؤُكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ أَلْبَسْتُهَا إِمْرَأَتِي فَأَقْبَلَتْ فِي الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ فَلَمْ أَرَهُ يَشِفُّ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُّ- 'এ কাপড়গুলো তোমাদের স্ত্রীদেরকে পরাবে না। তখন একজন লোক বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার স্ত্রীকে তা পরিয়েছিলাম। অতঃপর বাড়িতে সে আমার সামনে ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু তা এত পাতলা মনে হয়নি যার উপর থেকে ভিতর দেখা যায়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তা অতি পাতলা নাও হয়, কিন্তু তা দেহের আকৃতি প্রকাশ করবে'।[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمَ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ- 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ক্বাবাত্বী কাপড় পরিধান করাবে না। কেননা যদিও সেটার উপর থেকে ভিতর প্রকাশ না পায়, কিন্তু তা দেহের আকৃতি প্রকাশ করে'।[১৭] অরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ بِكِسْوَةٍ مِنْ ثِيَابِ مَرْوِيَّةٍ وَقُوهِيَّةٍ رِقَاقٍ عِتَاقٍ بَعْدَمَا كُفَّ بَصَرُهَا، قَالَ: فَلَمَسَتْهَا بِيَدِهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أُفٍّ رُدُّوْا عَلَيْهِ كِسْوَتَهُ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أُمَّهْ إِنَّهُ لاَ يَشِفُّ. قَالَتْ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَشِفَّ فَإِنَّهَا تَصِفُ-

'মুনযির ইবনু যুবায়ের ইরাক থেকে ফিরে আসমা বিনতু আবী বকর (রাঃ)-এর নিকট কিছু পুরাতন পাতলা মারবীহ অকূহিয়াহ কাপড় পাঠালেন। তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাবী বলেন, তিনি কাপড়গুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, আফসোস! তোমরা তার কাপড় ফেরৎ দাও। রাবী বলেন, এটা মুনযিরের কাছে পীড়াদায়ক হ'লে তিনি বললেন, হে মা! এটা (শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার মত) অতি পাতলা নয়। তখন তিনি বললেন, যদি এটা অতি পাতলা নাও হয়, তবুও এটা শরীরের আকৃতি প্রকাশ করে দেয়'।[১৮]

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَسَانِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثِيْفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِىْ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِى. فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً، إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটা গাঢ় ঘন কুবতী পোষাক পরিয়েছিলেন যেটা তাঁকে দেহিয়া কালবী উপহার দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি সেটা আমার স্ত্রীকে পরালাম। একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার কি হ'ল তুমি কুবতী পোষাকটি পরিধান করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ওটা আমার স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার নিচে গিলালাহ (সেমিজ) পরিধান করে। কেননা আমি তার হাড়ের (দেহের) আকৃতি প্রকাশের আশংকা করছি'।[১৯] অথচ আজকাল মহিলারা এমন পাতলা ও টাইট ফিটিং পোষাক পরিধান করে যাতে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। মুমিন নারীদের এ ধরনের পোষাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকা অতি যরূরী।

সাজসজ্জা করে ও সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া পর্দার পরিপন্থী : বর্তমানে অনেক মহিলা কোথাও যাওয়ার প্রাক্কালে সুসজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে বের হয়। নিজ বাড়ীতে স্বামীর সামনে সাধারণ পোষাক পরিধান করলেও অন্যত্র যায় সেজেগুজে। কড়া পারফিউম, চড়া মেকাপ মেখে আর জিপসী টাইপের পোষাক পরে নিজেকে ডানাকাটা পরি সদৃশ সাজিয়ে পেটের ভাজ ও শরীরের খাজ প্রদর্শন করে রাস্তায় হেলে-দুলে চলে। এদের না আছে লজ্জা-শরম, না আছে পরকালের ভয়।

---

১৪. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৮২; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৪২০; মিশকাত হা/৪৩৭৫, সনদ ছহীহ।*

১৫. *জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ১/১২৬; ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/৪৬, সনদ ছহীহ।*

১৬. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৮০; ইবনু আবী শায়বা হা/২৫২৮৮; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ১/১২৮, সনদ ছহীহ।*

১৭. *ইবনু আবী শায়বা হা/২৫২৮৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২১৪২; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল আছার ৪/১০; কানযুল উম্মাল হা/৪২০৩১, সনদ ছহীহ।*

১৮. *ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/২৫২; ইউসুফ কান্ধালুবী, হায়াতুছ-ছাহাবা ৪/১০৩; ইবনু আসাকের,তারীখু দিমাশ্ক ৬০/২৯০; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ১/১২৭, ছহীহ।*

১৯. *আহমাদ হা/২১৮৩৪; মু'জামুল কাবীর হা/৩৭৬; জিলবাব ১/১৩১, সনদ হাসান।*

জান্নাত এসব নারীদের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَمَيِّلَاتٌ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَرِيْحُهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ– ‘আমার উম্মতের শেষ সময়ে নারীরা নগ্ন-উলঙ্গ পোষাক পরিধান করবে। তারা নিজেরা অন্যকে তাদের প্রতি আকর্ষণ করবে (নিজেরাও তাদের প্রতি আকর্ষিত হবে)। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও এর সুঘ্রাণ পঞ্চাশ হাযার বছর পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়’।[২০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘তাদের মাথা হবে হেলে দুলে পড়া দুর্ভাগা উটের কুজের ন্যায়। অবশ্যই তারা অভিশপ্ত’।[২১]

যারা সেন্ট, বডি স্প্রে, আতর ইত্যাদি মেখে বাইরে যায়, এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ‘যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ’লে সে ব্যভিচারী’।[২২]

মহিলারা ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় তাদের জন্য সুগন্ধি মেখে যাওয়া নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِهِ تَعْصِفُ رِيْحُهَا فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ الْمَسْجِدُ تُرِيْدِيْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِيْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيْحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ–

‘একজন মহিলা তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার থেকে তীব্র সুগন্ধি বের হচ্ছিল। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে বললেন, হে শক্তিধর আল্লাহ্র বান্দী! তুমি মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি (বাড়িতে) ফিরে গিয়ে গোসল কর। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে নারী মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ’ল, আর তার থেকে সুঘ্রাণ বের হ’তে থাকল, আল্লাহ তা‘আলা তার ছালাত কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে বাড়িতে গিয়ে গোসল করবে’।[২৩] অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদেরকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,–أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا ‘তোমাদের মধ্যে যে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ’ল সে যেন অবশ্যই সুগন্ধি ব্যবহার না করে’।[২৪]

ঙ. অন্যের গৃহে স্বীয় বস্ত্র উন্মোচনকারিণী :

অনেক মহিলা আছে যারা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে যায়। পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। আর তার দ্বারা নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا. ‘যে মহিলা স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে পোশাক খোলে (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে), তাহ’লে সে তার ও তার রবের মধ্যকার পর্দাকে ছিন্ন করে ফেলল’।[২৫]

এমনকি স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে রাত্রি যাপন করাও নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ. إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ– ‘সাবধান! কোন পুরুষ যেন কখনও কোন অকুমারী (গায়ের মাহরাম) নারীর সাথে রাত্রি যাপন না করে। তবে যদি সে বিবাহিত হয় (এবং তার স্ত্রী সাথে থাকে) বা সে মাহরাম হয় তাহ’লে ভিন্ন কথা’।[২৬]

চ. অন্যকে স্বামীর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দানকারিণী :

নারী নিজে যেমন স্বামীর সম্পদ হেফাযত করবে তেমনি নিজের ইয্যত-আব্রু রক্ষা করবে। সাথে সাথে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ– ‘স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম পালন করা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্যকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত তার কোন সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহ’লে স্বামী তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে’।[২৭]

ছ. ব্যভিচারিণী :

যেনা-ব্যভিচার এক জঘন্য ও ঘৃণিত পাপাচার। এতে যারা লিপ্ত হয় তারা যেমন সমাজে নিগৃহীত হয়, তেমনি পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। মুমিন সাধারণত ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করবে না। আল্লাহ বলেন, الزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا

---

২০. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৮৪; বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৮০০, সনদ ছহীহ।
২১. মুসলিম হা/২১২৮; ছহীহাহ হা/১৩২৬; মিশকাত হা/৩৫২৪, সনদ ছহীহ।
২২. নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/২৭০১।
২৩. সুনানুল কুবরা হা/৫১৫৮; আবু ইয়া‘লা হা/৬৩৮৫; জিলবাব ১/১২৭, সনদ ছহীহ।
২৪. নাসাঈ হা/৫১৩১; ছহীহুল জামে‘ হা/৫০১; ছহীহাহ হা/১০৯৪।
২৫. মুসনাদ আহমাদ হা/২৬৬১১; ছহীহুল জামে‘ হা/২৭০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭১।
২৬. মুসলিম হা/২১৭১; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫৯৯; ছহীহাহ হা/৩০৮৬।
২৭. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।

زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ 'ব্যভিচারী পুরুষ বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ব্যতীত। (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী নারী বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত (যে ব্যভিচারকে হারাম মনে করে না)। মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে' *(নূর ২৪/৩)*। সাধারণ মুমিনদের উপর উক্ত বিবাহ হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা তওবা না করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যদি তওবা করে তাহ'লে উক্ত নারী বা পুরুষের সাথে সাধারণত মুমিন পুরুষ বা নারীর সাথে বিবাহ সিদ্ধ হবে, অন্যথা বৈধ নয়।[২৮]

জ. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী :

নারী-পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আকার-আকৃতি ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি কৌশল। কিন্তু কোন কোন মহিলা চুল ছোট করে এবং পুরুষের পোষাক পরিধান করে পুরুষের বেশ ধারণ করে। পরকালে এদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 'রাসূল (ছাঃ) সেসব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে'।[২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন, যে মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন, যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে'।[৩০] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. 'নবী করীম (ছাঃ) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন'।[৩১]

আবূ মুলায়কা (রাঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ)-কে বলা হ'ল- إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ– 'একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[৩২] এধরনের মহিলা জান্নাতে যেতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَّجُلَةُ النِّسَاءِ– 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী বা দাইয়ূছ (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[৩৩]

ঝ. পরচুলা ব্যবহারকারিণী ও উল্কিকারিণী :

এক শ্রেণীর মহিলা নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে নিজ দেহে উল্কী করায় এবং নিজের অল্প চুলের সাথে নকল চুল বা পরচুলা ব্যবহার করে, যাতে চুল বেশী ও লম্বা দেখা যায়। এ ধরনের কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. 'নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে নারী চুলে জোড়া লাগায় এবং অন্যদের দ্বারা লাগিয়ে নেয়, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى. 'আল্লাহ তা'আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহ্র স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়'।[৩৫]

ঞ. গান-বাজনায় অভ্যস্ত নারী :

কোন কোন নারী গান-বাজনায় আসক্ত। গান শুনে নিজেও গুনগুন করে গাইতে থাকে। কেউবা গানের তালে নাচতে থাকে। গান-বাজনা না শুনে তারা থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব নারী নিকৃষ্ট। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ 'অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'।[৩৬] অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন'।[৩৭]

[চলবে]

---

২৮. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, মাহাসীনুত তাবীল, ৭/৩২৪।
২৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯।
৩০. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯, হাদীছ ছহীহ।
৩১. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮।
৩২. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৭০, হাদীছ ছহীহ।
৩৩. নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহাহ হা/১৩৯৭।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০; 'পোশাক' অধ্যায়।
৩৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১।
৩৬. বুখারী হা/৫৫৯০।
৩৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৫০৩, হাদীছ ছহীহ।

ইখলাছ

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৩য় কিস্তি)

ইখলাছ না থাকার ক্ষতি :

ইখলাছের যেমন অনেক উপকারিতা ও ফল আছে- যা একজন মুসলিম ইখলাছের বদৌলতে অর্জন করে থাকে, তেমনি ইখলাছহীনতার অনেক কুফলও রয়েছে। ইখলাছহীন লোককে তা ভোগ করতে হবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

জান্নাতে প্রবেশ না করা :

ইখলাছহীন আমল করলে মানুষ জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে না; যদিও ঐ আমল ইখলাছসহ করলে জান্নাতে যাওয়া যেত। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْنِىْ رِيْحَهَا– 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি কেউ শুধু পার্থিব স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে বিদ্যা শিখে, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১]

ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ :

আমল যত দামীই হোক না কেন- তা ইখলাছ শূন্য হ'লে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা তাকে স্মরণ করানো হবে। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, তোমার পথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ (كَذَبْتَ)। তুমি বরং (জনগণের মাঝে) বীরপুরুষ আখ্যায়িত হবে সেজন্য যুদ্ধ করেছিলে। তোমাকে তা বলাও হয়ে গেছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে।

অপর ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে প্রথম রায় ঘোষিত হবে) সে ইলম অর্জন করেছিল ও অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন পড়েছিল। তাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা অবহিত করবেন। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছিলাম, অন্যদের তা শিখিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলাম। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং (জনগণের মাঝে) আলেম বা বিদ্বান বলে আখ্যায়িত হবে সেজন্য বিদ্যা শিখেছিলে এবং ক্বারী বলে পরিচিত হবে সেজন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছিলে। তোমাকে তো সেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে প্রথম রায় ঘোষিত হবে) সে যাকে আল্লাহ প্রাচুর্য দিয়েছিলেন এবং তাকে হরেক রকমের ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা তাকে অবহিত করবেন। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, আপনার জন্য এমন কোন পথে অর্থ ব্যয় আমি বাদ দেইনি যেখানে অর্থ ব্যয় আপনি পসন্দ করতেন। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং একজন দাতা হিসাবে পরিচিত হওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

এ হাদীছ এতটাই ভারী ও গুরুত্ববহ যে আবু হুরায়রা (রাঃ) যখনই হাদীছটি বর্ণনা করতে যেতেন তখনই ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী শুফাই আল-আছবাহী বলেছেন যে, একদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। সেখানে হঠাৎই তিনি দেখতে পেলেন একজন লোকের পাশে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? তারা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রাঃ)। আমি তাঁর কাছাকাছি যেতে যেতে একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন লোকদের হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন হাদীছ বলা বন্ধ করে একাকী হ'লেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে হকের পর হকের শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (নিজ কানে) শুনেছেন, বুঝছেন এবং জেনে রেখেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটা হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন, আমি তা বুঝেছি এবং মনে রেখেছি। একথা বলে আবু হুরায়রা (রাঃ) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। একটু পরেই হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ঘরের মধ্যে আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। এই বলে আবু হুরায়রা (রাঃ) আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ। ** ঝিনাইদহ।*

১. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; আহমাদ হা/৮৪৩৮; মিশকাত হা/২২৭।

২. মুসলিম হা/১৯০৫।

অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ঘরের মধ্যে আমাকে শুনিয়েছিলেন, তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। এই বলে আবু হুরায়রা (রাঃ) পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে তার মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি করব, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ঘরের মধ্যে আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। এবার আবু হুরায়রা (রাঃ) পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে তার মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি করব, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ঘরের মধ্যে আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। এবার আবু হুরায়রা (রাঃ) কঠিনভাবে বেহুঁশ হয়ে গেলেন এবং মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে আমার শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখলাম। তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, ... এভাবে তিনি পূর্বের হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করে শুনান। আর তার শেষে রয়েছে ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِى فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাঁটুতে মেরে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই তিনজনই আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রথম, যাদের দ্বারা ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে’।[৩]

দেখুন! জাহান্নামের আগুনের তাপ প্রথমে কোন খুনী, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপ ইত্যাদি ধরনের লোক দ্বারা বৃদ্ধি করা হবে না, বরং কুরআন পাঠক, দাতা, জ্ঞানী ও মুজাহিদ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা তা করা হবে। আর এসবই হবে তাদের রিয়া বা লোক দেখানো কাজের কারণে।

কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ– ‘যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে যে, তা দ্বারা আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে কিংবা নির্বোধদের সঙ্গে বিতর্ক করবে অথবা মানুষের ঝোঁক তার দিকে ফিরিয়ে আনবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন’।[৪]

আমল কবুল না হওয়া :

আমল যদি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র জন্য না করা হয় তাহ’লে তা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ– ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমি শিরককারীদের শিরক থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকেও বর্জন করি এবং তার শিরককেও বর্জন করি’।[৫]

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ شَىْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ شَىْءَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ–

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কী মনে করেন যে ছওয়াব ও খ্যাতি উভয়টি লাভের নিয়তে যুদ্ধ করে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই মিলবে না। সে কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তার জন্য কিছুই মিলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা তাঁর জন্য খালেছভাবে করা না হয় এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়’।[৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَجْرَ لَهُ. فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَقَالَ لاَ أَجْرَ لَهُ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لاَ أَجْرَ لَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! একজন লোক জাগতিক ধন-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে চায়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কোন ছওয়াব নেই। লোকেরা কথাটিকে ভারী মনে করে তাকে বলল, তুমি

৩. *তিরমিযী হা/২৩৮২; হাকেম হা/১৫২৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৮।*
৪. *তিরমিযী হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/২২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬।*
৫. *মুসলিম হা/২৯৮৫; মিশকাত হা/৫৩১৫।*
৬. *নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে গিয়ে কথাটি পুনরায় তুলে ধরো- হয়ত তুমি তাঁকে বুঝাতে পারোনি। ফলে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন লোক জাগতিক ধন-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে চায়। তিনি বললেন, তার কোন ছওয়াব মিলবে না। তারা লোকটিকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আবার বল। সে তৃতীয়বার তাঁকে বলল। তিনি বললেন, তাঁর কোন ছওয়াব মিলবে না'।[৭]

আমলের ছওয়াব ও পারিতোষিক বিনষ্ট হওয়া :

আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا– 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা লোক দেখানো আমলকারীদের (বিচার দিবসে) বলবেন, اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً– 'যাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তোমরা দুনিয়াতে আমল করতে তাদের কাছে যাও এবং দেখো, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কি-না'।[৮]

ইখলাছের সাথে পূর্বসূরীদের সম্পর্ক :

আমাদের পূর্বসূরীগণ ইখলাছ সম্পর্কিত কিছু আয়াত পাঠ কিংবা কিছু হাদীছ প্রচারকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং ইখলাছের সাথে তাদের সম্পর্ক এতটাই গভীর ও নিবেদিত ছিল যে, অন্যদের মধ্যে তা দেখা যায় না। তাদের জীবনটাই ছিল ইখলাছে ভরা এক একটা প্রদীপ-যারা অনুসরণীয় ও বরণীয়। কারণ তারা ইখলাছের মর্ম ও গুরুত্ব ভালোমত অনুধাবন করেছিলেন। ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ نِيَّتَكَ وَإِرَادَتَكَ 'আল্লাহ তো তোমার কাছে তোমার নিয়ত ও উদ্দেশ্য দেখতে চান'।[৯]

ইখলাছকে বরণ করতে গিয়ে পূর্বসূরীগণ যে কী চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তারা লোকদের সে কথা জানিয়েছেনও।

সাহল বিনু আব্দুল্লাহ আত-তাস্তারীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَى النَّفْسِ؟ فَقَالَ: الْإِخْلَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِيْهِ نَصِيْبٌ 'নফসের উপর কোন জিনিসটা সবচেয়ে ভারী? তিনি বললেন, ইখলাছ। কেননা এতে নফসের কোনই অংশ নেই'।[১০]

ইউসুফ বিন আসবাত্ব (রহঃ) বলেন, تَخْلِيصُ النِّيَّةِ مِنْ فَسَادِهَا أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الاجْتِهَادِ– 'ভেজাল নিয়তকে নির্ভেজাল করার প্রয়াস একজন আমলকারীর জন্য দীর্ঘকাল ধরে ইজতিহাদ বা গবেষণা করা থেকেও কঠিন'।[১১]

প্রিয় পাঠক! আমাদের পূর্বসূরীরা ইখলাছ নিয়ে কেমনটি ভাবতেন সে সম্পর্কে আপনার সামনে কিছু নমুনা তুলে ধরা হ'ল। হয়ত আপনি এ থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাদের পথ অনুসরণ করবেন।

নিজেকে মুখলিছ মনে না করা :

পূর্বসূরীরা যখন জেনেছেন যে, মানুষ তার জীবনে যত পরিস্থিতির মুখোমুখী হয় তন্মধ্যে ইখলাছ অত্যন্ত গুরুতর, আর তা অর্জনে একজন মুসলমানকে প্রকৃত জিহাদই চালিয়ে যেতে হয় তখন তারা নিজেদের জীবনে ইখলাছকে অস্বীকার করেছেন। তারা যে নিষ্ঠাবান মুখলিছ মানুষ, নিজেদের বেলায় তা সাব্যস্ত করেননি। প্রখ্যাত হাদীছ বর্ণনাকারী হিশাম আদ-দাস্তওয়াই (রহঃ) বলেন, وَاللهِ مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ إِنِّيْ ذَهَبْتُ يَوْمًا قَطُّ أَطْلُبُ الحَدِيْثَ، أُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'আল্লাহ্র কসম একদিনের জন্যও যে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাদীছের তালাশে গিয়েছি তা বলতে পারি না'।[১২]

এই হিশাম আদ-দাস্তওয়াই- যিনি হাদীছ তালাশে নিজেকে অভিযুক্ত করছেন তাকে কি আপনারা চেনেন? ইনি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) বলেছেন, مَا أقول إنّ أحدًا يطلب الحديث يريد به وجه الله تعالى إلا هشام الدستوائي 'হিশাম আদ-দাস্তওয়াই ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন বলে আমি বলতে পারি না'।

তাঁর সম্পর্কে শায়খ ইবনু ফাইয়ায (রহঃ) বলেছেন, بَكَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ حَتَّى فَسَدَتْ عَيْنُهُ، 'হিশাম কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। হিশাম তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতেন, যখন থেকে আমি (চোখের) আলো হারিয়েছি তখন থেকে আমি কবরের অন্ধকার স্মরণ করি। তিনি আরো বলতেন, عَجِبْتُ لِلْعَالِمِ كَيْفَ يَضْحَكُ؟ 'একজন আলেম কিভাবে হাসতে পারে তা ভেবে আমি অবাক হই'।[১৩]

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, আমার নিয়ত নিয়ে আমি যত মুশকিলে পড়েছি আর কোন কিছু নিয়ে আমি তত মুশকিলে পড়িনি। কারণ আমার নিয়ত বারবার পাল্টে যায়।[১৪]

---

৭. আবুদাঊদ হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৩৮৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩২৯।
৮. আহমাদ হা/২৩৬৮৬; মিশকাত হা/৫৩৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২।
৯. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১৩ পৃঃ।
১০. মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২; জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১৭ পৃঃ।
১১. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১৩ পৃঃ।
১২. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৫২।
১৩. তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৫২।
১৪. আল-ইখলাছু ওয়ান নিয়্যাতহ, পৃঃ ৬৫।

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন বলেন, أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، الإِخْلاَصُ. وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِيْ إِسْقَاطِ الرِّيَاءِ عَنْ قَلْبِي. فَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى لَوْنٍ آخَرَ– 'দুনিয়াতে ইখলাছের থেকে কঠিন কিছুই নেই। কতবার যে আমি আমার মন থেকে রিয়া বা লৌকিকতা মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভিন্নভাবে তা আবার জন্ম নেয়'।[১৫]

মুতার্রিফ ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর দো'আয় বলতেন, اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا جَعَلْتُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِيْ ثُمَّ لَمْ أُوَفِّ بِه، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا زَعَمْتُ أَنِّيْ أَرَدْتُ بِه وَجْهَكَ فَخَالَطَ قَلْبِيْ فِيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ– 'হে আল্লাহ! যে গুনাহ থেকে আমি তোমার নিকটে তওবা করেছি অতঃপর পুনরায় তা করেছি সে গুনাহ থেকে আমি তোমার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। আমি তোমার জন্য আমার নিজের উপর যে কাজ নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম, কিন্তু তা পূরণ করতে পারিনি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং যে কাজ আমার ধারণা ছিল যে, আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করছি কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা তাতে মিশে গিয়ে তা অন্য রকম করে দিয়েছিল আমি তা থেকে তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[১৬]

এরা ছিলেন জাতির অনুসরণীয় নেতৃবর্গ। অথচ দেখুন এরাই নিজেরা নিজেদেরকে কীভাবে দোষারোপ করেছেন।

সংগোপনে আমল :

আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ গোপনে আমল করতে যে কতটা সচেষ্ট ছিলেন সে সম্পর্কে ইমাম হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, একজন লোক (দীর্ঘদিন ধরে) কুরআনের অনুলিপি করছে অথচ তার প্রতিবেশী সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন ফিক্বহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে চলেছে কিন্তু লোকেরা তা মোটেও টের পায়নি। কারো বাড়ি মেহমানে ভরা-সে বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করছে অথচ মেহমানরা তা টের পাচ্ছে না। আমি এমন বহু লোক পেয়েছি যারা পৃথিবীর বুকে গোপন করা সম্ভব এমন আমল কোন দিন প্রকাশ্যে করেননি।

মুসলমানরা আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতে খুবই সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু তাদের সে দো'আর কোন শব্দ কানে আসত না- তা ছিল কেবলই তাদের এবং তাদের রবের মাঝে নিঃশব্দ আওয়ায। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*।[১৭]

স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের থেকে আমল লুকানো :

হাসসান বিন আবী সিনানের স্ত্রী নিজ স্বামী সম্পর্কে বলেছেন, 'সে বাড়ি এসে আমার সঙ্গে আমার বিছানায় প্রবেশ করত, তারপর মা যেমন দুধের শিশুকে রেখে সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে যায় (অথচ শিশু টের পায় না), ঠিক তেমনি করে সে আমাকে বুঝতে না দিয়ে বিছানা থেকে উঠে যায়। যখন তার মনে হয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন আস্তে করে বিছানা থেকে বেরিয়ে যায় এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে যায়। একদিন আমি তাকে বললাম, হে আব্দুল্লাহ্র পিতা! তোমার নফসকে আর কত শাস্তি দিবে? তোমার জীবনের উপর দয়া করো। সে বলল, আহ! চুপ করো। অচিরেই হয়ত আমি এমন ঘুম ঘুমাব যে কোন কালে আর উঠব না'।[১৮]

এমনিভাবে দাঊদ ইবনু আবু হিন্দ চল্লিশ বছর ছিয়াম পালন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবার তা জানত না। তিনি তাঁর সকালের খাবার তাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় দান করে দিতেন। আবার সন্ধ্যায় ফিরে এসে তাদের সাথে ইফতার করতেন।[১৯]

জিহাদের মাঝে গোপনীয়তা অবলম্বন :

জিহাদে লোক দেখানো কাজ এবং ইখলাছ শূন্যতার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। যারাই জিহাদে অস্ত্র ধরুক এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করুক তারা প্রত্যেকেই যে মুখলিছ হবে এমন কোন কথা নেই। ইতিপূর্বে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যাতে জিহাদে ইখলাছ ও নিয়তের গুরুত্ব জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। আমাদের নেককার পূর্বসূরীগণ জিহাদে ইখলাছ বজায় রাখতে আত্মপরিচয় গোপন রাখার ব্যবস্থা নিতেন, যাতে তাদের চেনা না যায়। প্রিয় পাঠক! আপনি নিচের ঘটনা দু'টি থেকে তা বুঝতে পারবেন।

প্রথম ঘটনা : আবাদা ইবনু সুলায়মান (রহঃ) বলেন, আমরা রোম দেশে একটি অভিযানে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে ছিলাম। আমরা শত্রুর মুখোমুখি হ'লাম। যখন দু'দল পরস্পরের সামনাসামনি হ'ল তখন শত্রুপক্ষের এক লোক এসে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। ফলে মুসলমানদের মধ্য হ'তে একজন বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করল এবং বল্লমের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করল। পুনরায় তাদের একজন বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। এবারও সেই লোকটি তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করল। এবার এল তৃতীয়জন। এবারও সে তাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার আঘাতে হত্যা করল। তখন এই বীরযোদ্ধাকে চেনার জন্য লোকদের ভিড় জমে গেল। দেখা গেল লোকটি চোখ বাদে তার সারা মুখ ঢেকে রেখেছে। আবাদা বলেন, আমিও তাকে দেখার জন্য ভিড়কারীদের মধ্যে ছিলাম। আমি তার জামার আস্তিন ধরে টান দিলাম তখন দেখলাম তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। এ সময় যে তাঁর মুখের আবরণ

---

১৫. মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২।
১৬. বায়হাক্বী শো'আব হা/৭১৬৭,৭১৬৮; হিলয়াতুল আওলিয়া ২/২০৭।
১৭. ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ, পৃঃ ৪৫-৪৬।
১৮. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/১১৭; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩৩৯।
১৯. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৯৪।

খুলে দিয়েছিল তাকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন, ওহে আবু আমর! তুমি আমাদের এমন অপদস্থ করতে পারলে?[২০]

দ্বিতীয় ঘটনা (সুড়ঙ্গওয়ালা বাহিনী) :

একবার মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের একটি দুর্গ অবরোধ করে। কিন্তু শত্রুপক্ষের তীরবৃষ্টিতে তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। তখন মুসলমানদের একজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশের জন্য সুবিধামত একটি সুড়ঙ্গ খনন করে। সে সুড়ঙ্গ পথে দুর্গে ঢুকে পড়ে এবং দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে লড়াই করে দুর্গের ফটক খুলে দিতে সমর্থ হয়। তখন মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে তা দখল করে নেয়। কিন্তু কে যে এই সুড়ঙ্গওয়ালা তা জানা গেল না। তখন মুসলিম সেনাপতি মাসলামা ইবনু আব্দুল মালিক (খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের ছেলে) তাকে পুরস্কৃত করার জন্য খোঁজ করলেন। কিন্তু তাকে না পাওয়ায় তিনি সৈন্যদের মাঝে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বললেন, সুড়ঙ্গওয়ালা যেই হোক সে যেন আমার কাছে আসে। রাতের বেলায় একজন আগন্তুক সেনাপতির কাছে গেলেন এবং তাকে একটি শর্ত কবুলের আবেদন জানালেন। শর্তটি এই যে, তিনি যখন সুড়ঙ্গওয়ালার পরিচয় জানতে পারবেন তখন কোন দিন যেন তার অনুসন্ধান না করেন। সেনাপতি অঙ্গীকার করলেন। এবার তিনি সুড়ঙ্গওয়ালার পরিচয় তাঁকে জানালেন। এরপর থেকে মাসলামা দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ احْشُرْنِيْ مَعَ صَاحِبِ النَّفَقِ 'হে আল্লাহ! আখিরাতে তুমি ঐ সুড়ঙ্গওয়ালার সাথে আমার হাশর করো'।[২১]

একজন মরুচারী ছাহাবী ও যুদ্ধলব্ধ গণীমত :

শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মরুবাসী বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। কিছুকাল পর সে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত করে আসতে চাই। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর একজন ছাহাবীকে তার সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দিলেন। ইতিমধ্যে একটি যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) কিছু বন্দীকে গণীমত হিসাবে পেলেন। তিনি বন্দীদেরকে ভাগ করে দিলেন। ঐ বেদুঈন ছাহাবীকেও এক ভাগ দিলেন। তার ভাগটা তিনি তার সাথীদের হাতে দিলেন। লোকটি পশুপাল চরাত। পশুপাল চরিয়ে ফিরে এলে তারা গণীমতের সম্পদ (বন্দী) তাকে দিল। সে বলল, এসব কী? তারা বলল, তোমার গণীমতের ভাগ, নবী করীম (ছাঃ) তোমাকে দিয়েছেন। সে তা নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, এসব কী? তিনি বললেন, আমি তোমাকে ভাগ হিসাবে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এগুলোর জন্য আপনার অনুসরণ করছি না। সে তার কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বলল, আমি বরং এজন্য আপনার অনুসরণ করছি যে, আমার এখানটায় তীরবিদ্ধ হয়ে আমি মারা যাব, তারপর জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহকে সত্য বলে থাক তাহ'লে তিনি তোমাকে সত্যে পরিণত করবেন। এভাবে অল্প কিছুদিন গেল। তারপর মুসলিম বাহিনী একটি যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। যুদ্ধে ঐ মরুচারী বেদুঈন ছাহাবী (রাঃ) নিহত হন। তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হ'ল। সে যে জায়গায় ইশারা করেছিল ঠিক সেখানটাতেই তীর লেগেছিল। নবী করীম (ছাঃ) দেখে বললেন, এই কি সেই? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহকে সত্য বলেছিল, তাই আল্লাহ তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) নিজের জামা দিয়ে তাকে কাফন দেন এবং তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। তার ছালাতে যেটুকু তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন তন্মধ্যে এ দো'আ ছিল-

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِيْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى ذَلِكَ-

'হে আল্লাহ! এ তোমার বান্দা। মুহাজির হয়ে এসে তোমার রাস্তায় বের হয়েছিল। অতঃপর শহীদ হিসাবে সে নিহত হয়েছে। আমি এ ঘটনার সাক্ষী'।[২২]

সাজ-গোজ ও সৌন্দর্য চর্চার ভয় :

সাধক আলী ইবনু বাক্কার বছরী (রহঃ) বলেন, অমুকের সাথে সাক্ষাতের তুলনায় আমি শয়তানের সাথে সাক্ষাৎকে বেশি পসন্দ করি। আমার ভয় হয় যে, আমি তার জন্য সাজ-গোজ করে যাব, ফলে আমি আল্লাহ্র রহমতের দৃষ্টি থেকে ছিটকে পড়ব।[২৩] সালাফে ছালেহীন তো এভাবে সৌন্দর্য চর্চা করতেও ভয় পেতেন।

বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশ না করা :

ইবনু ফারিস আবুল হাসান আল-কাত্ত্বান (রহঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ধারণা যে, আমি সফরের অবস্থায় বেশী বেশী কথা বলি, যার শাস্তি হিসাবে এমনটা ঘটেছে'। তার ধারণা, তার বিদ্যা মানুষের সামনে তুলে ধরার কারণে তার এ অসুখ হয়েছে।

যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সদিচ্ছা ও বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কথা-বার্তা ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশে ভয় পেতেন। কিন্তু আজকের (যাহাবীর যুগের) অবস্থা দেখুন! বিদ্যার স্বল্পতা ও নিয়তের খারাবী সত্ত্বেও লোকেরা বেশী বেশী কথা বলে। আল্লাহ তো তাদের অপদস্থ করবেনই। সেই সঙ্গে তাদের মূর্খতা, কুপ্রবৃত্তি ও জ্ঞাত বিদ্যার মাঝে দোদুল্যমানতা যাহির করে দিবেন।[২৪]

---

২০. *তারীখু বাগদাদ ১০/১৬৭।*
২১. *বুস্তানুল খতীব, পৃঃ ২৪।*
২২. *নাসাঈ হা/১৯৫৩; হাকিম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, যাহাবী বলেছেন, হাদীছটি মুসলিমের শর্ত মুতাবেক বর্ণিত।*
২৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২৭০।*
২৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/৪৬৪-৪৬৫।*

কান্না লুকানো :

হাম্মাদ ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, আইয়ূব হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই ব্যথিত হয়ে পড়তেন। তার দু'চোখে অশ্রু দেখা দিত আর কান্না ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইত। কিন্তু তিনি সর্দি ঝাড়তেন আর বলতেন, কী কঠিন সর্দিরে। কান্না গোপন করতে গিয়ে তিনি সর্দির কথা প্রকাশ করতেন।[২৫]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, দেখা গেল, ব্যক্তি বিশেষ কোন মজলিসে বসেছে, তারপর তার কান্না চলে এল। পরে সে চেষ্টা করে তা রোধ করল। আর যদি রোধ করতে না পারে তাহ'লে উঠে চলে গেল।[২৬]

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' বলেন, এক ব্যক্তি বিশ বছর যাবৎ কান্নাকাটি করত অথচ তার সাথে থেকেও তার স্ত্রী বিষয়টা জানত না।[২৭]

তিনি আরো বলেছেন, আমি এমন লোকের দেখা পেয়েছি যে একই বালিশে মাথা রেখে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে, স্বামীর চোখের পানিতে তার গণ্ডদেশের নিচের বালিশ ভিজে গেছে অথচ স্ত্রী তার খবরই পায়নি। আবার অনেক লোক জামা'আতের কাতারে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে গাল ভিজিয়ে ফেলছে অথচ তার পাশে দাঁড়ানো লোকটি তা অনুভবই করতে পারেনি।[২৮]

ইমাম আল-মাওয়ার্দী ও তাঁর রচনাবলী :

গ্রন্থ প্রণয়নে ইখলাছ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ইমাম আল-মাওয়ার্দীর ঘটনা বড়ই অদ্ভূত। তিনি তাফসীর, ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বই লিখেছিলেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় কোনটিই জনসম্মুখে প্রকাশ করেননি। বইগুলো তিনি রচনা শেষে এমন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর একজন বিশ্বস্ত লোককে বলেন, 'অমুক জায়গায় রক্ষিত সকল বই আমার রচিত। আমি খাঁটি নিয়তে বইগুলো রচনা করেছি কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় বইগুলো প্রকাশ করিনি। এক্ষণে যখন আমার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হবে এবং আমি মুমূর্ষু দশায় পতিত হব তখন তুমি তোমার হাত আমার হাতে রেখো। যদি আমি তোমার হাতটা মুঠি পাকিয়ে ধরতে পারি এবং তাতে চাপ দিতে পারি তাহ'লে তুমি বুঝবে যে, আমার কোন কিছুই আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়নি। তুমি তখন বইগুলো নিয়ে রাতের আঁধারে দজলা নদীতে ফেলে দিয়ো। আর যদি আমার হাত প্রসারিত করি কিন্তু তোমার হাত আমি যদি মুঠিবদ্ধ করতে না পারি তাহ'লে তুমি বুঝবে যে, সেগুলো আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে এবং আল্লাহ্র দরবারে আমার যে চাওয়া-পাওয়া ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলেন, অতঃপর তার মৃত্যু যখন আসন্ন হ'ল তখন আমি আমার হাত তার হাতে রাখলাম। তিনি হাত প্রসারিত করে আমার হাত মুঠিবদ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন আমি বুঝলাম এটা তার বইগুলোর কবুল হওয়ার আলামত। তারপর আমি তার বইগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম।[২৯]

আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) ও রাতের দান :

যায়নুল আবিদীন আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) রাতের আঁধারে আটা পিঠে করে গরীব-মিসকীনদের তালাশ করে ফিরতেন। তিনি বলতেন, রাতের আঁধারের দান প্রভুর রাগ স্তিমিত করে। মদীনা শহরে এমন অনেক লোক ছিল, যাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কোথা থেকে হ'ত তারা তা জানত না। আলী ইবনুল হুসাইন মারা গেলে ঐ লোকগুলোর রাতের পাওয়া খাদ্য-খানা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তারা বুঝতে পারল কোথা থেকে এগুলো আসত। তিনি এভাবে একশ' পরিবারের ব্যয় বহন করতেন। মারা যাওয়ার পর লোকেরা আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ)-এর পিঠে কড়া পড়ার চিহ্ন দেখতে পায়। রাতে রুটির আটা বহন করতে করতে তাঁর পিঠে কড়া পড়ে গিয়েছিল।[৩০] এসব ঘটনার নায়কেরা যদিও তা গোপন রাখার চেষ্টা করতেন তবুও আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাতে তারা নেতা হিসাবে বরিত হ'তে পারেন। আল্লাহ বলেছেন, وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 'আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ৭৪)*। অন্যত্র এসেছে وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 'আর আমরা তাদেরকে নেতা করেছিলাম। যারা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করত' *(আম্বিয়া ৭৩)*।

[চলবে]

---

২৫. *মুসনাদ ইবনুল জা'দ, হা/১২৪৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২০।*
২৬. *ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ, পৃঃ ২৬২।*
২৭. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৪৭।*
২৮. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৪৭।*
২৯. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৭/১৬৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/৬৬।*
৩০. *তাহযীবুল কামাল ২০/৩৯২; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৪১/৩৮৩-৩৮৪।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের কারণ

*মীযানুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ কারণ : ব্যক্তিপূজা (التقليد) :

তাক্বলীদ 'ক্বালাদাতুন' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। বলা হয়, 'ক্বাল্লাদাল বা'ঈরা' (قلّد البعير) 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে মুক্বাল্লিদ, যিনি নিজের গলায় কারো আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলা হয়'। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ 'অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম 'তাক্বলীদ'।[১]

সুতরাং শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করাই তাক্বলীদ। পক্ষান্তরে দলীলসহ গ্রহণ করলে তা হয় ইত্তেবা। আভিধানিক অর্থে ইত্তেবা হচ্ছে পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থে শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) বলেন, أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلاً دِيْنَهُ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ– 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দ্বীনের ব্যাপারে কারো তাক্বলীদ না করে, যে (যার তাক্বলীদ করা হয়) ঈমানদার হ'লে সে (মুক্বাল্লিদ) ঈমানদার হয়, আর কাফের হ'লে সেও কাফের হয়।[২]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ছাহাবীদের যুগে এমন অবস্থা ছিল না যে, কোন ব্যক্তি তাদের মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির সকল কথার তাক্বলীদ করত, তা থেকে কোন কিছুই ছেড়ে দিত না। পক্ষান্তরে অন্যের কথাকে ছেড়ে দিত এবং তা থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করত না। আমরা আবশ্যিকভাবে জানতে পারি যে, নিশ্চয়ই এটা (তাক্বলীদ) তাবেঈনদের যামানায় ছিল না এবং ছিল না তাবে' তাবেঈনদের যামানাতেও।

২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের মুক্বাল্লিদ তথা অন্ধানুসারী ছিল না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারো মাযহাব যাচাই করা হ'ত না'।[৩]

এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পরে। ওলামায়ে কেরাম যাদের ইজতিহাদ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে, তাঁরা সকলেই তাক্বলীদের বিরোধিতা করেছেন।

হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, لاَ يَجُوْزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيْدِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ النَاسِ أَنَّ التَّقْلِيْدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَـا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَـالِمٍ– 'নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা তা ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান করা হারাম। আর এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, তাক্বলীদের নাম ইলম নয় এবং মক্বাল্লিদের নাম আলেম নয়'।[৪]

অতএব তাক্বলীদ নয়, কুরআন ও হাদীছের যথাযথ অনুসরণই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়। যেমনটি অনুসরণ করেছেন সালাফে ছালেহীন। তারা কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوْا مَا قُلْتُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَاتَّبِعُوْهَا، وَلَا تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ–

'যদি তোমরা আমার গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কিছু পাও, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বল এবং আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতেরই অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার দিকে দৃকপাত কর না'।[৫]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, لَا تُقَلِّدْنِيْ، وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَافِعِيَّ وَلَا الأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَوْرِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا– 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ কর না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তাঁরা যে উৎস হ'তে গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর'।[৬]

** লিসান্স, এম. এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. মোল্লা আলী ক্বারী প্রণীত শরহ ক্বাছীদাহ আমালী-র বরাতে হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (মুম্বাই : দাঊদ রায কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি), পৃঃ ৪৪; তিনটি মতবাদ, পৃঃ ৬।

২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৮৫০; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/২০৮৪৬, সনদ ছহীহ।

৩. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/১৫২-৫৩ পৃঃ, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৪. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, 'কারো তাক্বলীদ করে ফৎওয়া দেওয়া' অধ্যায় ২/৮৬ পৃঃ।

৫. ইমাম নববী, আল-মাজমূ, ১/৬৩ পৃঃ।

৬. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/৩০২ পৃঃ।

একথা পরিষ্কার যে, ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ করতে কখনই বলেনি। মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই, সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হোক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এজন্যেই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

পঞ্চম কারণ : প্রবৃত্তিপূজা (اتباع الهوى) :

নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তি পূজা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথ হ'তে বিচ্যুত করে বাঁকা পথে পরিচালিত করে। এর ফলেই বিভিন্ন ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। তাই এটি ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এটি তার অনুসারীকে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রেরিত ও রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো ইবাদত, আনুগত্য, আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, সে কেবল প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। সে কখনো আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আনুসারী হ'তে পারে না। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তির অনুসরণ করাকে তিরস্কার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا 'তুমি কি তাকে দেখ না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'যখনই কোন বিষয় তার নিকট ভাল মনে হয় এবং তার প্রবৃত্তিতে ভাল লাগে, সে তখন সেটিকে তার দ্বীন ও মাযহাব হিসাবে মেনে নেয়'।[৭]

শরী'আত বিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'শরী'আত বিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি, যার পূজা করা হয়'। তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ– 'তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে। আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। আল্লাহ্র পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না' *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*। মহান আল্লাহ মুমিনগণকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى 'অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

মহান আল্লাহ আরোও বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 'এরপর আমরা তোমাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরী'আতের উপর। অতএব তুমি এর অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না' *(জাছিয়া ৪৫/১৮)*।

খেয়াল-খুশীর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ 'তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করব না। তাতে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না' *(আন'আম ৬/৫৬)*।

অন্যত্র তিনি আরোও বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

তাছাড়াও প্রবৃত্তিপূজারীরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ– 'নিশ্চয়ই বহু লোক অজ্ঞতাবশে নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে লোকদের পথভ্রষ্ট করে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের ভালভাবেই জানেন' *(আন'আম ৬/১১৯)*।

প্রবৃত্তির অনুসরণই সব অনিষ্টের মূল এবং যাবতীয় বিপদ-আপদের ভিত্তি। এটি সকল প্রকার বিদ'আতের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। তাই এটি অজ্ঞতা অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। কেননা অজ্ঞতার চিকিৎসা সহজেই করা যায় এবং তা অজ্ঞ ব্যক্তির সাধ্যের ভিতরে পড়ে। যেমন জ্ঞান অন্বেষণ এবং দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সে সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি এমন একটি বিষয়, চাই তা জ্ঞান অন্বেষণরত অবস্থায় হোক, কিংবা জ্ঞান লাভের পরে হোক সর্বাবস্থায় এটি ভয়ানক ও বিপজ্জনক, যা দূর করতে প্রয়োজন পড়ে কঠোর আত্মসংগ্রাম ও যথাযথ প্রতিষেধকের। এই প্রবৃত্তির বালার কারণেই মানুষ কামনা-বাসনা ও সন্দেহ-সংশয়ের মাঝে নিপতিত হয়। ফলে সে সত্য জানা ও তা মানা থেকে মাহরূম হয়।

১. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ক্বলবের প্রভাব বিস্তার এবং নফসের প্রবৃত্তি থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। এই দু'টি জিনিস হক্ব জানা ও মানার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়'।[৮]

৭. *ইবনু কাছীর ৩/৩৩৫।*

৮. *ইবনু তায়মিয়া, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম, পৃঃ ৫২।*

২. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, ‘ঐ ব্যক্তি সফলকাম হ’ল, যে প্রবৃত্তি, রাগ ও লোভ-লালসা থেকে নিরাপদ থাকল’।[৯]

৩. আবূ ওছমান নীসাপুরী (রহঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কথায় ও কর্মে সুন্নাতকে নিজের আমীর নিয়োগ করে, সে হিকমতপূর্ণ কথা বলে। পক্ষান্তরে যে কথায় ও কর্মে প্রবৃত্তিকে নিজের আমীর নিয়োগ করে, সে বিদ‘আতী কথা বলে’।[১০] কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنْ تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا ‘আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহ’লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে’ *(নূর ২৪/৫৪)*। সেজন্য সালাফে ছালেহীন প্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন।

৪. বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীর নিকট বসো না। কেননা তাদের সঙ্গ দেওয়া অন্তরে রোগের জন্ম দিবে’।[১১]

৫. আবু ক্বিলাব (রহঃ) বলেন, ‘তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের কাছে বসো না, তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও করো না। কেননা আমি তাদের অনিষ্ট থেকে কোন অবস্থাতেই নিরাপদ মনে করি না। তারা তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত করবে অথবা তোমাদের জানা বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় ঢুকিয়ে দিবে’।[১২]

৬. ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, ‘তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গ দিয়ো না। কেননা তাদের সঙ্গ দিলে তোমাদের অন্তর থেকে ঈমানের জ্যোতি দূরীভূত করে দিবে, বাহ্যিক সৌন্দর্যাবলী ও মর্যাদার গুণাবলী ছিনিয়ে নিবে এবং মুমিন হৃদয়ে ত্রুটি এনে দিবে’।[১৩]

এই প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই খারেজীদের উদ্ভব হয়েছে, রাফেযীরা শরী‘আতের অনেক বিষয়কে অস্বীকার করেছে, জাবরিয়াদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। মু‘তাযিলারা আত্মপ্রকাশ করেছে, মুরজিয়ারা আল্লাহ্র শাস্তি বিধান সহ আরও অনেক শারঈ বিষয়কে অস্বীকার করেছে। ক্বাদারিয়ারা ভাগ্যকে অস্বীকার করেছে এবং মুসলিম মিল্লাত বহুধাবিভক্ত হয়ে গেছে। প্রতিটি ফের্কা নিজ নিজ মতবাদ ও মতাদর্শ নিয়েই আনন্দিত হচ্ছে। এই প্রবৃত্তিই শরী‘আতের অনেক বিধানের বিকৃতি সাধন করেছে এবং এর অপব্যাখ্যা করেছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছে। আর মানুষকে নিক্ষেপ করেছে স্পষ্ট গোমরাহীতে। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ‘বাহাত্তরটি প্রবৃত্তি পূজারী ফির্কার মূল হ’ল চারটি। এ চারটি থেকেই ৭২টি ফির্কার উদ্ভব। সেগুলি হ’ল- ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া, শী‘আ ও খারেজী। সুতরাং যারা আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবীর উপর মর্যাদাবান মনে করে এবং অবশিষ্ট ছাহাবীগণ সম্পর্কে কেবল ভাল কিছু বলে এবং তাঁদের জন্য দো‘আ করে, তাহ’লে তারা এর মাধ্যমে পূর্বাপর সকল শী‘আ মতবাদ থেকে বের হয়ে গেল। আর যারা বলে, ‘ঈমান হ’ল মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আমলে বাস্তবায়ন করা, যা কমে ও বাড়ে, তাহ’লে তারা পূর্বাপর সকল প্রকার মুরজিয়া মতবাদ থেকে মুক্ত হ’ল। আর যারা পুণ্যবান ও পাপী সকল মুসলিমের পিছনে ছালাত আদায় জায়েয মনে করে, খলীফার (শাসক) পক্ষে জিহাদ করা বৈধ মনে করে এবং শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করাকে হালাল মনে করে না; বরং তাদের জন্য কল্যাণ ও সংশোধনের দো‘আ করে, তাহ’লে তারা এর মাধ্যমে খারেজী মতবাদ থেকে বের হ’ল’।[১৪]

ষষ্ঠ কারণ : অহি-র উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া (تقديم العقل على النقل) :

এই উম্মতের পদস্খলনের আরেকটি বড় কারণ হ’ল স্বীয় জ্ঞান ও যুক্তিকে অহি-র বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং শরী‘আতের বিধানের ক্ষেত্রে সেটাকেই মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করতঃ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে হিসাবে গ্রহণ করে তার উপর নির্ভরশীল হওয়া। আর কিছু নামধারী মুসলিম যেমন জাহ্মিয়া, মু‘তাযিলা, আশ‘আরিয়া সহ আরও অন্যান্য পথভ্রষ্ট ফের্কাগুলির বর্তমান অবস্থা এমনই। যারা গ্রীক জাতির বই-পুস্তক ও তাদের বিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের দর্শন ও চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করেছে। অতঃপর শরী‘আতের যা কিছু তাদের বিবেকের অনুকূলে মনে হয়েছে তা গ্রহণ করেছে, আর যা কিছু বিরোধী মনে হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিভিন্নভাবে তার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এর ফলে তারা সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস হ’তে দূরে চলে গেছে এবং সঠিক পথ হ’তে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়েছে। যদি তারা কুরআন ও হাদীছ সমূহকে আঁকড়ে ধরতো এবং এ দু’টিকেই শরী‘আতের একমাত্র মূল উৎস হিসাবে মেনে নিত, কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তার দিকেই প্রত্যাবর্তণ করত, সালাফে ছালেহীনের পথে চলত, সঠিক পথ বিরোধী যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে থাকত, তাহ’লে তারা কখনোও পথভ্রষ্ট হ’ত না এবং মুসলিম জাতিও বিপথগামী হ’ত না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا-

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতর্ক কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ

৯. ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল-হিকাম, পৃঃ ২৭২।
১০. ই-ক্বাযুল হিম্মাহ লিত্তাবাঈ নাবিয়্যিল উম্মাহ, পৃঃ ২৯।
১১. ইবনু বাত্ত্বা, আল-ইবানা ২/৪৩৮।
১২. দারেমী ১/১২০; শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাত ১/১৩৪।
১৩. ইবনু বাত্ত্বা, আল-ইবানা ২/৪৩৯।
১৪. ইবনু আবী ইয়া‘লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলা ২/৪।

ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বলতে, কিতাবের অনুসরণ ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কখনো কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, নিশ্চয়ই জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নে'মত। তিনি তা মানুষকে দান করেছেন ভাল-মন্দ ও হক্ব-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। কিন্তু মানবীয় জ্ঞান ও বিবেকের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যেখানে গিয়ে তা থেমে যায়। আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা খুবই সামান্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا 'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫)*।

আর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সবকিছু অর্জন করার ক্ষমতা দেননি। সুতরাং এমন কিছু বিষয় রয়েছে, জ্ঞান ও বিবেক সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আবার কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যার বাহ্যিক অবস্থা বুঝতে পারলেও তার ভিতর তথা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে জ্ঞান ব্যর্থ হয়। জ্ঞান ও বিবেকের এমন স্বত্তাগত ঘাটতি থাকার কারণে যেসব বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব সেগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞানসমূহ একমত হ'তে পারে না। কেননা উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও মাধ্যম ব্যক্তি ও জ্ঞান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই যে বিষয়ে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করার কোন পথ নেই এবং বিবেকবানরাও যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, সে বিষয়ে অবশ্যই সত্য সংবাদ বাহকের দিকে ফিরে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জ্ঞান অপারগ হয়ে অবশেষে তাকে সত্য হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য। আর তিনি হ'লেন রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, সে বিষয়ে আমাদের নিজস্ব জ্ঞান ও বিবেককে প্রবেশ করানো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদরেকে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা অমান্য করা স্পষ্ট গোমরাহী। কেননা মুসলমানরা যদি উক্ত বিষয়গুলি আঁকড়ে ধরতো এবং বিরোধী বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাহ'লে জ্ঞান ও বিবেক যে কাজের জন্য সৃষ্ট হয়নি, সে বিষয়ে তারা তাকে বিচারক বা হক্ব-বাতিলের মানদণ্ড হিসাবে কখনোও নিয়োগ করত না। তারা কখনো গোমারাহীর মধ্যে নিপতিত হ'ত না। এমনটিই বলেছেন, জুয়াইনী, গাযযালী, বাযী প্রমুখ বিদ্বান।

কোন খবর যদি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তা গ্রহণ করা কিংবা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে জ্ঞান ও বিবেকের সামান্য কোন এখতিয়ার নেই। বরং তার আনুগত্য করা এবং তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব, যদিও মানবীয় জ্ঞান তার গূঢ় তথ্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তবুও তা মেনে নিতে হবে। কেননা আমাদের জ্ঞান সবকিছুকে আয়ত্ব করতে অপারগ। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)*। মহান আল্লাহ আরোও বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

অত্র আয়াতটি সব বিষয়কে শামিল করে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যদি কোন বিষয়ের ফায়ছালা দেন, তাহ'লে তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার কারো নেই এবং সে বিষয়ে কারো কোন মতামত ও বক্তব্য দেওয়ার অধিকারও নেই। তাই প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতে যা আছে তা নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া, স্বীয় জ্ঞান ও বিবেককে এ দু'টির অনুগামী করা, বিরোধিতা না করা এবং তার উপর কিছুকে প্রাধান্য না দেওয়া। যাতে করে সে হক্ব থেকে সরে না যায় এবং সরল-সঠিক পথ থেকে বিপথগামী না হয়।

সপ্তম কারণ : বিভক্তি ও দলাদলি (التفرق والتحزب) :

পূর্বের জাতিগুলো যেমন দলাদলি ও মতানৈক্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি উম্মতে মুহাম্মাদীও শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। দলগুলি পরস্পরের নিন্দা করে থাকে এবং প্রতিটি দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়েই খুশী থাকতে চায়। এ সবকিছুই কেবল সঠিক মানহাজ থেকে দূরে থাকার কারণে সৃষ্ট। কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, এ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং কোন বিষয়ে পরস্পরের মাঝে বিবাদ দেখা দিলে এ দু'টির দিকে প্রত্যাবর্তন করা...ইত্যাদি মেনে চলার নামই সঠিক মানহাজে চলা। মতভেদ ভুলে সবার মতামতকে একত্রিকরণের একটি মাত্র পথ হ'ল সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুসরণে সঠিক মানহাজ তথা কুরআন ও সুন্নাতের দিকে পুরোপুরি ফিরে যাওয়া। এতেই বিদ্যমান রয়েছে দলাদলি ও অনৈক্য থেকে বাঁচার উপায় এবং ইহকাল ও পরকালে মুক্তি ও সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا

'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

'আল্লাহ্র কিতাব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা'-এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, 'মানুষের মতামত, তাদের রায়, যুক্তি, পসন্দ, ইচ্ছা ও আবেগ-অনুভূতিকে বাদ দিয়ে স্রেফ আল্লাহ্র কিতাবের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যকার বিচারক হিসাবে মেনে নেওয়া। যদি কোন ব্যক্তি এমন হ'তে না পারে, তাহ'লে বুঝতে হবে সুদৃঢ়ভাবে ধরা হাতল থেকে তার হাত ফসকে গেছে। আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা জানা ও আমল করা, ইখলাছ, তাওয়াক্কুল, সাহায্য প্রার্থনা, অনুসরণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে হ'তে পারে।[১৫]

ولا تفرقوا 'তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না'-এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিভক্তিকে অপসন্দ করেন এবং এ ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তা থেকে নিষেধও করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য কথা শ্রবণ, আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংঘবদ্ধতা পসন্দ করেন। সুতরাং সম্ভবপর তোমরা নিজেদের জন্য সেটাই ভালোবাস যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভালোবাসেন। আল্লাহ্ই সর্বশক্তির মালিক। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত সৎকাজ করার ক্ষমতা কারো নেই'।[১৬]

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'তিনি তাদেরকে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করতে আদেশ করেছেন এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। বিচ্ছিন্নতা হ'তে নিষেধ এবং ঐক্য ও সংঘবদ্ধ থাকা সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ অনেক হাদীছে বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদের ভয় দেখানো হয়েছে। অবশেষে সেটিই এই উম্মতের মধ্যে পতিত হ'ল। ফলে তারা ৭৩টি ফির্কায় বিভক্ত হয়ে গেল। তন্মধ্যে নাজী ফির্কা তথা নাজাতপ্রাপ্ত জান্নাতমুখী ও জাহান্নামের শাস্তি হ'তে নিরাপত্তা প্রাপ্ত দল মাত্র একটি। তারাই নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে পথে চলেছেন সে পথের পথিক।[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বিভক্তি ও মতভেদ করতে নিষেধ করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ– 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। অত্র আয়াতের তাফসীরে শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন যারা দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। আর প্রত্যেকটি দল ইহুদী, নাছারা ও মাজূসী (অগ্নিপূজক) ইত্যাদি নামগুলির মধ্যে থেকে নিজের জন্য একটি নাম পসন্দ করেছে, যা তাদের কোন উপকারে আসবে না। তাছাড়াও তারা শরী'আতের কিছু অংশ গ্রহণ করে তা দ্বীন হিসাবে মান্য করে আবার কিছু পরিত্যাগও করে। ফলে তারা পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারে না। আর বিদ'আতী পথভ্রষ্ট ও উম্মতকে বিভক্তকারী দলগুলির বর্তমান অবস্থা এরূপই। আয়াতে কারীমা এ নির্দেশনা দিয়েছে যে, নিশ্চয়ই দ্বীন সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলে এবং দ্বীনের উছূল ও শাখা-প্রশাখাসহ যাবতীয় বিষয়ে বিভেদ ও মতভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলে'।[১৮]

উম্মতে মুহাম্মাদীর বিভক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، قِيْلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

'ইহুদীরা একাত্তরটি ফির্কায় বিভক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বাহাত্তরটি ফির্কায় বিভক্ত হয়েছে। আর অচিরেই এই উম্মত তিহাত্তরটি ফির্কায় বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবগুলিই জাহান্নামী। তাঁকে বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই (নাজাতপ্রাপ্ত) দল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথে আছি সে পথে যারা চলবে'।[১৯]

আমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের রায় ও বাতিলের অনুসরণের কারণে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করেছে। প্রত্যেকটি ফির্কা নিজেকে সঠিক বলে দাবী করত। তেমনি এই উম্মতও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি বাদে সবগুলিই ভ্রষ্ট। সুপথ প্রাপ্ত সেই দলটিই হ'ল 'আহ'লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' তথা আহলেহাদীছ। তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রথম সারির ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ সহ মুসলআনদের পূর্বাপর সকল ইমামগণ যে পথে ছিলেন সে পথেরও একনিষ্ঠ অনুসারী।

ইবনু আবিল ঈয্য হানাফী (রহঃ) বলেন, 'সুতরাং 'আহ'লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' ব্যতীত সকল মতভেদকারী ধ্বংস হবে'।[২০] অতঃপর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের মাঝে দল বৃদ্ধি পেয়েছে, এখতেলাফ বেড়ে গেছে, বিরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, প্রবৃত্তিপূজারীদের কারণে ফিৎনা-ফাসাদ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল হয়ে

১৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ৩/৩২৩।
১৬. ত্বাবারী ৪/৩২।
১৭. ইবনু কাছীর ১/৪০৫।
১৮. তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান ২/৯১।
১৯. আবূদাঊদ হা/৪৫৯৬; তিরমিযী হা/২৬৪০; সিলসিলা ছহীহাহ ৩/৪৮০।
২০. শারহুত ত্বাহাবী, পৃঃ ৪৩২।

উঠেছে। তাদের অন্তর সমূহ পরস্পর এমন বিদ্বেষী, ঘৃণাকারী, অত্যাচারী ও তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছে যে, কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ তা জানে না এবং খারাপকে ঘৃণাও করে না। কেবল রিপুর কামনা-বাসনার অনুকূলে যা কিছু তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা-ই করে'। এমনকি দ্বীনের উছূলেও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় মানা এবং স্বয়ং ইবাদতের ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে যারা বিভিন্ন তরীকার অনুসরণ করতে গিয়ে মতবিরোধ করেছে, উম্মতে মুহাম্মাদীও তাদের মত হয়ে গেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এই বলে, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ. قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাই করবে'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কী ইহুদী ও নাছারা? তিনি বললেন, '(ওরা যদি না হয়) তাহ'লে কারা'?[২১] কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে ও অসীম দয়ায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল আল্লাহ্র নির্দেশে চিরদিন (হকের উপরে) টিকে থাকবে। শত্রুরা ও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এভাবেই থাকবে'।[২২]

এই দলটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে তাওহীদ ও সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। যখনই শিরক দ্বারা তাওহীদ এবং বিদ'আত দ্বারা সুন্নাত কলুষিত হয়, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে তা দূর করেন। তাঁরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ্কে নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে হক্বের দা'ওয়াত দিয়ে যাবেন। তাঁরা পৃথিবীর বুকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে এক আল্লাহ্র রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যে দা'ওয়াতী মিশন অব্যাহত রাখবেন। তাঁরাই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' তথা আহলেহাদীছ। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দান কর-আমীন!

---

২১. বুখারী হা/৩৪৫৬; মুসলিম হা/১৬৬৯।

২২. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১০৩৭।

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীতে
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে **আলিম (ছানাবিয়াহ)** শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ক্লাস শুরু : ২রা জুলাই ২০১৭ রবিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮

মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

২ বছর মেয়াদী দাওরায়ে হাদীছ কোর্সে
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর **মহিলা শাখায়** দাখিল পরবর্তী দু'বছর মেয়াদী **দাওরায়ে হাদীছ** কোর্সে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে। উক্ত কোর্সে তাফসীর, কুতুবে সিত্তাহ, আক্বীদা, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হয়। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ক্লাস শুরু : ২রা জুলাই ২০১৭ রবিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ***

(শেষ কিস্তি)

[মূল বই পৃষ্ঠা ৮০ থেকে ৯১]

তাক্বলীদ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব

শেষে তাক্বলীদ এবং তাক্বলীদপন্থীদের সম্পর্কে কতিপয় মানুষের কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব পেশ করা হ'ল-

প্রশ্ন-১ : তাক্বলীদ কাকে বলে?

জবাব : অভিধান এবং উছূলে ফিক্বহ-এর আলোকে চোখ বন্ধ করে এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই উম্মতের কোন ব্যক্তির দলীলবিহীন কথা মান্য করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

নব্য মুক্বাল্লিদদের কর্মপদ্ধতির আলোকে 'কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত ও বিরোধী বক্তব্য' মানাকে তাক্বলীদ বলা হয়। মুক্বাল্লিদগণ কুরআন ও হাদীছকে দলীল মনে করেন না। বরং তাদের নিকট স্রেফ ইমামের কথাই দলীল হয়ে থাকে। দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাযিমাবাদ, করাচী-এর মুফতী মুহাম্মাদ (দেওবন্দী) লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য স্বীয় ইমামের কথাই সবচেয়ে বড় দলীল'।[১]

প্রশ্ন-২ : হাদীছ মানাকে কি তাক্বলীদ বলে?

জবাব : হাদীছ মানাকে তাক্বলীদ বলে না; বরং ইত্তিবা বলা হয়। এর অর্থ, নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ মানা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অসংখ্য ফক্বীহ লিখেছেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।

প্রশ্ন-৩ : ছিহাহ সিত্তাহ[২] (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ) মানা এবং সেগুলির উপর আমল করা কি তাক্বলীদ নয়?

জবাব : জ্বি হাঁ, এটি তাক্বলীদ নয় বরং ইত্তিবা। ইত্তিবার দু'টি প্রকার রয়েছে- **প্রথম :** দলীলসহ ইত্তিবা করা। **দ্বিতীয় :** দলীলবিহীন ইত্তিবা করা। একে তাক্বলীদ বলা হয়। ইসলামী শরী'আতে দলীলসহ ইত্তিবা কাম্য এবং দলীলবিহীন ইত্তিবা নিষিদ্ধ। ছিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থগুলির হাদীছ সমূহের উপর ঈমান ও আমল করা দলীল সহ ইত্তিবা।

প্রশ্ন-৪ : আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা কি তাক্বলীদ নয়?

জবাব : জি হাঁ, আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা তাক্বলীদ নয়। দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ জনতা তাদের আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। যেমন- রশীদ আহমাদ দেওবন্দী তাদের আলেম, মৌলভী মুজীবুর রহমান-এর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। তাহ'লে কি দেওবন্দী আলেমগণ এটা বলবেন যে, রশীদ আহমাদ এখন মুজীবুর রহমানের মুক্বাল্লিদ হয়ে 'মুজীবী' হয়ে গেছেন?

যখন হানাফী ব্যক্তি স্বীয় মৌলভীর নিকট হ'তে মাসআলা জিজ্ঞেস করে হানাফীই (!) থেকে যায়, তখন এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, জিজ্ঞেস করাটা তাক্বলীদ নয়।

প্রশ্ন-৫ : আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে হানাফী বা শাফেঈ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন?

জবাব : কখনো নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেছেন,

ومن المعلوم ان الله سبحانه ما كلف احدا ان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالكتاب والسنة ان كانوا علماء وان يقلدوا العلماء اذا كانوا جهلاء-

'এটি জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এজন্য যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হৌক। বরং তাদেরকে বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক যদি তারা আলেম হয়। আর জাহিল হ'লে আলেমদের তাক্বলীদ করুক'।[৩]

মোল্লা আলী ক্বারীর এই স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে- (ক) আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে হানাফী ও শাফেঈ হওয়ার হুকুম দেননি। (খ) কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। (গ) জাহিলদের কর্তব্য হ'ল তারা আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে তার উপর আমল করবে।

সতর্কীকরণ : মোল্লা আলী ক্বারী এখানে 'তাক্বলীদ করুক' শব্দটি ভুলভাবে ব্যবহার করেছেন। মাসআলা জিজ্ঞেস করা এবং তার উপর আমল করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না। বরং ইত্তিবা ও ইক্তিদা বলা হয়। এজন্য ছহীহ শব্দ হল নিম্নরূপ- وأن يتبعوا العلماء إذا كانوا جهلاء- 'যদি তারা জাহিল হয় তাহ'লে আলেমদের অনুসরণ করবে'।

প্রশ্ন-৬ : আলেমের কাছ থেকে কিভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে?

জবাব : সর্বপ্রথম কিতাব ও সুন্নাতের আলেম খুঁজতে হবে। তারপর তাঁর কাছে গিয়ে বা যোগাযোগ করে আদব ও সম্মানের সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, এই মাসআলায় আমাকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুম বলুন বা কুরআন ও হাদীছ হ'তে জবাব দিন বা দলীল সহ জবাব দিন।

** পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেম।*

*** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *যরবে মুমিন, ৩/১৫ সংখ্যা, ৯-১৫ই এপ্রিল ১৯৯৯ইং।*

২. *ছিহাহ সিত্তাহ না বলে কুতুবে সিত্তাহ বলাই সঠিক-সম্পাদক।*

৩. *শরহে আয়নুল ইলম ওয়া যায়নুল হিলম, ১/৪৪৬।*

প্রশ্ন-৭ : মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কি স্রেফ চারজন ইমামই গত হয়েছেন, নাকি অন্য ইমামও ছিলেন?

জবাব : মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে স্রেফ চারজন ইমামই গত হননি; বরং হাযারো ইমাম গত হয়েছেন। যেমন- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ, উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ, সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, হাসান বাছরী, সাঈদ বিন জুবায়ের, আওযাঈ, লায়েছ বিন সা'দ, বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জারূদ প্রমুখ। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন!

প্রশ্ন-৮ : এই ইমাম চতুষ্টয়ের পূর্বে লোকেরা কার তাক্বলীদ করত?

জবাব : তাঁদের আগে লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর আমল করত। কোন ধরনের তাক্বলীদ করত না।

প্রশ্ন-৯ : ইমামগণ কি নিজেদের তাক্বলীদ করার হুকুম দিয়েছেন?

জবাব : এই চারজন ইমাম কি নিজেদের তাক্বলীদ করার হুকুম দেননি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর আমল করার হুকুম দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১০ : এঁরা কি নিজেদের তাক্বলীদ করতে জনগণকে নিষেধ করেছেন?

জবাব : জি হাঁ, এই চারজন ইমাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাক্বলীদ থেকে লোকদেরকে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন-১১ : চার ইমাম কার মুক্বাল্লিদ ছিলেন?

জবাব : কেউ কারু মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করতেন।

প্রশ্ন-১২ : সম্মানিত ইমাম চতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ, নাকি খুলাফায়ে রাশেদীন? যখন উক্ত চারজন ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব তখন চার খলীফার তাক্বলীদ কেন ওয়াজিব নয়?

জবাব : খুলাফায়ে রাশেদীন উক্ত ইমাম চতুষ্টয় এমনকি সকল উম্মত থেকে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ। তবে না খুলাফায়ে রাশেদীনের তাক্বলীদ ওয়াজিব আর না অন্য কারো। হাদীছে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করার এবং তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা দলীলভিত্তিক ইত্তিবা বা অনুসরণ। চার ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব আখ্যা দেয়া একেবারেই বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।

প্রশ্ন-১৩ : কুরআন মাজীদের সাত ক্বিরাআত এবং ফিক্বহী চার মাযহাব কি একই মর্যাদা রাখে?

জবাব : কুরআন মাজীদের সাত ক্বিরাআত রেওয়ায়াত হিসাবে নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ফিক্বহী চার মাযহাবের ভিতরের অনেক কিছু ইমামগণ এবং ইমামগণের অনুসারীদের রায়, ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ সমূহকে শামিল করে। রায় ও রেওয়ায়াতের মাঝে আসমান ও যমীনের পার্থক্য। যেমন- 'আলিফ' একজন সত্যবাদী মানুষ। সে 'বা'-এর কাছে গিয়ে তাকে বলছে যে, আমাকে তোমার পিতা বলেছেন যে, আমার ছেলেকে দ্রুত বাড়িতে আসতে বলো। এটি হ'ল রেওয়ায়াত। 'বা' তার রেওয়ায়াত মেনে যদি দ্রুত বাড়ি চলে যায় তাহ'লে 'বা' তার পিতার আনুগত্য করল। 'আলিফ'-এর তো স্রেফ রেওয়ায়াতটি মানল। এই 'আলিফ'-ই তার বন্ধু 'বা'-কে বলছে যে, চলো বাযারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করি। এটি 'আলিফ'-এর রায় বা মতামত। এখন 'বা' মর্যি হ'ল সেটা মানবে অথবা মানবে না।

ইসলামী শরী'আতে সত্যবাদী রাবী বা বর্ণনাকারীর রেওয়ায়াত মানার হুকুম রয়েছে। কিন্তু একজনের রায় বা মত মান্য করা অন্য ব্যক্তির জন্য যরূরী নয়। হানাফী আলেমগণ ইমাম শাফেঈ এবং অন্যদের রায় ও ইজতিহাদ সমূহ মানেন না। তারা স্রেফ নিজেদের মাযহাবের প্রদত্ত ফৎওয়াগুলিই গ্রহণ করার দাবীদার। ছহীহ সনদে প্রমাণিত ক্বিরাআত সমূহের কোন একটি ক্বিরাআত অস্বীকার করাও কুফরী। পক্ষান্তরে নবী ব্যতীত অন্য কারো ছহীহ সনদের রায়কে অস্বীকার করা না কুফরী আর না গোমরাহী। বরং জায়েয।

ছাহাবী ও তাবেঈগণের অসংখ্য প্রমাণিত এমন ফৎওয়া রয়েছে যেগুলি হানাফী আলেমগণ মানেন না। যেমন-

(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।[৪]

(খ) ইবরাহীম নাখঈ ও সাঈদ বিন জুবায়ের উভয়েই (কাপড়ের) মোযার উপর মাসাহ করতেন।[৫]

(গ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ঈদের ছালাতে বার তাকবীর বলেছিলেন।[৬]

(ঘ) ত্বাঊস (রহঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। এর মাঝে বসতেন না। অর্থাৎ স্রেফ শেষ রাক'আতেই তাশাহহুদের জন্য বসতেন।[৭]

এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যদি কোন একজন মুজতাহিদের কোন রায় না মানা 'লা মাযহাবিয়াত' হয় তাহ'লে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ নিশ্চিতরূপে 'লা মাযহাবী'। কেননা এরা ইমাম আবূ হানীফা ও ফিক্বহে হানাফী ব্যতীত অন্য মুজতাহিদদের রায় ও ফৎওয়া সমূহকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'কিন্তু ইমাম ব্যতীত অন্য কারো উক্তির দ্বারা আমাদের উপর দলীল কায়েম করা বিবেক বর্জিত'।[৮]

প্রশ্ন-১৪ : বুখারী ও মুসলিমের রাবী কি মুক্বাল্লিদ (তাক্বলীদকারী) ছিলেন?

জবাব : বুখারী ও মুসলিমের উছূলের (অর্থাৎ মৌলিক) রাবী নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন আলেমের তাক্বলীদ করা কিতাব, সুন্নাত, ইজমা ও আছারে

৪. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৩/২৯৬, হা/১১৩৮০, সনদ ছহীহ।*
৫. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১/১৮৮, হা/১৯৭৭, ১/১৮৯, হা/১৯৮৯।*
৬. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, ১/১৮০, হা/৪৩৫।*
৭. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/২৭, হা/৪৬৬৯, সনদ ছহীহ।*
৮. *ঈযাহুল আদিল্লাহ, পৃঃ ২৭৬।*

সালাফে ছালেহীন দ্বারা প্রমাণিত নেই। ইমাম ইবনু হাযম ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের অসংখ্য রাবীর নাম লিখেছেন, যারা তাক্বলীদ করতেন না। যেমন- আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ, আবূ উবায়েদ, আবূ খায়ছামাহ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহলী, আবূবকর বিন আবী শায়বাহ, উছমান বিন আবী শায়বাহ, সাঈদ বিন মানছূর, কুতায়বা, মুসাদ্দাদ, আল-ফযল বিন দুকায়েন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, ইবনু নুমায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা, সুলায়মান বিন হারব, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আব্দুর রাযযাক, ওয়াকী', ইয়াহ্ইয়া বিন আদম, ইবনুল মুবারক, মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ, 'আফ্ফান, আবূ 'আছেম আন-নাবীল, লায়েছ বিন সা'দ, আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, হাম্মাদ বিন যায়েদ, হুশায়েম, ইবনু আবী যি'ব প্রমুখ।[৯]

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের রাবীগণের মধ্য হ'তে কোন একজন রাবীরও মুক্বাল্লিদ হওয়া প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন-১৫ : আহলেহাদীছ কাকে বলে?

জবাব : দু' ধরনের লোকদেরকে আহলেহাদীছ বলা হয়। (ক) মুহাদ্দিছীনে কেরাম (সম্মানিত মুহাদ্দিছগণ)। (খ) হাদীছের অনুসরণকারী। (অর্থাৎ মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনুসারী সাধারণ জনতা)।[১০]

মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাক্বলীদ করতেন না।[১১]

আল্লামা সুয়ূত্বী লিখেছেন, لَيْسَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ أَشْرَفَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا إِمَامَ لَهُمْ غَيْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'আহলেহাদীছদের জন্য এর চেয়ে অধিক মর্যাদা আর নেই। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া তাদের আর কোন ইমাম নেই'।[১২]

প্রশ্ন-১৬ : فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ *(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)* আয়াতের মর্ম ও অনুবাদ কি?

জবাব : অনুবাদ : 'যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর'।

মর্ম : প্রতীয়মান হ'ল যে, লোকদের দু'টি প্রকার রয়েছে- (ক) আহলে যিকর অর্থাৎ আলেমগণ। (খ) لاَ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক হ'ল যে, দু'টি শর্তের ভিত্তিতে আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করবে। (ক) কুরআন ও হাদীছ-এর উপর আমলকারী আলেম হবেন। তাক্বলীদপন্থী হবেন না। (খ) এটি জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমাকে কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা বলে দিন। অথবা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান বলে দিন।

সাধারণ মানুষের আলেমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। প্রচলিত অর্থেও একে তাক্বলীদ মনে করা হয় না। কেননা দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের সাধারণ জনতা তাদের মৌলভীদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে এবং তার উপর আমল করে। আর এটা কেউই বলেন না যে, সে তার অমুক অমুক মৌলভী- যার কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছে, তার মুক্বাল্লিদ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন-১৭ : শিক্ষকের নিকট পড়া কি তাক্বলীদ?

জবাব : শিক্ষকের নিকট পড়া তাক্বলীদ নয়। আর না কেউ একে তাক্বলীদ বলেছেন। যেমন- গোলামুল্লাহ খান দেওবন্দীর নিকটে অধ্যয়নকারী ছাত্রদেরকে কোন দেওবন্দীও গোলামুল্লাহ খানের মুক্বাল্লিদ বলেন না। বরং নিজেদের দেওবন্দী আক্বীদায় বিশ্বাসী বা হানাফীর শিষ্য হানাফীই মনে করেন।

প্রশ্ন-১৮ : وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ আয়াতের অনুবাদ ও মর্ম কি?

জবাব : অনুবাদ : 'আনুগত্য কর তাদের পথের, যারা আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(লোক্বমান, ৩১/১৫)*।

মর্ম : 'আনুগত্য'-র দু'টি প্রকার রয়েছে। (ক) দলীল সহ আনুগত্য (খ) দলীলবিহীন আনুগত্য।

এখানে দলীলসহ আনুগত্য উদ্দেশ্য, যা তাক্বলীদ নয়। এই দাবী করা যে, লোক্বমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে চোখ বন্ধ করে নবী ব্যতীত অন্যের দলীল বিহীন কথার অন্ধের মত তাক্বলীদ করার নির্দেশ দিয়েছেন- একেবারেই বাতিল এবং মিথ্যা কথা।

ইমাম ইবনু কাছীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ، অর্থাৎ মুমিনদের রাস্তার আনুগত্য কর'।[১৩]

সুতরাং প্রতীয়মান হ'ল যে, এই আয়াত দ্বারা ইজমার দলীল হওয়া প্রমাণিত আছে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

প্রশ্ন-১৯ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ ও মর্ম কি?

জবাব : অনুবাদ : 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' *(ফাতিহা ১/৫-৬)*।

মর্ম : এখানে আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত সব মানুষের পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কতিপয় পুরস্কার প্রাপ্তের কথা নয়। এজন্য এই আয়াতে কারীমা দ্বারা ইজমার দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষেরও জানা আছে যে, রবের পুরস্কার প্রাপ্তদের (নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎ লোকদের) পথ হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

৯. *সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭।*
১০. *দেখুন : ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*
১১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/৪০; আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭।*
১২. *তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।*
১৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৫/১০৬।*

করা। চোখ বন্ধ করে নবী ব্যতীত অন্য কারো দলীলবিহীন ও প্রমাণ ব্যতীত আনুগত্য করা নয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারাও তাক্বলীদের খণ্ডনই প্রমাণিত রয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

প্রশ্ন-২০ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا–

আয়াতের অনুবাদ ও মর্ম কি?

জবাব : অনুবাদ : 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

...এর দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়নি। আয়াতের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ হারাম। কেননা সকল মতানৈক্য ও বিবাদের ক্ষেত্রে কোন আলেম বা ফক্বীহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম নেই। বরং স্রেফ আল্লাহ (কুরআন) এবং রাসূল (হাদীছ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম রয়েছে। *(সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ, ১২ই ছফর ১৪২৬ হিজরী)।*

তাক্বলীদে শাখছীর ক্ষতিসমূহ

এক্ষণে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থের শেষে তাক্বলীদে শাখছীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি পেশ করা হ'ল-

(১) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে কুরআন মাজীদের বরকতময় আয়াত সমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন- কারখী হানাফী (মুক্বাল্লিদ) বলেছেন, 'আসল কথা এই যে, প্রতিটি আয়াত যা আমাদের সাথীদের (হানাফী ফক্বীহদের) বিপরীত, সেটিকে মানসূখ (রহিত) রূপে গণ্য করতে হবে অথবা দুর্বল মনে করতে হবে। উত্তম এই যে, সমন্বয় করতে গিয়ে তার তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করতে হবে'।[১৪]

(২) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে ছহীহ হাদীছ সমূহকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন- উল্লেখিত কারখী লিখেছেন, الاصل ان كل خبر يجي بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل علي النسخ او علي انه معارض بمثله ثم صار الي دليل اخر 'আসল কথা হ'ল যে, প্রত্যেকটি হাদীছ যেটি আমাদের সাথীদের বক্তব্যের বিপরীতে আসবে সেটিকে রহিত কিংবা তদ্রুপ অন্য বর্ণনার বিরোধী মনে করতে হবে। অতঃপর অন্য দলীলের দিকে ধাবিত হ'তে হবে'।[১৫]

১৪. *উছূলে কারখী, পৃঃ ২৯।*
১৫. *উছূলে কারখী, পৃঃ ২৯, মূলনীতি-৩০।*

ইউসুফ বিন মূসা আল-মালাত্বী হানাফী (৭২৬-৮০৩ হিঃ) বলেছেন, من نظر في كتاب البخاري تزندق 'যে ব্যক্তি ইমাম বুখারীর কিতাব (ছহীহ বুখারী) পড়ে সে যিনদীক্ব (নাস্তিক) হয়ে যায়'।[১৬]

(৩) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে বহু জায়গায় ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেমন- 'খায়রুল কুরূন' বা স্বর্ণ যুগে এর উপর ইজমা রয়েছে যে, তাক্বলীদে শাখছী নাজায়েয।[১৭] কিন্তু মুক্বাল্লিদ আলেমগণ দিন-রাত তাক্বলীদে শাখছীর গান গেয়েই যাচ্ছেন।

(৪) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে সালাফে ছালেহীনের সাক্ষ্যসমূহ এবং তাহকীকগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে অনেক সময় খোলাখুলিভাবে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করা হয়। যেমন- হানাফী মুক্বাল্লিদদের গ্রন্থ উছূলে শাশী-তে আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে ইজতিহাদ ও ফৎওয়া প্রদানের মর্যাদা থেকে বের করে দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, وعَلى هَذَا ترك أَصْحَابُنَا روَايَةَ أبي هُرَيْرَةَ 'আর এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের সাথীগণ আবূ হুরায়রার রেওয়ায়াতকে বর্জন করেছেন'।[১৮]

এক হানাফী মুক্বাল্লিদ যুবক শত শত বছর পূর্বে বাগদাদের জামে মসজিদে বলেছিলেন, أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُوْل الحَدِيْث 'আবূ হুরায়রার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য'।[১৯]

(৫) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে তাক্বলীদপন্থীগণ এটা মনে করেন যে, কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াতের মাঝে বিরোধ হ'তে পারে। যেমন- মোল্লা জিউন হানাফী লিখেছেন, لان الآيتين إذا تعارضا تساقطتا 'কেননা যখন দু'টি আয়াত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়, তখন দু'টিই বাতিল হয়ে যায়'।[২০] অথচ কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহের মাঝে আদতেই কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। আর না কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মাঝে কোন প্রকারের বৈপরীত্য রয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

(৬) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে তাক্বলীদপন্থীরা স্বীয় মুক্বাল্লিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া পর্যন্ত দিয়ে দেয়। যেমন- দামেস্কের বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-বালাসাগূনী হানাফী হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, لو كان لي أمر لاخذت الجزية من الشافعية 'যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকত তবে আমি শাফেঈদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতাম'।[২১]

১৬. *ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৭/৩৯।*
১৭. *দ্রঃ আন-নুবযাতুল কাফিয়াহ, পৃঃ ৭১।*
১৮. *উছূলুশ শাশী মা'আ আহসানিল হাওয়াশী, পৃঃ ৭৫।*
১৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৬১৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৫৩৮; দুমায়রী, হায়াতুল হায়ওয়ান, ১/৩৯৯।*
২০. *নূরুল আনওয়ার মা'আ কুমারিল আক্বমার, পৃঃ ১৯৩।*
২১. *যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৫২।*

ঈসা বিন আবূবকর বিন আইয়ূব হানাফীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তুমি কেন হানাফী হয়ে গেলে, অথচ তোমার পুরা বংশ শাফেঈ? তখন তিনি উত্তর দেন, أترغبون عن أن يكون فيكم رجل واحد مسلم তোমরা কি এটা চাও না যে, ঘরে একজন মুসলমান থাকুক'?[২২]

হানাফীদের একজন ইমাম আস-সাফকারদারী বলেছেন, لا ينبغي للحنفية ان يزوج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم 'হানাফীর উচিৎ নয় যে, সে তার মেয়েকে শাফেঈ মাযহাবের কোন লোকের সাথে বিবাহ দিবে। কিন্তু তাদের মেয়েকে বিবাহ করবে'।[২৩] অর্থাৎ শাফেঈ মাযহাবের মানুষ হানাফীদের নিকটে আহলে কিতাব (ইহূদী ও নাছারা)-এর হুকুমে।[২৪]

(৭) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে হানাফী ও শাফেঈরা পরস্পরের সাথে রক্তাক্ত যুদ্ধ করেছে। একজন আরেকজনকে হত্যা করেছে, দোকানপাট লুট করেছে এবং মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে।[২৫]

হানাফী ও শাফেঈদের মাঝে পারস্পরিক উক্ত কঠিন লড়াই এবং হত্যা ও যুদ্ধ সত্ত্বেও আশরাফ আলী থানবী ছাহেব লিখেছেন, 'যদি কারণ এটাই হ'ত তবে হানাফী ও শাফেঈর কখনো বনিবনা হ'ত না। লড়াই-দাঙ্গা চলতেই থাকত। অথচ সর্বদা মিল ও ঐক্য ছিল'।[২৬]

(৮) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে মানুষ হক ও ইনছাফ এবং দলীল মানে না। বরং অন্ধের মতো স্বীয় কল্পিত ইমামের দলীলবিহীন আনুগত্যে পেরেশান থাকে। একজন একটি হাদীছকে শক্তিশালী (অর্থাৎ ছহীহ) স্বীকার করেও এর জবাবে চৌদ্দ বছর লাগিয়ে দিয়েছেন।[২৭]

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী বলেন, الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة 'হক ও ইনছাফ এই যে, এই মাসআলায় ইমাম শাফেঈর অগ্রাধিকার রয়েছে। আর আমরা মুক্বাল্লিদ। আমাদের উপর আমাদের ইমাম আবূ হানীফার তাক্বলীদ করা ওয়াজিব'।[২৮]

আহমাদ ইয়ার নাঈমী ব্রেলভী বলেছেন, 'কেননা এই বর্ণনাসমূহ হানাফীদের দলীল নয়। তাদের দলীল স্রেফ ইমামের কথা'।[২৯]

(৯) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে গোঁড়া মুক্বাল্লিদগণ বায়তুল্লাহতে চার মুছাল্লা বানিয়েছিল। যে সম্পর্কে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ছাহেব বলেছেন, 'অবশ্য চার মুছাল্লা যা মক্কা মু'আয্যামায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে এটি নিকৃষ্ট বিষয় যে, জামা'আতের পুনরাবৃত্তি এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে এটা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল যে, একটি জামা'আত চলার সময় অন্য মাযহাবের লোকজন বসে থাকত, জামা'আতে শরীক হত না এবং হারাম কাজের পাপী হত'।[৩০]

(১০) তাক্বলীদের কারণে মুক্বাল্লিদ আলেমগণ তাদের বিরোধীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেও লজ্জা করেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাপারেও নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলতে থাকেন। যেমন- একজন فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول আয়াতের শেষে (وإلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) বৃদ্ধি করে এই ঘোষণা দিয়েছেন, 'ঐ কুরআনের উপরোল্লেখিত আয়াতটিতে আমি অক্ষমও মওজুদ আছি'।[৩১]

আহলেহাদীছ সম্পর্কে আশরাফ আলী থানভী ছাহেব লিখেছেন, 'এবং দ্বিতীয়বার তারাবীহ চালু করার কারণে হযরত উমর (রাঃ)-কে বিদ'আতী বলে'।[৩২]

অথচ আহলেহাদীছের দায়িত্বশীল আলেমগণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্য হ'তে কারো পক্ষ থেকেই সুন্নাতের অনুসারী উমর ফারূক (রাঃ)-এর উপর 'বিদ'আতী'র ফৎওয়া দেওয়া প্রমাণিত নেই। আমরা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে গোমরাহ ও শয়তান মনে করি, যে উমর (রাঃ)-কে বিদ'আতী বলে।

এছাড়া তাক্বলীদে শাখছীর আরো অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন- ফিরক্বাপূজা, বিদ'আতপূজা, বাড়াবাড়ি, কঠিন গোঁড়ামি এবং তাহক্বীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি।

এ সকল রোগের স্রেফ একটিই চিকিৎসা রয়েছে যে, কিতাব ও সুন্নাত এবং ইজমার উপর সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে আমল করা। আল্লাহই তাওফীক দাতা। *(১৩ই রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ)।*

---

২২. *আল-ফাওয়াইদুল বাহিইয়াহ, পৃঃ ১৫২, ১৫৩।*
২৩. *ফাতাওয়া বায্যাযিয়াহ 'আলা হামিশি ফাতাওয়া আলমগীরিয়াহ, ৪/১১২।*
২৪. *আল-বাহরুর রায়েক্ব ২/৪৬।*
২৫. *বিস্তারিত দ্রঃ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান ১/২০৯ 'ইস্পাহান', ৩/১১৭ 'রায়'; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ৯/৯২, ৫৬১ হিজরী শতকের ঘটনাপ্রবাহ।*
২৬. *ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৫৬২।*
২৭. *দেখুন : আল-আরফুশ শাযী, ১/১০৭।*
২৮. *তাক্বরীরে তিরমিযী, পৃঃ ৩৬।*
২৯. *জা-আল হক, ২/৯।*
৩০. *তালীফাতে রশীদিয়াহ, পৃঃ ৫১৭।*
৩১. *মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, ঈযাহুল আদিল্লাহ, পৃঃ ৯৭।*
৩২. *ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৫৬২।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসন্ন রামাযান মাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ বিশেষ মূল্য ছাড়ে (৫-১০%) বিক্রয় করা হবে ইনশাআল্লাহ। আগ্রহী ভাইদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ফোন : ০২-৯৫৬৮২৮৯, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে উপমহাদেশে 'শবেবরাত' বলা হয়। যা 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবে পালিত হয়।

ধর্মীয় ভিত্তি :

মোটামুটি ৩টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। (১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয় এবং এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয়। (২) এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়। (৩) এ রাতে রূহগুলি সব ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। ফলে মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাযী হয়তোবা রূহগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়।

শবেবরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ দিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমব্যথী হয়ে হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকাল বেলা।[১] আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয় তা নিম্নরূপ :

(১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয় এবং এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয়।

(ক) প্রথমটির দলীল হিসাবে সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- 'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে 'বরকতময় রাত্রি' অর্থ 'ক্বদরের রাত্রি'। যেমন আল্লাহ বলেন,إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটি নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(ক্বদর ৯৭/১)*। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এক্ষণে ঐ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়েছে, তা সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এমনকি তার বিবাহ, সন্তানাদী ও মৃত্যু নির্ধারিত হয়' বলে যে হাদীছ[২] প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদরের রাতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে' *(ঐ, তাফসীর সূরা দুখান ৩-৪ আয়াত)*।

(খ) অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল- وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ রক্ষিত আছে আমলনামায়'। 'আছে ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*-এর ব্যাখ্যা হাদীছে এসেছে যে, 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩] এক্ষণে 'শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য নির্ধারিত হয়' বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

(২) এ রাতে বান্দার গোনাহসমূহ মাফ করা হয়!

সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল দেওয়া হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

(ক) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিবসে ছিয়াম পালন কর' *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮)*। হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/২১৩২)*। এর সনদে 'ইবনু আবী সাব্‌রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' যা ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হি.) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে হাদীছ সংখ্যা ১১৪৫, ৬৩২১ ও ৭৪৯৪ এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৪] সেখানে 'মধ্য শা'বানের রাত্রি' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান সমূহ জানিয়ে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয় বা ঐ দিন সূর্যাস্তের পর থেকেও নয়।

---

১. *লেখক প্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৩৯ পৃ.; অনেকে ১১ কিংবা ১৫ই শাওয়াল বলেছেন।*

২. *তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ : মিসরী ছাপা ১৩২৮ হি. থেকে মুদ্রিত) ২৪/৬৫ পৃ. সূরা দুখান।*

৩. *মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

৪. *হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ (রিয়ায : তাবি), ২/২৩০-৫০।*

উক্ত মর্মে প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছটি হ'ল-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের মহান প্রতিপালক প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছ কি কেউ প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। আছ কি কেউ যাচঞাকারী, আমি তাকে তা প্রদান করব। আছ কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?' *(বুখারী হা/১১৪৫)*। একই রাবী হ'তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না ফজর প্রকাশিত হয়' *(মুসলিম হা/৭৫৮)*।

শবেবরাতের পক্ষে আরও কিছু যঈফ ও মওযূ' হাদীছ পেশ করা হয়। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত (ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯), আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত (যঈফাহ হা/১৪৫২), আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত (ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬)। এতদ্ব্যতীত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ছহীহ মুসলিম হা/১১৬১-এর 'সিরারে শা'বান' সম্পর্কিত হাদীছটি বলা হয়। যেটি ছিল মানতের ছিয়াম। তার সাথে শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই *(মুসলিম, শরহ নববী সহ)*।

(৩) এ রাতে রূহ সমূহের আগমন ঘটে

ধারণা প্রচলিত আছে যে, এ রাতে রূহগুলি সব মর্ত্যে নেমে আসে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি রূহগুলি ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে? তারা কি স্ব স্ব বাড়ীতে বা কবরে ফিরে আসে? যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে ভিড় করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরা ক্বদর-এর ৪ ও ৫ আয়াত দু'টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– 'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে এবং 'রূহ' বলতে জিব্রীল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফেরেশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরনের এক ফেরেশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই' *(ঐ, তাফসীর সূরা ক্বদর)*।

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন' *(নাসাঈ হা/২১৭৯, সনদ ছহীহ)*। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

বিস্তারিত দ্র : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছিয়ামের ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. সাহারী ও ইফতার : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (ক) 'তোমরা সাহারী কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৩] তিনি বলেন, (খ) 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৪] তিনি আরও বলেন, (গ) 'সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫] তিনি বলেন, (ঘ) 'তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯)*।

৩. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৬] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'* ('পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল')।[৭]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৫. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১০]

৬. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[১১] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[১২] 'রাত্রির ছালাত' বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয় *(মির'আত)*।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাক'আত নয়। যেমন হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন..'।[১৩] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, সেটি যঈফ।[১৪]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৫] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৬]

দারুল উলূম দেউবন্দ-এর সাবেক মুহতামিম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল।[১৭]

---

১. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
২. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।
৪. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩।
৫. আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৭. আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৮. বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৯. ফাৎহুল বারী 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪।
১০. মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।
১১. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।
১২. বুখারী ১/১৫৪ পৃ., হা/১১৪৭; মুসলিম ১/২৫৪ পৃ., হা/১৭২৩ ও অন্যান্য; দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'।
১৩. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
১৪. হাশিয়া আলবানী মিশকাত হা/১৩০২; ঐ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ পৃ.।
১৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ মির'আত ৪/৩২০।
১৬. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৭. আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্রঃ ২/২০৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২১।

৭. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৮] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৯] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২১] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২২] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম *(বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃ.)*। তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

৮. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২৩] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম *(ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা)*। তবে ই'তিকাফের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না।

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২৪] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী হা/২০২৯)*।

৯. ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ই'তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী :

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা।[২৫] **(খ)** প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা।[২৬] **(গ)** অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*। **(ঘ)** একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)[২৭] দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা। **(ঙ)** তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে'।[২৮]

(চ) জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়বেন। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর জামা'আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন।

(ছ) ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবেন। এভাবে যতবার টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ থেকে সর্বোচ্চ ১২ রাক'আত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জাতির কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন। উক্ত নিয়তে আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'। অথবা আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ..। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন *(বুখারী হা/৬৩৮৯)*। এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন *(মুমিন ৪০/১৯)*। দো'আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃ.)*। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দো'আ সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'যরূরী দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২৬৭-৩০০ পৃ.।

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সূরা ফাতিহা, নাবা, আছর ও সূরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। **(ঝ)** উচ্চ শব্দে ইবাদত করবেন না। অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

(ঞ) ক্বদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে দীর্ঘ ওয়ায মাহফিলের ও বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করবেন না। যাতে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

---

১৮. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
১৯. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।
২০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।
২১. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।
২২. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।
২৩. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।
২৪. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।
২৫. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।
২৬. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১।
২৮. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।

কবিতা

সকলি তোমার দান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

এ মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি
সবই যে তোমার দান,
তুমি গফূর তুমি গাফ্ফার
রহীম ও রহমান।
সকল সৃষ্টি করিছে সিজদা
শির করে অবনত,
তোমার মহিমা করিছে প্রচার
দিবা-নিশি অবিরত।
মানুষকে তুমি দিলে মর্যাদা
সকল সৃষ্টির সেরা,
বক্র-সরল দিয়েছ চিনিতে
বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা।
হে রহীম রহমান!
এ মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি
গায় তব জয়গান!
তুমি গফূর তুমি গাফ্ফার রহীম ও রহমান।
কুদরতে তব চালিত যে সবি
এ মহাবিশ্ব ধাম,
তাসবীতে তব থেকে অবিরত
জপিছে তোমার নাম।
নে'মতে ভরা সাজিয়েছ ধরা
মানুষকে করেছ দান,
সকলি তোমার দান।
হে মহান পরোয়ার!
আমাদের তরে এপার ওপার,
কর না রুদ্ধদ্বার।

***

শবেবরাত

মুহাম্মাদ মাযহারুল আবেদীন
রামনগর, গাজোল, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

শবেবরাত শবেবরাত রব উঠেছে গাঁয়,
ঈদের মত সাজ সাজ সবে খুশির অন্ত নাই!
আজকে নাকি আল্লাহ তা'আলা দিবেন রূযী ঢেলে,
এই রূযীতে বান্দারা সব সারা বছর চলে!
তাই তো দেখি যোগাড় করে যত ভালো খাবার,
ফাতিহা পড়ে পকেট পুরে কীর্তি দেখ বাবার!
হালুয়া করে কত রকম সঙ্গে বানায় রুটি,
আগর বাতি মোম বাতি রাখে না কোন ত্রুটি।
দাঁত ভাঙ্গাতে নবী নাকি হালুয়া রুটি খান,
প্রশ্ন করি কোথায় ভাই মিথ্যা দলীল পান?
শাওয়াল মাসে ভাঙ্গলো দাঁত ওহোদ পাদদেশে
হালুয়া রুটি শা'বান মাসে কেমন করে আসে?
শাবান মাসে ছাওম রাখা ছহীহ হাদীছে পাই,
মধ্য শা'বানে ছাওম রাখা যঈফ জানো ভাই।
নবী বলেন প্রত্যেক রাতে মধ্য রাতের পরে,
আল্লাহ তা'আলা শেষ আকাশে ডাকেন বান্দারে।
মধ্য শা'বানে কুরআন নাকি নাযিল হয়েছিল,
কুরআন নিজে তা বলে না ওরা কোথায় পেল?
বাক্বারাহ সূরা কদর সূরা পড়েনি বুঝি ওরা,
তাইতো সূরা দুখান পড়ে এমন মনে করা!
এই রাতেই আত্মারা সব নেমে আসে এখানে,
আত্মীয় যত আছে ওদের দেখা করে সেখানে!
এমন কথা উড়েই যাবে মুমিনূন সূরা পড়,
ঈমানদারী বজায় রাখো ভুল আমল ছাড়ো।
রিযিক লেখা এই রাতেই! এই ধরাণা ভুল
ক্বামার সূরা পড়তে হবে তবেই পাবে কুল।

***

জাগো মুসলমান

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

তাওহীদের ঐ ডাক এসেছে জাগোরে মুসলমান,
চারিদিকে দেখ চেয়ে ত্বাগূতের জয়গান।
আকাশ ছেয়ে আসছে ধেয়ে অন্ধকারের ঘটা,
কুরআন-হাদীছ জ্বেলে দিবে স্বচ্ছ আলোর ছটা।
শপথ বাক্য পাঠ কর খাঁটি কর ঈমান,
ছালাত পড় যাকাত দাও পালন কর ছিয়াম।
খালেছভাবে ইবাদত কর এক আল্লাহ্র,
আমানতের খেয়ানত কর না ছাড় পাপাচার।
অসহায়ের পাশে দাঁড়াও দান কর দুঃখী জনকে,
দানের বদলে দিবেন আল্লাহ আমলনামা ডান হাতে।
সত্যের পথ তালাশ কর মহান আল্লাহ্র ভয়ে,
ছহীহ হাদীছ আমল করলে গোনাহ যাবে খয়ে।
সৎ চরিত্রের সদাচারী আদর্শবান হবে,
কিয়ামতের কঠিন দিনে রাসূলের সাক্ষাৎ পাবে।

***

আতঙ্কে দেশবাসী

মুছতফা কামাল
বুড়িমারী, পাটগ্রাম, নীলফামারী।

আতঙ্কে আজ দেশবাসী জঙ্গীরা ওঁৎপেতে
বোমা দিয়ে মানুষ মেরে আনন্দে ওঠে মেতে।
স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারী জেলেও নাকি ভীতি
কখন কোথায় করবে আঘাত নেইকো তাদের নীতি।
আগুন হাতে বাঁকা পথে জানি না কোন ইশারায় চলে
যবেহ করে মানুষ মারে মুখে আল্লাহু আকবার বলে!
মানুষ নহে পশু তারা তার চেয়েও বা বেশী
কি কারণে অকারণে মানুষ মেরে হয়যে তারা খুশি।
ধর্মের দোহাই দিয়ে চরমপন্থীরা করছে দেশে বাস
আতঙ্কে দেশবাসী জঙ্গীরা করছে সবার শান্তি বিনাশ।
ইসলাম বিশ্বের সেরা ধর্ম সর্বদা ছড়ায় শান্তির বাণী
অহি-র পথে চললে মানুষ পাবে আল্লাহ্র মেহেরবানী।
মানুষ হয়ে মানুষ মারা জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের কাম
মুসলিম বেশে করছে এরা ইসলামের বদনাম।
সবাই সজাগ থাকি চোখ রাখি সবদিক জঙ্গীরা না বাঁধায় গোল
হক পথে তারা ফিরে আসুক পাল্টাক তাদের বোল।
বিবেক ফিরে আসুক তাদের নইলে জাতি দেবে না কভু ছাড়
আতঙ্ক ফেলে সময় এসেছে ফের সকলের জাগবার।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. ৮টি। ২. রাইয়্যান। ৩. ৪০ বছরের পথের সমান।
৪. ৪০, ৭০, ১০০ বা ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া।
৫. মেহেদী। ৬. শুক্রবার। ৭. আল্লাহ্র দর্শন।
৮. থালা বা বাসন, পেয়ালা, জগ/কেটলী প্রভৃতি।
৯. স্বর্ণ ও রৌপ্যের। ১০. স্বর্ণের।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. ২০০৩, প্রথম ভিসি প্রফেসর ড. এহসানুল হক।
২. ২০০৫, প্রথম ভিসি অধ্যাপক ড. এ.কে.এম সিরাজুল ইসলাম খান।
৩. ২০০৬, প্রথম ভিসি ড. ইকবাল হোসেন।
৪. ২০০৬, প্রথম ভিসি ড. গোলাম মাওলা।
৫. ২০০৬, প্রথম ভিসি ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ।
৬. ২০০৬, প্রথম ভিসি প্রফেসর ড. শামসুর রহমান।
৭. ২০০৬, প্রথম ভিসি প্রফেসর ড. আবুল খায়ের খাঁন।
৮. ২০০৮, প্রথম ভিসি মে. জে. আব্দুল ওয়াদূদ।
৯. ২০০৮, প্রথম ভিসি অধ্যাপক রফীকুল ইসলাম।
১০. ২০০৮, প্রথম ভিসি ড. এম লুৎফর রহমান।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. আল্লাহ মুমিনদের সামনে কিভাবে প্রকাশ পাবেন?
২. জান্নাতীদের পোশাক কিসের তৈরী?
৩. জান্নাতীদের খাদেম কারা থাকবে?
৪. দুনিয়াতে কি কি জান্নাতী জিনিস আছে?
৫. জান্নাতবাসীর প্রথম খাদ্য কি?
৬. জান্নাতীদের খাদ্য কিভাবে হজম হবে?
৭. জান্নাতী ফলের স্বাদ কেমন?
৮. জান্নাতী রিযিকের বৈশিষ্ট্য কি?
৯. জান্নাতীদের তরকারী কি?
১০. ষাড় ও মাছ কত বড় হবে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিইয়াহ সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান ও উক্ত মাদরাসার সুপার মাওলানা গোলাম সারোয়ার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল মুন'ইম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইসরাঈল।

বড়গাছী, পবা, রাজশাহী ২০শে মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ আছর বড়গাছী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক **'সোনামণি'** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ খালিদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সাম্মিয়া খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল মুত্তালিব।

নহনা কালুপাড়া, মান্দা, নওগাঁ ২২শে মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ আছর নহনা কালুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফতেহপুর শাখার সভাপতি খাজা নিযামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফতেহপুর শাখার সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী ও নওগাঁ সরকারী কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মিলন হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাতেমা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনাডাঙ্গা-ভরট্ট আলিম মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জব্বার।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রবীণ লেখক রফীক আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যুবায়ের আহমাদ, অর্থসহ হাদীছ পাঠ করে হারেছুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আরমান মিয়াঁ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অত্র শাখা সোনামণি পরিচালানা পরিষদ গঠন করা হয়।

মাদারবাড়ীয়া, পাবনা ২৬শে মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ আছর মাদারবাড়ীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসান, সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুশ শাকূর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আফতাবুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম।

Contents

স্বদেশ

মোবাইল টাওয়ারের ক্ষতিকর রেডিয়েশন : আন্তর্জাতিক সংস্থার মতামত নিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

গত ২৮শে মার্চ বাংলাদেশে মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর টাওয়ার থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশনের (বিকিরণ) মাত্রা ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

আন্তর্জাতিক এ তিনটি সংস্থা হ'ল- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন নন-আয়নজিং রিডিয়েশন অন প্রটেকশন (আইসিএনআইআরপি)।

একইসঙ্গে আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে এসব সংস্থার মূল্যায়ন নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, মোবাইল ফোনের টাওয়ারের রেডিয়েশন নিঃসরণ নিয়ে ২০১২ সালে হাইকোর্টে রিট করে পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যাণ্ড পীস ফর বাংলাদেশ। ওই রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রেডিয়েশনের মাত্রা এবং এর স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখতে সাত দিনের মধ্যে বিজ্ঞানী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং আণবিক শক্তি কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করার জন্য স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দেন।

অতঃপর এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন গত ২২শে মার্চ রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্টে পেশ করে। সেখানে বলা হয়- বাংলাদেশে কিছু কিছু মোবাইল টাওয়ার থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশনের মাত্রা উচ্চ পর্যায়ের, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সারাদেশে ৬টি টাওয়ার পরীক্ষা করে একটিতে উচ্চমাত্রার বিকিরণ পাওয়া গেছে। এ রেডিয়েশনের মাত্রা কমাতে বিটিআরসিকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে বলে আদালতকে জানানো হয়।

[এ বিষয়ে 'নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান' শিরোনামে আমাদের সম্পাদকীয় পাঠ করুন জুন'১৪, দিকদর্শন ২/১৪৫ পৃঃ]

মর্মস্পর্শী ঘটনার জন্ম দিল ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক নবজাতক শিশুপুত্র

২৯ শে মার্চ বুধবার বেলা প্রায় সোয়া ৩-টা। চট্টগ্রাম যেলার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও শিশুবিষয়ক বিশেষ আদালতের বিচারক জান্নাতুল ফেরদৌসের আদালত। বিচারকের আহ্বানে এজলাসের সামনে একে একে জড়ো হ'লেন ১২ জন নারী। দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও তখন যেন হারিয়ে ফেলেছেন তারা। তাঁরা আদালতে এসেছেন ডাস্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া পরিত্যক্ত শিশুটির মা হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে। তাদের একজনও খালি হাতে ফিরে যেতে চান না।

লিখিত আদেশ পড়তে শুরু করেন মহিলা বিচারক। সাত মিনিটে আদেশটি পড়ে শেষ করেন তিনি। কিন্তু এর আগেই কাঁদতে শুরু করেন মা হ'তে আসা নারীরা। তাদের মধ্যে শাকীলা আখতারই ব্যতিক্রম। তিনিও কেঁদে চলেছেন। কিন্তু তার কান্না ছিল আনন্দের। কারণ তিনিই পেয়েছেন শিশুটিকে।

এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ১৯ বছর পার করেছেন নিঃসন্তান শাকীলা আখতার। স্বামী মুহাম্মাদ যাকের ইসলাম পেশায় চিকিৎসক। কুড়িয়ে পাওয়া শিশু 'একুশ'কে তাদের যিম্মায় দিয়েছেন আদালত। আদালতের আদেশে তাদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল। শিশু একুশও জন্মের ৩৭ দিন পর পেল একটি অভিভাবক পরিবার।

আদেশে আদালত বলেন, শিশুটিকে পেতে আগামী ৫ই এপ্রিলের মধ্যে শিশুটির নামে ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবীমা করতে হবে এবং তার প্রকৃত পিতা-মাতার সন্ধান পাওয়া গেলে এবং তারা নিতে চাইলে প্রমাণ সাপেক্ষে শিশুটিকে ফেরৎ দিতে হবে। নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আদালত বলেন, ১২ জন আবেদনকারীর মধ্যে সবাই সচ্ছল। কিন্তু ১১ জনই নিঃসন্তান। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে হত্যা মামলার চেয়েও বেশী খাটতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অবস্থা মূল্যায়ন করে শিশুটির সার্বিক কল্যানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেন, 'আমি কোন মহামানব নই। সন্তান আবেদনকারীদের আকুতি মানুষ হিসাবে আমাকে ব্যথিত করেছে। আমি খুব অসহায় বোধ করছি সাধ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য। আমার হেফাযতে যদি একাধিক শিশু থাকত, তাহ'লে নিঃসন্তান দম্পতিদের প্রত্যেককে একটি করে শিশু যিম্মায় দিতাম।

আদালতের আদেশের পরও কান্না থামছিল না শাকীলা আখতারের। তার স্বামীর মুখেও তখন বিশ্বজয়ের আনন্দ। উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে শাকীলার আকুতি- আল্লাহ্‌র প্রতি অশেষ শুকরিয়া। তিনি আমার ভাগ্যে আদালতের মাধ্যমেই সন্তান প্রাপ্তি লিখে রেখেছিলেন। এ আনন্দ মুখে বলে বুঝাতে পারব না।

আদেশ শেষে সেদিন বিকেলে আদালতকক্ষের ভিতরে অঝোরে কাঁদছিলেন আবেদনকারী এক নারী। তিনি বলেন, অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে আবেদন করেছিলাম।

উল্লেখ্য, গত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম মহানগরীর কর্ণেল হাট এলাকার লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন লিপি নামের জনৈকা মহিলা। অজ্ঞাত কারণে শিশুটিকে পার্শ্ববর্তী ডাস্টবিনে ফেলে সরে যায় প্রকৃত মা। মধ্যরাতে কান্না শুনে এগিয়ে আসে এলাকার ক'জন তরুণ। দ্রুত তারা বিষয়টি জানায় আকবর শাহ থানাকে। খবর পেয়ে থানার ওসি আলমগীর মাহমূদ শিশুটিকে উদ্ধার করে আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নিবিড় পরিচর্যায় ডাক্তার, নার্স আর অন্যান্য রোগীদের পরিচর্যা ও ভালোবাসায় অবশেষে সুস্থ হয়ে ওঠে শিশুটি। ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে উদ্ধার হওয়ায় তার নাম রাখা হয় 'একুশ'।

এদিকে ঠিকানাহীন শিশুটিকে দত্তক নিতে দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই যোগাযোগ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে। ফলে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। আদালত আগ্রহী নিঃসন্তান নারীদের আবেদনপত্র দাখিলের নির্দেশ দেন।

ফলে জন্ম হয় মর্মস্পর্শী এ ঘটনার। যার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার অকৃত্রিম বাস্তবতা। অথচ ঘটনার প্রেক্ষাপট ছিল মনুষ্যরূপী একজন দানবী মায়ের কঠোর নির্মমতা।

[আমরা সমাজকে ধর্ম মুখী করার জন্য দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি এবং শিশুটিকে উদ্ধার ও পুনর্বাসন তৎপরতায় যুক্ত সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। সেই সাথে বাচ্চাটির নাম 'একুশ' রাখার প্রতিবাদ করছি। কেননা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' এদেশে একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের নাম। এর সাথে অন্য কারু নাম যোগ করা ঠিক নয় (স.স.)]

Contents

বিদেশ

সাজানো হামলার পরিকল্পনা আঁটতে পারেন ট্রাম্প

-নোয়াম চমস্কি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন বাড়াতে সাজানো সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করে বসতে পারেন। এ হুঁশিয়ারী দিয়েছেন দেশটির প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ব্যর্থতার মুখে পড়তে হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের উপর তাঁর দু'দফা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা আদালত আটকে দিয়েছে। এছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি 'ওবামা কেয়ার' উল্টে দেওয়ার চেষ্টাও ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

সংবাদমাধ্যম অল্টারনেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোয়াম চমস্কি বলেন, ভোটাররা যখন ট্রাম্পকে 'প্রতারক' হিসাবে বিবেচনা করবে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলো 'বালির উপর নির্মিত' বলেই মনে হবে, তখন হয়তো জনপ্রিয়তা বাড়ানোর স্বার্থে ট্রাম্প চরমপন্থা অবলম্বনের দিকে ঝুঁকবেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, সাজানো কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনার বিষয়টি আমাদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না, যে ঘটনা মুহূর্তেই পুরো দেশকে বদলে দেবে।

[এতে একটি সত্য বেরিয়ে আসল যে, দেশে দেশে যেসব জঙ্গী তৎপরতা চলছে, তার কলকাঠি নাড়ছে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিগুলি। আর তাদের টার্গেট হ'ল ইসলাম ও মুসলমান। অতএব দায়িত্বশীল মুসলিম সরকার ও জনগণ সাবধান! (স.স.)]

ইতালীতে এমপি-কন্যার ইসলাম গ্রহণে তোলপাড়

ইতালীর সাবেক পার্লামেন্ট সদস্যের কন্যার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে ইউরোপজুড়ে চলছে ব্যাপক তোলপাড়। গোটা ইউরোপে যখন ইসলাম আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তখন একজন সাবেক এমপি ফ্রাংকো বারবাতোর মেয়ের ইসলাম গ্রহণ গোটা ইউরোপে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ব্যাপক অপপ্রচার সত্ত্বেও ইউরোপে মানুষের ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের অনুশাসন মেনে তিনি এখন পূর্ণাঙ্গ ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী। খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত ম্যানুয়েলা ফ্রাংকো বারবাতো নামের তরুণীর নতুন নাম 'আয়েশা'। তবে খ্রিস্টান উগ্রপন্থীরা কঠোরভাবে সমালোচনা করছে তার। সমালোচনা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না তার পিতাও।

মেয়ের ইসলাম গ্রহণের কারণে খারপ লাগছে কি-না তা জানতে চাওয়া হ'লে পিতার বললেন, 'শুধু খারাপ না, খুবই খারাপ লাগছে। কারণ ইসলাম অত্যন্ত কঠোর একটি মৌলবাদী ধর্ম। সাথে সাথে এটি খুবই চরমপন্থী ও একদম সেকেলে! আমার মেয়ে আমার সাথে থাকাবস্থায় আমি নিজে চোখে তা দেখেছি। প্রতিদিন দেখেছি ছালাতের সময় হ'লে সে সন্তানের কথাও ভুলে যায়! এজন্য আমি তার প্রতি রাগ করতাম। সে যা নিজের জন্য পসন্দ করেছে, আমি তাতে খুবই ব্যথিত'।

অন্যদিকে মেয়ে আয়েশার অনুভূতি, 'ইসলাম গ্রহণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। আমার আত্মার পরিশুদ্ধির পথ পেয়ে আমি গর্বিত। তার হিজাব পরিধান নিয়ে চারপাশে নানা কটূক্তি। কিন্তু আয়েশার বক্তব্য, 'হিজাব আমার জীবনের অংশ, যা আল্লাহ আমার জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন'।

আয়েশা আগে পিতার সাথে থাকলেও, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পর তার স্বামীকে নিয়ে ভারতে চলে গেছেন। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশন করছেন। বিবাহিত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জননী।

উল্লেখ্য, ইতালীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশটির সরকারী সংস্থার হিসাবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যান্য ধর্ম থেকে প্রায় বিশ হাযার মানুষ ইসলাম কবুল করেছে।

[ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম। একে ঠেকানোর ক্ষমতা কারু নেই। ইসলামের অন্তর্নিহিত আবেদনে মানুষ দ্রুত এগিয়ে আসুক- আমরা সেই দো'আ করি। সাথে সাথে মেয়েটি যেন নিরাপদ ও সম্মানিত জীবন যাপন করতে পারে, আল্লাহ্র নিকট সেই প্রার্থনা করি (স.স.)]

৪০ জন মুমূর্ষ শিশুকে দত্তক নিয়ে আলোচনায় মুহাম্মাদ বাজেক

মরণাপন্ন ৪০ জন শিশুকে দত্তক নিয়ে তুমুল আলোচনায় এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক মুসলিম। তার এই দত্তক মিশন এখনো অব্যাহত রয়েছে। কোন শিশু মরণরোগে আক্রান্ত হলে গোটা পরিবারেই বিষাদের ছায়া নামে। অথচ যেচে সে বিষাদকেই কাছে ডেকে নেন তিনি। মহৎ এ ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ বাজেক। শুধু মরণাপন্ন বাচ্চাদেরই দত্তক নেন তিনি। বিশ্বে এমন নযীর আর নেই।

সাতের দশকে লিবিয়া থেকে মার্কিন মুলুকে চলে যান তিনি। তারপর থেকে বিগত কয়েক দশক ধরে এ কাজ করে চলেছেন তিনি। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্ররোচনায় নয়। একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এ কাজ করে চলেছেন তিনি। যে শিশু দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন এবং অসহায়, তাকেই আশ্রয় দেন তিনি। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি শিশুকে দত্তক নিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে ১০টি শিশু অসুখে প্রাণ হারিয়েছে। সে কষ্ট তিনিও পেয়েছেন। কিন্তু এ কাজ থেকে বিরত হননি।

যে সময় মার্কিন মুলুকে মুসলিম বিদ্বেষ চরমে উঠছে, সে সময় এক অনন্য নযীর গড়ে চলেছেন এই ব্যক্তি। তবে এজন্য তিনি কোন হাততালি বা প্রশংসা পেতে চান না। শুধু মানবিক তাকীদেই এ কাজ করে চলেছেন তিনি।

[আমরা চাই তিনি এটা আল্লাহকে খুশী করার জন্য করুন। তাহ'লে ইহকাল ও পরকালে তিনি সফলকাম হবেন ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

অস্ট্রেলীয় পুলিশ মন্ত্রীর সততা

বিশ্বজুড়ে সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের দৌরাত্ম্যের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমী ও সততার নযীর স্থাপন করলেন অস্ট্রেলিয়ার পুলিশমন্ত্রী। গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলে ভুল করেছিলেন মন্ত্রী ট্রয় গ্রান্ট। মন্ত্রীর দাবী, তখন বুঝতে পারেননি তিনি আইন ভাঙছেন। পরে বিষয়টি বোঝার পর নিজেই পুলিশের কাছে ফোন করে জরিমানা দেয়ার প্রস্তাব দেন এবং ২৫০ ডলার জরিমানা পরিশোধও করেন। এ বিষয়ে ট্রয় গ্রান্ট বলেন, এটি সবাইকে আবারো মনে করিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা যে, আইনের উর্ধ্বে কেউ নন, তিনি যদি পুলিশ মন্ত্রীও হয়ে থাকেন। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, আমি যা করছি, তা আইনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এটি মূলতঃ আমার জন্য বড় শিক্ষা এবং আমি আশা করি, এ ঘটনা থেকে লোকজনও শিক্ষা নিতে পারবে।

Contents

মুসলিম জাহান

আরবের অধিকাংশ মানুষ আইএস বিরোধী

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বিকশিত ইসলামী স্টেট বা আইএসের ধারণা এবং তৎপরতা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে আরব এলাকার অধিকাংশ মানুষ। সম্প্রতি প্রকাশিত ব্যাপকভিত্তিক এক জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। কার্যত মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত গজিয়ে ওঠা কথিত জিহাদী সংগঠন 'আইএসে'র প্রতি আরব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কোন সমর্থন নেই এটা তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দোহা-ভিত্তিক গবেষণা ও পলিসি স্টাডিজ সেন্টার এই জরিপ পরিচালনা করে। আরব এলাকার ১২টি দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা জরিপ চালায়। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পরিচালিত জরিপে বিভিন্ন স্তরের ১৮ হাযার ৩১০ জন লোক তাদের মতামত প্রকাশ করে। এর মধ্যে ৮৯ শতাংশ লোক আইএস সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করেছে। জরিপে কেবল ২ শতাংশ লোক আইএস-এর ধারণা এবং তৎপরতার পক্ষে কথা বলেছে। শতকরা ৩ ভাগ লোক জিহাদীদের সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করেছে। এছাড়াও জরিপে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলকে মধ্যেপ্রাচ্যের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসাবে অভিহিত করেছে। সিরিয়া ও লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ করার কারণে জরিপে ৬৬ শতাংশ লোক রাশিয়াকেও তাদের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছে।

১০ ভারতীয়ের প্রাণ রক্ষা করলেন এক পাকিস্তানী

দু'লাখ দিরহাম রক্তমূল্যের বিনিময়ে ছেলের হত্যাকারী ১০ ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই দিলেন পাকিস্তানের নাগরিক মুহাম্মাদ রিয়ায। তার এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালত। ২০১৫ সালে আবুধাবীতে এই ১০ জন ভারতীয়ের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে রিয়াযের ছেলে মুহাম্মাদ ফারহান। এরপর দু'পক্ষের মারামারিতে প্রাণ হারায় ফারহান। সংযুক্ত আমিরাতের আদালতে এই মামলার বিচারে অভিযুক্ত ১০ জনের (মহিলা ও শিশুসহ) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

শারঈ আইনানুযায়ী রক্তমূল্যের বিনিময়ে দোষীদের সাজা মওকূফ করে দেয়া যায়। সেই মতে দোষীদের তরফ থেকে আদালতে দু'লক্ষ দিরহাম জমা দেয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ রিয়ায বলেছেন, 'আমার ছেলের প্রাণ গিয়েছে। তবে আরো ১০ জনের প্রাণ তো বাঁচল'।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দুবাইয়ের আকাশে উড়বে চালকবিহীন যাত্রীবাহী ড্রোন

বিশ্বে এই প্রথম দুবাইয়ের আকাশে উড়তে যাচ্ছে চালকবিহীন যাত্রীবাহী ড্রোন। যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই এর কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করছে দেশটির সরকার। দুবাই রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আরটিএ) এর ডাইরেক্টর জেনারেল মাত্তার আল-তায়ের সম্প্রতি দুবাই ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে এ ঘোষণা দিয়েছেন।

চীনের ই-হ্যাং কোম্পানীর তৈরী এই ড্রোনে যাত্রীরা উঠে বসার পর আসনের সামনে টাচস্ক্রীন পর্দায় ভেসে উঠবে দূরত্ব ও গন্তব্য স্থানের পুরো ম্যাপ। তখন গন্তব্য স্থানের দিক নির্দেশনা দিলে আপনা থেকেই উড্ডয়ন করবে এবং ৩০ মিনিটের দূরত্বের পথ ঘন্টায় ১৬০ অথবা ১০০ কিলোমিটার গতিবেগে পৌঁছে দিবে। তবে চালকবিহীন এ ড্রোন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকেও রিমোটের সাহায্যে পরিচালিত হবে বলে জানান রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির প্রধান।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ২০ শতাংশ কমে যাবে

হৃদরোগ ঠেকানোর ঔষধ আবিষ্কার

সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য একটি ঔষধ আবিষ্কারের দাবী করেছেন গবেষকরা। ব্রিটিশ হার্ট ফাউণ্ডেশনের চিকিৎসকদের দাবী, এই ঔষধ ক্ষতিকারক চর্বি কমিয়ে হার্ট অ্যাটাক প্রতিহত করতে সক্ষম। নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এই দাবী করা হয়েছে। ক্ষতিকারক চর্বি হৃদরোগের বড় কারণ। এটা রক্তনালী বন্ধ করে দেয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে কিংবা মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ হয় না। এ জন্য চর্বি নিয়ন্ত্রণে রাখতে 'স্ট্যাটিনস' নামের ওষুধ সেবন করে লাখ লাখ মানুষ। উল্লেখ্য, প্রতিবছর প্রায় দেড় কোটি মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

লণ্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক পিটার সেভার বলেন, এই ওষুধ স্ট্যাটিনসের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। ২৭ হাযার রোগীর শরীরে ইভোলকুম নামের ওই নতুন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। যাতে রোগীদের প্রায় ৬০ শতাংশের রক্তে থাকা ক্ষতিকর কলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। যে রোগীরা ওই ওষুধ দু'বছর গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ৭৫ জনের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো মরণব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সিভার বলেন, এটা হয়তো এখনই স্ট্যাটিনসের বিকল্প হবে না। তবে নিশ্চিতভাবে এটাই ভবিষ্যতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত 'কাযী হজ্জ কাফেলা' এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- **ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।**
- **হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।**
- **মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।**
- **দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।**

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫

বিশেষ আকর্ষণ : পবিত্র মাহে রামাযানের শেষ দশকে ওমরাহ-র জন্য বুকিং চলছে

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ রাজবাড়ী

রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী ২১শে মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাংশা থানাধীন রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ), মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন' -এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন ও অত্র যেলা 'আন্দোলন' -এর প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউর রহমান।

এলাকা সম্মেলন

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৪ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় সোনাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি রবীউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও ইউসুফ জাহান (ঢাকা) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ রুকনুযযামান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ার এলাহী।

প্রশিক্ষণ

বাগমারা, রাজশাহী ৩০শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা থানাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া হাইস্কুলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। প্রশিক্ষণে উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমানগণ মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যোহর ছালাত আদায় করেন এবং উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সুধী সমাবেশ

ডাকবাংলা পাড়া, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ইসমাঈল হোসাইন প্রমুখ।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

বিরল, দিনাজপুর ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার বিরল থানা সদরের বায়তুন নূর জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিরল উপযেলার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য খালিদ মাহমূদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিরল উপযেলা নির্বাহী অফিসার এ বি এম রওশন কবীর, অত্র মসজিদের সভাপতি ও বিশিষ্ট শিল্পপতি এম, আব্দুল লতীফ, বিরল থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ ও ৫নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ সবুজার ছিদ্দীক। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাশেদুল আলম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক আলমগীর হোসাইন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন মাষ্টার ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল এবং দিনাজপুর সদর, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, বোচাগঞ্জ প্রভৃতি উপযেলা থেকে কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ সমাবেশে যোগদান করেন। সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রচার বিভাগ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত **'চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব'** শীর্ষক বইটি শ্রোতাদের মধ্যে এক হাযার কপি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদেরকে উপহার হিসাবে তুলে দেন কেন্দ্রীয় মেহমানগণ।

Contents

আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনের দ্বিতীয় তলায় **আল-'আওন** (স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। আল-'আওন-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও আল-'আওন-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। এছাড়া 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, যেলা সভাপতি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল 'আওন-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন প্রচার সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

বর্ষবরণের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের নির্দেশ প্রত্যাহার করুন

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা সহ নববর্ষ পালনের সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মঙ্গল শোভাযাত্রার সাথে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এটা পুরোপুরি একটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। মূলত দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এসব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু গোষ্ঠী কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে পেঁচা, রামের বাহন হিসাবে হনুমান, দুর্গার বাহন হিসাবে সিংহ, দেবতার প্রতীক হিসাবে সূর্য ইত্যাদি নিয়ে শরীরে দেব-দেবী ও জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি এবং কালির লোহিত বরণ জিহ্বা, গণেশের মস্তক ও মনসার উল্কি ইত্যাদি এঁকে এদিন শোভাযাত্রা করে এবং এর মাধ্যমে তারা পূজা-প্রার্থনা করে। অথচ তাদের সংস্কৃতিতে বাংলাদেশী সংস্কৃতি হিসাবে চালিয়ে দিয়ে ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশে এসব স্পষ্ট শিরকী কার্যকলাপ চাপিয়ে দেওয়া চরম অন্যায়।

তিনি বলেন, আমরা সরকারের এই অন্যায় পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছি *(দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ শে এপ্রিল ২০১৭)*।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

তানোর, রাজশাহী ২৯শে মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার তানোর থানাধীন গুবিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তানোর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মোখতার হোসাইন, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ইখলাছুর রহমান, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত ৪ঠা এপ্রিল'১৭ মঙ্গলবার সকাল ১০-টায় 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় শিশু-কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ৩ জন ছাত্র বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হয়েছে। বিজয়ীরা হ'ল-

বিষয়	গ্রুপ-খ	স্থান
রচনা	১. আব্দুল কাদের-১০ম শ্রেণী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)	১ম
	২. আল-ছাবাহ -ঐ (গাইবান্ধা)	৩য়
ইসলামী জ্ঞান	আব্দুর রহীম-১০ম শ্রেণী (সাতক্ষীরা)	৩য়

উক্ত প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের ৮টি যেলার প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কার্যালয় মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, গত ২৯শে মার্চ'১৭ বুধবার অনুষ্ঠিত যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় 'খ' গ্রুপে রচনা বিষয়ে মারকাযের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল কাদের (১ম স্থান) এবং আল-ছাবাহ (৩য় স্থান) অধিকার করেছিল। হামদ ও না'ত বিষয়ে একই গ্রুপে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব (৩য় স্থান) এবং ইসলামী জ্ঞান বিষয়ে আব্দুর রহীম (৩য় স্থান) অধিকার করেছিল।

ফ্রুটিকা ইসলামিক জিনিয়াস প্রতিযোগিতায় ইয়েস কার্ড পেল মারকাযের জাওয়াদ হাসান

ফ্রুটিকা ইসলামিক জিনিয়াস প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ৭ম শ্রেণীর ছাত্র জাওয়াদ হাসান খান (কুমিল্লা) রাজশাহী বিভাগের সেরা ৩ জনের একজন নির্বাচিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'ইয়েস কার্ড' পেয়েছে। গত ২রা এপ্রিল তারিখে রাজশাহী মহানগরীর জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় ক্বিরাআত, আযান, হামদ-না'ত ও ইসলামী জ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। পরপর তিন রাউণ্ডে বাছাইপর্ব সম্পন্ন হয়। ১ম রাউণ্ডে মোট ৭ শতাধিক প্রতিযোগীর মধ্যে ৩৫ জন, ২য় রাউণ্ডে ১৮ জন এবং ৩য় রাউণ্ডে ৩ জনকে বাছাই করা হয়। অতঃপর ৩ জনকে রাজশাহী বিভাগের সেরা প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়। মারকাযের ছাত্র জাওয়াদ হাসান খান ২য় স্থান অধিকার করে।

বাংলাবিদ প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের সেরা দশে মারকাযের আলাউদ্দীন

নতুন প্রজন্মের কাছে শুদ্ধ বাংলা বানান ও ব্যবহার ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'ইস্পাহানী মির্জাপুর বাংলাবিদ প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এ রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা দশে স্থান করে নিয়েছে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ৯ম শ্রেণীর ছাত্র আলাউদ্দীন

(রাজশাহী)। গত ২৫শে মার্চ'১৭ রাজশাহীর শহীদ মামুন মাহমূদ পুলিশ লাইন স্কুল মাঠে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্কুল ও মাদরাসার ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীর প্রায় ১২শত শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রথমতঃ ৩০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) প্রশ্নের মাধ্যমে ১০০ জন প্রতিযোগীকে বাছাই করা হয়। এরপর সংক্ষিপ্ত ও বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় সেরা ৫০ জন প্রতিযোগী। পরবর্তীতে উচ্চারণ, বানান ও ব্যাকরণগত প্রশ্নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় ২০ জন এবং সর্বশেষ ১০ জনকে রাজশাহী বিভাগের সেরা প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদেরকে 'বাংলাবিদ কার্ড' প্রদান করা হয়। দেশের সকল বিভাগের প্রতিযোগিতা শেষে ১৫-২৫শে মে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে বাংলাবিদ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১০ ২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

সমূহের বদৌলতে হিন্দুদের বহুবিধ পূজা এখন এদেশে বাঙালী সংস্কৃতি বলে চালানো হচ্ছে। 'বর্ষবরণ' অনুষ্ঠান সেসবেরই অন্যতম। এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ক্যান্টিনে তেহারীতে গরুর গোশত থাকায় সেখানে ভাংচুর করা হয়েছে এবং এও জানানো হয়েছে যে, চারুকলা ক্যান্টিনে কখনোই গরুর গোশত রাখা হয় না। তাহ'লে আর বাকী রইল কি? বরং বলা চলে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'চারুকলা বিভাগ' খোলাই হয়েছে মূর্তি সংস্কৃতি চালু করার জন্য। অথচ সেখানে 'ইসলামী গবেষণা ফ্যাকাল্টি' নেই।

হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেব-দেবীদের বিভিন্ন বাহনের মূর্তি সমূহ নিয়ে এই শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। যেমন গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন বা মঙ্গলের প্রতীক হ'ল পেঁচা, বিষ্ণুর বাহন ঈগল, দুর্গার বাহন সিংহ-বাঘ, মৃত্যু দেবীর বাহন মহিষ, শিবের বাহন ক্ষ্যাপা ষাঁড় ইত্যাদি সবই হিন্দুদের বিভিন্ন বিশ্বাসেরই উপাত্ত। হিন্দুধর্মের প্রধান সৌর দেবতা হ'ল সূর্য। তাদের ওঁ শব্দ বা উলুধ্বনি তাদের মতে মহাচৈতন্য শক্তির জাগরণ ধ্বনি। যা বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজে উচ্চারণ করা হয়। অতএব কাবা শরীফে উলুধ্বনি দেয়ার প্রশ্নই আসে না। ওটাতো 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা' বলে তাওয়াফ করার স্থান। এছাড়া মুসলমান সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহকে ডাকে। শোভাযাত্রায় বহনকৃত সকল মুখোশ ও মূর্তিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতীক। পক্ষান্তরে ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। এছাড়া প্রাচীনকালের ন্যায় শয়তানের উপাসনা কল্পনা করে রাক্ষস-খোক্কসের মুখোশ পরিধান করে সেগুলিকে খুশী করা হয়, যাতে শয়তান কোনো অমঙ্গল না ঘটায়। এই শোভাযাত্রায় এভাবে নতুন বছরে মঙ্গল কামনা করা হয়। সুতরাং এই পৌত্তলিক শোভাযাত্রা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার বিরোধী। কেননা মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই মঙ্গল কামনা করেন ও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন। এর বিপরীত হ'ল শিরক। যার পাপ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না।

বৈশাখ নামটি এসেছে 'বিশাখা' নক্ষত্রের নাম থেকে। এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রটি সূর্য্যের কাছাকাছি হয়। নববর্ষের দিন রবীন্দ্রনাথ যখন 'এসো হে বৈশাখ' বলে ডাকেন, তখন তিনি নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই বৈশাখের কাছে প্রার্থনা করেন। তাঁর বৈশাখী গানে বলা হয়েছে 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। কোন প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে, আগুনে স্নান বা গোসল করলে তথা দাহ করলে কেউ পবিত্র হয়ে যান? হ্যাঁ, হিন্দু ধর্মের ভাই-বোনেরা মনে করেন তাদের মৃতকে আগুনে পুড়িয়ে পবিত্র করা হয়। তারপর তারা স্বর্গবাসী হন। কিন্তু কোন মুসলিমের জন্য এরূপ বিশ্বাসের কোন সুযোগ নেই। কেননা ইসলাম আমাদের 'শুচি' হ'তে শিখিয়েছে ওযূ-গোসলের মাধ্যমে, আগুনে পুড়ে নয়।

আজ মঙ্গল শোভাযাত্রা, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন ও মঙ্গলসঙ্গীত ইত্যাদি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্মাচারকে তথাকথিত হাযার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি ও সার্বজনীনতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ তৌহিদী জনতার ওপর চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপক অপচেষ্টা চলছে। যা ব্রাহ্মণ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অংশ মাত্র। আমরা এগুলি থেকে জাতিকে সাবধান করছি।

বলা হয়ে থাকে, এগুলি নাকি 'হাযার বছরের সার্বজনীন বাঙালী সংস্কৃতি'। হাযার বছর বলতে হাযার হাযার বছর বুঝানো হয়। দুনিয়া এত এগিয়ে গেলেও এত পুরানো জিনিস কেন আমরা আঁকড়ে আছি? যাতে স্রেফ ধারণা-কল্পনা ও অপচয় ছাড়া কিছুই নেই। অথচ ইসলাম মাত্র চৌদ্দশ' বছর আগে এসেছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস, সেটা মানতে আপত্তি কেন? আর 'সার্বজনীন' অর্থ কি? এটা কি তাহ'লে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবারই সংস্কৃতি? অথচ আমরা জানি হিন্দুদের প্রধান চারটি দলের মধ্যে পরস্পরে হিংসার কারণে তাদের পৃথক পৃথক মন্দির রয়েছে। সেখানে অন্যেরা প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যেসব মন্দিরে সব মত ও পথের হিন্দুরা পূজা দিতে পারে, সেগুলিকে বলা হয় 'সার্বজনীন মন্দির'। অতএব 'সার্বজনীন' শব্দটি যেখানে হিন্দুদের কাছেই সার্বজনীন নয়, সেটাকে বাঙালীর হাযার বছরের সংস্কৃতি বলা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে হিন্দুদের মূর্তি ও মুখোশ মিছিল এবং অনুষ্ঠান সমূহকে 'সার্বজনীন' বলে মুসলমানদের মানতে বাধ্য করা কেমন ধরনের প্রগতিশীলতা?

বলা হচ্ছে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। তাহ'লে কি মুসলমানরা গিয়ে হিন্দুদের 'দুর্গা পূজা'র উৎসবে যোগ দিবে? অন্যদিকে হিন্দুরা এসে কি 'ঈদুল আযহা'র গরু কুরবানীর উৎসবে অংশগ্রহণ করবে? হাতির বাইরের দু'টি দাঁত থাকে। আর ভিতরে থাকে আসল দাঁত। যা দিয়ে সে চিবিয়ে খায়। এইসব উৎসববাদীরা আসলেই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী কি-না, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। যারা সংস্কৃতির মুখোশে এদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়। তাই মঙ্গল শোভাযাত্রার অমঙ্গল ঠিকানা থেকে জাতি সাবধান! *(স.স.)*।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : নারীদের টাখনুর উপরে কাপড় পরতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ সুরুজ, সুজানগর, পাবনা।

উত্তর : না। বরং নারীরা টাখনুর নীচে কাপড় পরবে। উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা তাদের কাপড়ের আঁচলের ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বললেন, তারা (মধ্যহাঁটু থেকে) এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। তিনি বললেন, এতে তো তাদের পা প্রকাশ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তবে তারা এক হাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশী করবে না' *(তিরমিযী হা/১৭৩১; প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪৩৩৫; ছহীহাহ হা/৪৬০)*। আল্লাহ বলেন, আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় *(নূর ২৪/৩১)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু হযম বলেন, আয়াতটি প্রমাণ করে যে, নারীদের পা ও পায়ের নলা তাদের গোপনাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রকাশ করা হালাল নয় *(আল-মুহাল্লা, মাসআলা নং ৩৪৯, ২/২৪৭)*। বিদ্বানগণ এবিষয়ে একমত যে, গোড়ালীর নীচে কাপড় ঝুলানো পুরুষদের জন্য হারাম, নারীদের জন্য নয় *(মিরক্বাত হা/৪৩১৪-এর ব্যাখ্যা)*। তবে বাইরে বের হওয়ার সময় নারীদের পায়ে কালো মোযা ব্যবহার করা উত্তম হবে।

প্রশ্ন (২/২৮২) : অমুসলিম দেশে অমুসলিমদের সাথে কোন মুসলিম ব্যক্তি সূদী লেনদেন করতে পারবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এর পক্ষে ছহীহ হাদীছ ও ইমামগণের সম্মতি রয়েছে। একথার সত্যতা আছে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : না। কেননা সূদ সর্বাবস্থায় হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, সূদ যেমন মুসলিম রাষ্ট্রে হারাম তেমনি অমুসলিম রাষ্ট্রেও হারাম। একথাই বলেছেন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহঃ)' *(আল-মুগনী, মাসআলা নং ২৮৪২ 'দারুল হারবে সূদ' অনুচ্ছেদ ৪/৩২)*। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন যে, অমুসলিম দেশ দারুল হারব হওয়ার কারণে তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল। তাই অমুসলিমদের থেকে সূদ গ্রহণে বাধা নেই। তবে তাদেরকে সূদ দেওয়া যাবে না। যার দলীল হিসাবে তারা একটি হাদীছ পেশ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, لَا رِبًا بَيْنَ الْمُسلم وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ 'দারুল হারবে মুসলিম ও হারবীর মধ্যে কোন সূদ নেই' *(ইবনু হাজার, আদ-দিরায়াহ হা/৭৯৮)*। বর্ণনাটি মুনকার ও যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৩৩)*। নববী বলেন, বর্ণনাটি মুরসাল ও যঈফ এবং এতে কোন দলীল নেই *(আল-মাজমূ' ৯/৩৯২)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যা দ্বারা আবু ইউসুফ আবু হানীফার জন্য দলীল গ্রহণ করেছেন তা প্রমাণিত নয়। অতএব তাতে কোন দলীল নেই' *(কিতাবুল উম্ম ৭/৩৭৯)*। অতএব সর্বাবস্থায় সূদ থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : অনেক সময় গণকদের কথা সত্য হয়। এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-খন্দকার নাসীফ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : গণকের নিকট যাওয়া যাওয়া যাবে না। কারণ সে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বলে। গণকদের কিছু কথা কখনো সত্যের সাথে মিলে যেতে পারে। কিন্তু সেটি শয়তানের চুপিসারে শ্রুত কথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ফেরেশতাগণ মেঘমালার উপরে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহ্র) নির্ধারিত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা চুরি করে তা শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শুনেও ফেলে। এরপর তারা তা গণকের কাছে পৌঁছে দেয়। অতঃপর সেই শোনা কথার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে' *(বুখারী হা/৩২১০; মিশকাত হা/৪৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/১৯৫৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোন ফায়ছালা করেন। অতঃপর তা নিয়ে ফেরেশতাগণের আলাপ করেন, তখন শয়তান চুরি করে তার কিছু কিছু শ্রবণ করে এবং প্রথমজন তার নীচের জনকে এবং সে তার নীচের জনকে জানিয়ে দেয়। এমনিভাবে এ খবর দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তারা তাতে শত মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কাছে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে যে, সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি? অতঃপর আসমান থেকে শ্রুত কথাগুলি সত্য হয়ে যায় *(বুখারী হা/৪৮০০; মিশকাত হা/৪৬০০)*।

কিন্তু এগুলোতে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : আমি মামার দোকানে তিন বছর যাবৎ কর্মরত আছি। প্রথমে মামা আমাকে হাত খরচের জন্য ক্যাশ থেকে অল্প কিছু নেওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু এক মাস পর থেকে আমাকে বেতন দেন। আর ক্যাশ থেকে নেওয়ার বিষয়ে কিছু না বলায় আমি তা নিতে থাকি এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ফেলেছি। এখন আমি দারুণভাবে লজ্জিত। আমার জন্য করণীয় কি?

-শামীম আহমাদ, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

উত্তর : অবৈধ পন্থায় নেওয়া টাকা মামাকে ফেরত দিয়ে তওবা করতে হবে। আর টাকা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে মামার নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু তিনি ক্ষমা না করলে গৃহীত টাকা ধীরে ধীরে পরিশোধ করার ব্যাপারে রাযী করাতে হবে। অর্থাৎ যেকোন মূল্যে বিষয়টি সমাধা করার

চেষ্টা করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তার সমাধা করে নেয়। সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : একটি ছেলে বোবা অর্থাৎ কথা বলতে পারেন না। সে কিভাবে ছালাত আদায় করবে?

-হুমায়ূন আহমাদ, বেনাপোল, যশোর।

উত্তর : সে সাধ্যমত তাকবীর ও ক্বিরাআত করে ছালাত আদায় করবে। তার জন্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ বা উঁচুস্বরে পাঠ শর্ত নয়। তবে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। অতএব সে সাধ্যমত ইমামের অনুসরণে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : জনৈক আলেম বলেন, একজন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর পেশাব পান করেছিলেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মুশতাক আহমাদ, আসাম, ভারত।

উত্তর : এ ঘটনা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। উক্ত মর্মে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। একটি উম্মে আয়মন ও আরেকটি উম্মে সালামা বা উম্মে হাবীবার হাবশী দাসী উম্মে ইউসুফ বারাকাহ -এর নামে। যাতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) রাতে একটি কাঠের পাত্রে পেশাব করে রাখলে তারা পানি মনে করে পান করেছিলেন এবং তাদের পেটে পরবর্তীতে কোন অসুখ হয়নি' *(হাকেম হা/৬৯১২; ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৩০, ৪৭৭, ৫২৭)*। কিন্তু দু'টি হাদীছেরই সনদ যঈফ ও মুনকার। শায়খ আলবানী বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর কাঠের একটি পাত্র ছিল যাতে তিনি রাতে পেশাব করতেন' এই অংশটুকু ছহীহ। কিন্তু পেশাব পানের অংশটুকু যঈফ *(যঈফাহ হা/১১৮২; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৩৬২)*। ইমাম নাসাঈ, আবু হাতেম, হাফেয ইবনু হাজার, আমর বিন আলী, যাহাবী ও বায়হাক্বী প্রত্যেকেই বর্ণনা দু'টিকে যঈফ, মুনকার ও মাতরূক সাব্যস্ত করেছেন *(তালখীছুল হাবীর ১/১৭২, হা/২০; মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৮৭; তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৭৪৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : জাহান্নামের বর্ণনা সংক্রান্ত হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারকারী কিছু আয়াত জানতে চাই। যাতে তা অর্থসহ মুখস্থ করে আমি ছালাতে পড়তে পারি।

-মেহেদী হাসান, মুগদা, ঢাকা।

উত্তর : মাক্কী সূরাগুলির প্রায় সবই জাহান্নামের ভীতি সঞ্চারকারী। এজন্য তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা নিয়মিত পাঠ করুন। এছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতগুলি অর্থ সহ পাঠ করুন। যেমন সূরা বাক্বারাহ ২/১৬১-১৬২, ১৬৬-১৬৭, ১৭৪-১৭৫, আলে ইমরান ৩/১০, ১৬২, ১৮৫, ১৯৬-১৯৭, নিসা ৪/১৪, ২৯-৩০, ৫৬, ১৫৬-১৫৮, মায়েদা ৫/৩৬-৩৭, ৫৭-৫৮,৭২-৭৭, আন'আম ৬/২৭-৩১, আ'রাফ ৭/৩৬-৫১ ও ১৭৯, ইউনুস ১০/৪, ৭-৮ ও ২৭, হূদ ১১/১০৫-১০৯, ১১৩, ১১৮-১১৯, রা'দ ১৩/৫, ১৮, ইবরাহীম ১৪/৪৮-৫২, হিজর ১৫/৪৩-৪৪, নাহল ১৬/২৮-২৯, মারিয়াম ১৯/৬৯-৭২, আম্বিয়া ২১/৯৭-১০০, হজ্জ ২২/৯-১০, ১৯-২২, শু'আরা ২৬/৯১-১০৩, নামল ২৭/৯০, ফাত্বির ৩৫/৩৬-৩৭, ইয়াসীন ৩৬/৫৯-৬৭, ছাফফাত ৩৭/৬২-৭০, ছোয়াদ ৩৮/৫৫-৬৪, যুমার ৩৯/৭১-৭২, যুখরুফ ৪৩/৭৪-৭৭, দুখান ৪৪/৪০-৫০, ফুছছিলাত ৪১/২৪-৩০, ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৪১-৫৬, মুলক ৬৭/৬-১১, হাক্কাহ ৬৯/২৫-৩৮, মুদ্দাছছির ৭৪/২৬-৫৬ ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : কিছু কিছু কাজ আছে, যা করলে নাকি আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে। এটি কিভাবে সম্ভব এবং কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

-টিপু সুলতান, সফীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : কেবল সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশে কম্পন সৃষ্টি হয় বলে ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠেছিল *(বুখারী হা/৩৮০৩; মুসলিম হা/২৪৬৪; মিশকাত হা/৬১৯৭)*। তিনি আরো বলেন, সা'দ বিন মু'আযের জানাযায় ৭০ হাযার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেন *(মুসনাদে বাযযার, ছহীহাহ হা/৩৩৪৫)* এবং ফেরেশতাগণ তাঁর লাশ বহন করেন *(তিরমিযী হা/৩৮৪৯; মিশকাত হা/৬২২৮; ছহীহাহ হা/৩৩৪৭)*।

এক্ষণে আরশের কম্পন সম্পর্কে বলা যায়- প্রথমতঃ এটা গায়েবের বিষয়। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় যুক্তি না খুঁজে এবং কোন প্রকার তাবীলের আশ্রয় না নিয়ে এর প্রতি বিশ্বাস আনাই মুমিনের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন স্বয়ং আরশের স্রষ্টা। তিনিই তাঁর পরিচালক। তিনি যদি চান আরশে কম্পন সৃষ্টি করতে বা সা'দের ভালোবাসায় তার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করতে, সেটা তাঁর ইচ্ছা মাত্র। যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালোবাসায় ওহোদ পাহাড়ে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৯৭)*।

উল্লেখ্য, ইয়াতীম ক্রন্দন করলে *(যঈফাহ হা/৫৮৫২)*, ফাসেকের প্রশংসা করা হ'লে *(বায়হাক্বী-শো'আব হা/৪৮৮৬; মিশকাত হা/৪৮৫৯)*, স্ত্রী তালাক দিলে *(যঈফাহ হা/১৪৭)* আল্লাহ্‌র আরশ প্রকম্পিত হয় মর্মে বর্ণনাগুলির সবই জাল ও যঈফ। এছাড়া কারো প্রতি যুলুম করা হ'লে, পিতা-মাতার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে আল্লাহর আরশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় মর্মে বর্ণিত কথাগুলি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : রেহাল না থাকায় মসজিদের মেঝেতে কুরআন রেখে তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-রোকনুযযামান, আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : না। বরং কুরআনকে সসম্মানে উঁচু স্থানে রেখে তেলাওয়াত করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একবার ইহূদীদের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যেনার ফয়ছালা গ্রহণের জন্য আসলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তওরাতের একটি কপি আনতে বলেন। এসময় তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বসার জন্য একটি বালিশ এনে রেখেছিল। ইতিমধ্যে তওরাত আনা হ'লে তিনি বালিশটি টেনে নিয়ে তার উপর তওরাত রাখলেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯; ইরওয়া ৫/৯৪, সনদ হাসান)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ করা যায়, যদি স্থানটি পবিত্র

হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি বিছানার উপর কুরআন রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাতে সম্মতি দেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৩১)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : আয়াতুল কুরসী ৩১৩ বার পাঠ করলে শত্রু পরাজিত হয়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-ইহসান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কথাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। পথভ্রষ্ট ছূফী মতবাদের লোকেরা এসব বলে থাকে। তারা বদরী ছাহাবী ৩১৩ জন, রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন ও বাদশাহ তালূতের পক্ষে ৩১৩ জন্য লড়াই করেছিল ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে ৩১৩ বার আয়াতুল কুরসীর ফযীলত বর্ণনা করে থাকে। কুরআন ও হাদীছে যার কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : ফরয গোসল না করে সাহারী খাওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

-শামীম ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কোন বাধা নেই। নাপাক অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে শুধু সাহারী খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে *(হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃঃ)*। তবে সাহারী খাওয়ার সুযোগ নেই এমন সময় ঘুম ভাঙলে গোসল করে ছালাত (ফজর) আদায় করে মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে। কোন কিছু খাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ফজর করতেন এবং ছিয়াম রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : আমি সিঙ্গাপুর জাতীয় মসজিদে মিম্বারের ৭টি স্তর এবং মালয়েশিয়া জাতীয় মসজিদে ১২টি স্তর দেখেছি। মূলত মিম্বরে কয়টি স্তর থাকা সুন্নাত?

-আব্দুল লতীফ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট এবং এটিই সুন্নাত *(আহমাদ হা/২২৯২২; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; মুসলিম হা/৫৪৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বার ছিল খাটো এবং তিন স্তর বিশিষ্ট *(আহমাদ হা/২৪১৯; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৫৫; সনদ ছহীহ)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, সে সময় তিনস্তর বিশিষ্ট মিম্বারেরই প্রচলন ছিল। অতঃপর উমাইয়া শাসক মারওয়ানের খেলাফত কালে তা ছয় স্তরে উন্নীত করা হয় *(ফাৎহুলবারী ২/৩৯৯)*। অতএব তিনের অধিক স্তর সমূহ পরবর্তীকালের সৃষ্টি।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : আমি লিবিয়া প্রবাসী। লিবিয়ার পরিস্থিতি অবনতির কারণে অধিকাংশ প্রবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে ইতালী পাড়ি দিচ্ছে। এতে বহু মানুষ ট্রলারডুবিতে মারা যাচ্ছে। এক্ষণে এভাবে কেউ মারা গেলে তা আত্মহত্যার শামিল হবে কি?

-আমানুল্লাহ, ত্রিপোলী, লিবিয়া।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় দেশে ফিরে আসার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। তবে কোন উপায় না থাকলে জীবন রক্ষার্থে অন্য দেশে অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল হবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ সে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেনি। বরং বাঁচার জন্য যাত্রা করেছিল।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : একই ওযূর পানি দিয়ে একাধিক ব্যক্তি ওযূ করতে পারবে কি?

-ডা. সালমান খন্দকার, জুড়ী, মৌলভীবাজার।

উত্তর : একই পানি দিয়ে একাধিক ব্যক্তি ওযূ করতে পারে। কারণ পানি পবিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। তাকে কোন বস্তু অপবিত্র করতে পারে না' *(আবুদাঊদ হা/৬৭; মিশকাত হা/৪৭৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না তা নাপাকী বহন করে *(আবুদাঊদ হা/৬৩; মিশকাত হা/৪৭৭)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পানি কম হৌক বেশী হৌক, সেখানে নাপাকী পড়ায় যদি তার স্বাদ, রং বা গন্ধে কোন পরিবর্তন আসে, তাহ'লে সেটা অপবিত্র হবে *(মির'আত হা/৪৮১, ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : আমি শহুরে পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার স্বামী আমাকে শহরে রাখতে চায়। কিন্তু শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আমাকে গ্রামে রাখার পক্ষে। স্বামী তার পিতা-মাতার নির্দেশ অমান্য করে আমাকে শহরে রেখেছে। এক্ষণে আমার স্বামী বা আমি কি গোনাহগার হব?

-খুরশিদা আখতার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর জন্য যরূরী হ'ল স্বামীর আনুগত্য করা। স্বামী স্ত্রীকে যেখানে রাখবে সে সেখানেই অবস্থান করবে। স্বামী মাতা-পিতার খিদমত কীভাবে করবে সেটি স্বামীর দায়িত্ব। এক্ষেত্রে স্বামীর সুযোগ থাকলে এবং স্ত্রীর যথাযথ হক আদায় করতে পারলে স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে রাখতে পারে। কারণ জনৈক ছাহাবী মাতা-পিতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে স্ত্রী ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার' *(তিরমিযী হা/১৯০০; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪)*। তবে পিতা-মাতার এরূপ নির্দেশনায় যদি কোন শরী'আত বিরোধী ইচ্ছা যুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক থাকাই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : নারীরা সন্তান জন্মদানের কতদিন পর ছালাত শুরু করবে। কাযা ছাওম ও ছালাতগুলি কি পুনরায় আদায় করতে হবে?

-ইনসান আলী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : নিফাসের নিম্ন সময়ের কোন মেয়াদ নেই। যখনই পবিত্র হবে, তখনই ছালাত ও ছিয়াম শুরু করবে *(তিরমিযী হা/১৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৪৫৮)*। তবে এর ঊর্ধ্ব সময়সীমা হ'ল ৪০ দিন। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন' *(আবুদাঊদ হা/৩১১; তিরমিযী হা/১৩৯; ইরওয়া হা/২০১, সনদ ছহীহ)*। অতএব ৪০ দিন পরও যদি কারো স্রাব বন্ধ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা, যা এক প্রকার প্রদর রোগ। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযূ করবে' *(বুখারী হা/২২৮; মুসলিম হা/৩৩৩; মিশকাত হা/৫৫৭)*। নিফাস চলাকালীন সময়ের ছুটে যাওয়া

ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হ'লেও ছালাতের কোন কাযা আদায় করতে হবে না। নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ নিফাসের সময় চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতেন। নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে নিফাসকালীন ছালাত কাযা করার নির্দেশ দিতেন না' *(আবুদাঊদ হা/৩১২; ইরওয়া হা/২০১, সনদ হাসান)*। তবে ছিয়ামের কাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : নবাগত শিশু যেন সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করে সেজন্য পশু যবেহ করে খাওয়ানোর মানত করার কোন বিধান আছে কি? আর ওযূর পর কাপড় হাঁটুর উপর উঠে গেলে ওযূ বিনষ্ট হয় কি?

-ইহসানুল ইসলাম, খানপুকুর, পঞ্চগড়।

উত্তর : এভাবে মানত করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। এর জন্য আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে দো'আ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানতে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এতে কৃপণদের নিকট থেকে কিছু মাল বেরিয়ে আসে মাত্র' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৪২৬)*। তবে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৩৩)*। ওযূর পর কাপড় হাঁটুর উপর উঠে গেলে ওযূ বিনষ্ট হয় না। কারণ এটি ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ নয়।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : কনে দ্বীনদার, কিন্তু তার পরিবার মাযহাবী এবং দ্বীনের প্রতি গাফেল। এরূপ নারী বিবাহ করা যাবে কি?

-তাওহীদুর রহমান,
সাহেববাজার, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বিয়েতে কনের দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০)*। তবে বংশীয়ভাবে ধার্মিক পরিবার হ'লে সেটাই সর্বোত্তম। এছাড়া শিরক-বিদ'আতে অভ্যস্ত পরিবার হ'তে দূরে থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : কোন ছেলে যদি কোন অসহায় মেয়েকে 'ধর্ম বোন' বানায় এবং নিজের বোনের মত তাকে দেখাশোনা করে, তবে সেটি জায়েয হবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : ইসলামে ধর্ম ভাই-বোন বা ধর্ম বাপ-মা বলে কিছু নেই। জাহেলী যুগে এরূপ রেওয়াজ ছিল। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর পালক পুত্র যায়েদকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে বলা হ'ত যায়েদ বিন মুহাম্মাদ। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। ....তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহ্র কাছে এটাই সর্বাধিক ইনছাফপূর্ণ' *(আহযাব ৩৩/৪-৫)*। আর 'ধর্ম বোন' বানানোর তো প্রশ্নই আসে না। কারণ গায়ের মাহরামের সাথে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা হারাম *(আহযাব ৩৩/৩২)*। এরূপ অবস্থায় তাকে তার মাহরামের মাধ্যমে দেখাশুনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : আমি অতিসম্প্রতি রেলওয়ের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করব। অবসরকালীন অর্থ আমি না তুললে প্রতি মাসে পেনশন হিসাবে পাব। আর তুলে ডাকবিভাগে জমা রাখলে লভ্যাংশ পাব। কোনটি আমার জন্য সূদমুক্ত হবে?

-মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, রেলওয়ে কারখানা, সৈয়দপুর।

উত্তর : পেনশন গ্রহণ করাই উচিত হবে। কারণ পেনশন চাকুরীর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অবসরকালীন ভাতা। যা সূদ নয়। কিন্তু তা উত্তোলন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের শর্তে কোন সূদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রেখে অর্থ গ্রহণ করা স্পষ্ট সূদ।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : পশু বা প্রাণী গুলি করে মারলে অধিকাংশ সময় যবেহ করার আগেই মারা যায়। এরূপ পশু-পাখি খাওয়া যাবে কি?

-ফেরদৌস শিকদার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : 'বিসমিল্লাহ' বলে গুলি ছুঁড়লে এবং তাতে রক্ত প্রবাহিত হ'লে প্রাণীটি যবেহ করার পূর্বে মারা গেলেও খাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে পশু (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তা) থেকে রক্ত বের হয় এবং যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, তা তোমরা খেতে পার' *(বুখারী হা/২৫০৭; মিশকাত হা/৪০৭১)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে বা রাখে না এরূপ ব্যক্তিতে খরচ দিয়ে হজ্জ করানোর কোন ফযীলত আছে কি? এছাড়া অনেক কোম্পানী তার ডিলারদের মধ্যে নির্বাচিতদের পুরস্কারস্বরূপ যদি হজ্জে পাঠায়, তাহ'লে মালিক কি এর জন্য কোন ছওয়াব পাবে?

-শহীদুযযামান
রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : কোনরূপ দুনিয়াবী স্বার্থ ছাড়াই বিশুদ্ধ নিয়তে পাঠালে ছওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিহাদে গমনকারীকে প্রস্তুত করে দিল তথা খরচ বহন করল অথবা কোন হজ্জপালনকারীর খরচ বহন করল, অথবা জিহাদে বা হজ্জে গমনকারীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করল অথবা কোন ছায়েমকে ইফতার করালো, তার জন্য তা (জিহাদ, হজ্জ বা ছিয়াম) পালনকারীর অনুরূপ নেকী রয়েছে। যা থেকে সামান্য পরিমাণ নেকীও কমতি করা হবে না *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৮)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : জনৈক আলেম বলেন, রামাযানের শেষ জুম'আয় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে তা সারাজীবনের তরককৃত ফরয ছালাতের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-নাছীর, বরিশাল।

উত্তর : একথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমর্মে একটি জাল বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটি কোন জাল হাদীছের কিতাবে নেই। ইমাম শাওকানী বলেন, প্রশ্নাতীতভাবে এটি জাল। জাল বর্ণনার কিতাবগুলোতেও আমি এটি পাইনি। কিন্তু বর্তমান যুগে এটি ছান'আ শহরের ফক্বীহদের নিকট প্রসিদ্ধ *(আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ হা/১১৪, ১/৫৪)*। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী মোল্লা আলী ক্বারীর বরাতে বলেন, বর্ণনাটি অকাট্যভাবে বাতিল *(আল-আছারুল মারফূ'আহ ১/৮৫)*। উছায়মীন বলেন, এই ছালাত বিদ'আত। ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২২৭-২২৮)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফৎওয়া বোর্ডও এই মর্মে ফৎওয়া প্রদান করেছে *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ১/১৬৭-১৬৮)*। অতএব শরী'আতে ইবাদতের নামে এরূপ ছালাতের প্রচলন করা ও তা আদায় করা হারাম।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : শুনেছি ঈমানদার গরীবেরা ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আবার রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অন্তরের ধনী প্রকৃত ধনী। এক্ষণে কারা গরীব বলে গণ্য হবে।

-মুমিনুল হাসান, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হাদীছ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দরিদ্র মুসলমানগণ জান্নাতে যাবে সম্পদশালীদের চেয়ে অর্ধদিন পূর্বে। এই অর্ধদিন হ'ল পাঁচ শত বছরের সমান' *(তিরমিযী হা/২৩৫৪; মুসলিম হা/২৭৩৬)*। ঈমানদারীর দিক থেকে সমান হ'লে দরিদ্রদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে, তাদের হিসাব-নিকাশ অল্প হওয়ার কারণে। অন্যদিকে হিসাব বেশী হওয়ায় ধনীদের দেরী হবে। তবে ধনীর পুণ্য যদি দরিদ্রের চেয়ে বেশী হয়, সেক্ষেত্রে প্রবেশে দেরী হ'লেও ধনী জান্নাতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হবেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২১)*। উছায়মীন বলেন, যেহেতু ধনী ব্যক্তি দুনিয়াতে যেখানে আল্লাহ্র নে'মতরাজি ভোগ করতে পারে দরিদ্র ব্যক্তি তা পারে না। সেকারণ দরিদ্রদের জন্য এই পুরস্কার *(লিকাউল বাবিল মাফতূহ, অডিও ক্লিপ নং- ২৮)*।

অপরদিকে দ্বিতীয় হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ধনের আধিক্য হ'লে ধনী হয় না, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী' *(বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০)*। এর দ্বারা প্রাপ্ত সম্পদে পরিতুষ্ট হৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মানুষের অভাব অসীম। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৩)*। এর মধ্যে একদল মানুষ রয়েছে, যারা প্রাপ্ত সম্পদে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রূযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে সে পরিতুষ্ট হয়েছে *(মুসলিম হা/১০৫৪, মিশকাত হা/৫১৬৫)*।

অতএব মূল বিষয় হ'ল তাক্বওয়া। তাক্বওয়াশীলদের জন্য সম্পদ কম হওয়া বা বেশী হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবীগণ বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে বের হয়ে এলেন, তাঁর দেহে ছিল গোসলের আলামত এবং তিনি ছিলেন প্রফুল্লচিত্ত। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে প্রসন্ন হৃদয় দেখছি। তিনি বলেন, হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর লোকেরা প্রাচুর্যের প্রসঙ্গে ঢুকে গেল। এসময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্য ক্ষতিকর নয়। তবে আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্যের চেয়ে সুস্বাস্থ্য অধিক উপকারী। মানসিক প্রফুল্লতা অন্যতম নে'মত *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪১; মিশকাত হা/৫২৯০; ছহীহাহ হা/১৭৪)*।

সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংহত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দু'চোখের সামনে অভাব-অনটন লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশী পাবে না' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫; মিশকাত হা/৫৩২০; ছহীহাহ হা/৯৪৯)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : ফজরের ফরয ছালাতের পর যিকির-আযকারের নেকী পেতে চাই। কিন্তু শহরের মসজিদগুলি ফজরের ছালাতের পরপরই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এক্ষণে উক্ত ইবাদত করার উপায় কি? এছাড়া সুন্নাত ছালাতের ৩য় বা ৪র্থ রাক'আতে সূরা মিলাতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ যামান, দিনাজপুর।

উত্তর : মসজিদ যতক্ষণ খোলা থাকে ততক্ষণ মসজিদে বসে যিকর-আযকার করবে। নইলে বাড়িতে এসে দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে মুছাল্লায় বসে যিকির-আযকার করবে। আর নফল ইবাদত বাড়ীতে করাই সুন্নাত *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৮)*।

চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবেন *(বুখারী হা/৭৭২; মুসলিম হা/৩৯৬)*। কিন্তু শেষ দুই রাক'আতে মিলাবেন না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : আমার বিবাহে পিতা-মাতা রাযী থাকলেও সাক্ষী ছিলেন আপন দুই মামা। আর পিতৃহীন কনের মা ও ভাইয়েরা প্রথমে রাযী হয়ে বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক করলেও পরবর্তীতে আমার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পিছিয়ে যায়। অতঃপর তাদের অমতেই আমাদের বিবাহ হয় এবং সেসময় কেবল মেয়ের আপন মামা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের দেড় বছর পার হ'লেও মেয়ে পক্ষ এই দাবীতে অনড় যে, আমার ভালো চাকুরী না হ'লে তারা মেনে নেবে না। এক্ষণে আমাদের বিবাহ কি সঠিক হয়েছে?

-মা'ছূম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : কনে পক্ষের অভিভাবক প্রথমে রাযী থাকলেও পরে স্রেফ 'আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে' রাযী না হওয়াটা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ছেলে ও মেয়ে উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সংসার করছে বিধায় বিবাহ বাতিলের প্রশ্নই ওঠে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার দ্বীনদারী এবং সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, ঐ ছেলের সাথে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে পৃথিবীতে ফিৎনা ও বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০; ছহীহাহ হা/১০২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যদি তুমি দ্বীনকে অগ্রাধিকার না দাও, তাহ'লে তুমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৮২)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : রজব মাসে এবং মধ্য শা'বানের রাতে ছালাতুর রাগায়েব আদায় এবং ঐদিন ছিয়াম পালনের ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আরমান হোসাইন, চাটখিল, নোয়াখালী।

উত্তর : ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ছালাতুর রাগায়েব নামে ১২ রাক'আত ছালাত যা রজব মাসের প্রথম জুম'আর দিন মাগরিব থেকে এশার মধ্যে পড়া হয় এবং মধ্য শা'বানের

রাতে যে ১০০ রাক'আত ছালাত পড়া হয়, তা নিকৃষ্ট বিদ'আত। এ বিষয়ে 'কুতুল কুলূব' ও 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' নামে দু'টি বইয়ে বর্ণনা থাকায় কেউ যেন প্রতারিত না হয় *(আল-মাজমূ' ৪/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, এই ছালাতের আবিষ্কারককে আল্লাহ ধ্বংস করুন। এটি অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ ঘৃণিত বিদ'আত *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/২০)*। মধ্য শা'বানের দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত বিষয়ে যে হাদীছ এসেছে, তা যঈফ ও মওযূ' *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৩০৮)*।

ছালাতুর রাগায়েব-এর এই বিদ'আত সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে চালু হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ 'ছালাতুর রাগায়েব' তথা রজবের প্রথম জুম'আ ও মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ও অন্যান্য সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এইসব ছালাত চালু করে। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং তাদের উপর নেতৃত্ব করার ও পেট পুর্তি করার একটা ফাঁদ পেতেছিল মাত্র।... এ বিষয়ে মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, জেনে রাখ যে, ইমাম সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.)-এর اللآلي الْمَصْنُوعَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে যে, দায়লামী ও অন্যান্যদের আনীত হাদীছ সমূহ যেখানে মধ্য শা'বানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ সহ ১০০ রাক'আত ছালাতের যে অগণিত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মওযূ'। তাছাড়া আলী বিন ইবরাহীম কোন এক পুস্তিকায় বলেছেন, মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ছালাতে আল্ফিইয়াহ (الصَّلاَةُ الْأَلْفِيَةُ) নামে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ সহ ১০০ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে যা আদায় করা হয় এবং যাকে লোকেরা জুম'আ ও ঈদায়নের চাইতে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করে থাকে, সে বিষয়ে যঈফ বা মওযূ' ব্যতীত কোন হাদীছ বা আছার বর্ণিত হয়নি। এব্যাপারে আবু তালেব মাক্কীর (মৃ. ৩৮৬ হি.) 'কূতুল কুলূব' (قُوْتُ الْقُلُوب) ও ইমাম গাযালীর (৪৫০-৫০৫ হি.) 'এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّين) কিতাবে তার উল্লেখ দেখে এবং এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়েন। এই ছালাতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিরাট ফিৎনায় পড়ে যায়। এমনকি এই ছালাতের কারণে লোকেরা আলোকসজ্জা করে এবং নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হয়। যার কারণে পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ, হা/১৩০৮-এর আলোচনা; দ্রঃ 'শবেবরাত' বই ১৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : মৃত্যুর পর আত্মার কল্যাণ হবে এই বিশ্বাসে জীবিতাবস্থায় সমাজে 'খানা'র আয়োজন করা যাবে কি?

-আতাউর রহমান, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : এদেশে 'খানা'র আয়োজন করা হয় মৃতের কল্যাণের জন্য। যা একটি বিদ'আতী প্রথা। এক্ষণে জীবিত অবস্থায় উক্ত খানার আয়োজন করা একটি বিদ'আতের সঙ্গে আরেকটি বিদ'আতের সংযুক্তি মাত্র। যা আদৌ শরী'আত সম্মত নয়। বরং আখেরাতে কল্যাণের লক্ষ্যে মুমিনদের খাওয়ানো সহ যেকোন নেকীর কাজ স্বীয় জীবদ্দশায় করবে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' *(তূর ৫২/২১; মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার থেকে সকল কর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ব্যতীত... *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে দুর্নীতির অভিযোগে প্রাদেশিক গভর্ণর আবু হুরায়রা পদচ্যুত হয়েছিলেন। এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল বাসেত, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : দুর্নীতির অভিযোগে নয়, বরং অন্য অভিযোগের কারণে ওমর (রাঃ) প্রশাসনিক শৃংখলা রক্ষা ও জনগণকে শান্ত করার জন্য তদন্তের পূর্বেই আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বাহরাইনের গভর্ণরের দায়িত্ব হ'তে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছিলেন। যেমন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে কূফার গভর্ণরের দায়িত্ব থেকে অনুরূপ অব্যাহতি দিয়েছিলেন *(ফাৎহুল বারী ২/২৩৮, হা/৭৫৫-এর ব্যাখ্যা)*। পরে তদন্তে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। এজন্য ওমর (রাঃ) পরে সে দায়িত্ব আবারো আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবু হুরায়রা তা গ্রহণ করেননি। ইবনু সীরীন বলেন, ওমর (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বাহরাইনের গভর্ণর নিযুক্ত করার পর তিনি ১০ হাযার স্বর্ণ মুদ্রা উপার্জন করেন। কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওমর (রাঃ) তাকে বলেন, তুমি এত সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করলে? তিনি বললেন, এসব এসেছে আমার ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ ও আমার কাজের সীমিত প্রতিদান গ্রহণের মাধ্যমে। পরে তদন্তে সেটি সঠিক প্রমাণিত হয়। তখন ওমর (রাঃ) পুনরায় তাকে গভর্ণরের দায়িত্ব প্রদানের জন্য ডেকে পাঠালে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। জবাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি কে? তিনি বললেন, ইউসুফ (আঃ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) উত্তরে বললেন, ইউসুফ (আঃ) নিজে আল্লাহ্র নবী এবং নবীর পুত্র ছিলেন। আর আমি উমায়মার পুত্র আবু হুরায়রা *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৬৫৯; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ২/৬১২, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত-আরনাঊত্ব; আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১০৬৭৪, ৭/৪৪২)*।

অত্র বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, খিয়ানতের কারণে তাকে অপসারণ করা হয়নি। কারণ ওমর (রাঃ) তাকে আবারো দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বহু সনদ বিহীন বর্ণনা রয়েছে। সেগুলো দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে সাবধান থাকতে হবে *(আব্দুল মুন'ইম ছালেহ, দিফা' 'আন আবী হুরায়রা পৃঃ ১৩৯-১৪২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : উভয় তাশাহহুদের সময় বসার নিয়ম বিস্তারিত জানতে চাই।

রাবেয়া বেগম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : ১ম বৈঠকে বাম পা পেতে তার উপরে বসবে ও শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে

দিয়ে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এই সময় ডান পায়ের আঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ ক্বিবলা মুখী থাকবে *(বুখারী হা/৮২৮, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯২, ৮০১; নায়লুল আওত্বার ৩/১৪৩-৪৫)*। জোড়-বেজোড় যেকোন ছালাতে সালামের বৈঠকে নারী-পুরুষ সকলে এভাবেই বাম নিতম্বের উপর বসবেন। একে *'তাওয়ার্রুক'* বলা হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৮)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : ঈমানের কম-বেশী হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ আক্বীদা কি? এ ব্যাপারে বাতিল আক্বীদা পোষণ করলে গুনাহ হবে কি?

-মি'রাজুল হক, মতলব, চাঁদপুর।

উত্তর : বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, সৎকর্মে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও পাপ কর্মে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*। একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে, আলে ইমরান ১৭৩, তওবা ১২৪ প্রভৃতি আয়াতে।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াত ও তার সমার্থক অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল নিয়েছেন। এটি হ'ল জমহূর উম্মাহ্র মাযহাব। শাফেঈ, আহমাদ ও আবু উবায়েদ প্রমুখ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ইজমার দাবী করেছেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর আনফাল ২ আয়াত)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তর-এর অধিক শাখা রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলা। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্ট দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫)*।

তিনি বলেন, ...যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি যবান দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই' *(মুসলিম হা/৫০, মিশকাত হা/১৫৭)*। উপরোক্ত হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি রয়েছে।

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অবশ্য ইবনু আব্দিল বার্র মালেকী ও ইবনু আবিল 'ইয হানাফীর মতে, তিনি পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছিলেন *(আত-তামহীদ ৯/২৪৭; শরহ আক্বীদা তাহাবিইয়াহ ৩৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : ছিয়াম অবস্থায় মযী নির্গত হ'লে ছিয়াম বিনষ্ট হবে কি?

-ফয়ছাল আলম, রাজবাড়ী।

উত্তর : না। এতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। আর এর মাধ্যমে কেবল ওযূ বিনষ্ট হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০২)*। আর ওযূ নষ্ট হ'লে ছিয়াম নষ্ট হয় না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৭৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/২৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : পরনিন্দা বা গীবত করলে ওযূ ও ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-মোহাইমিন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি কর্ম ছিয়াম ও ওযূকে বিনষ্ট করে : (১) মিথ্যা কথা (২) গীবত বা পরনিন্দা (৩) চোগলখুরী (অর্থাৎ একের কথা অন্যকে লাগিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া) (৪) যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অন্যের দিকে তাকানো (৫) মিথ্যা কসম করা' *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭০৮)*। গীবত বা পরনিন্দা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে ওযূ বা ছিয়াম নষ্ট হবে কথাটি সঠিক নয়। তবে এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ছিয়াম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া না করে *(বুখারী হা/১৯০৪, মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'অনেক ছিয়াম পালনকারী রয়েছে, যার ছিয়াম দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসা ব্যতীত কোনই লাভ হয় না এবং কত রাত্রী জাগরণকারী আছে, যাদের রাত্রি জাগরণ নিদ্রাহীন থাকা ব্যতীত কোনই উপকারে আসে না *(ইবনু মাজাহ হা/১৬৯০; মিশকাত হা/২০১৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : মসজিদের বারান্দায় কবর থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? ঢাকার একটি ফৎওয়া বোর্ড উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে মর্মে ফৎওয়া দিয়েছে এবং দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে' (বুখারী হা/৪৩৮)। এর দ্বারা তারা কবরকেও শামিল করেছে।

-মিনহাজুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কবর ও মসজিদের মধ্যে পৃথক দেওয়াল না থাকায় উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীগণ ও নেক ব্যক্তিগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি' *(মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র অভিশাপ হৌক ইহূদী ও নাছারাদের প্রতি, তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে' *(বুখারী হা/১৩৩০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহাহ হা/১০১৬)*। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় সন্দেহ মুক্ত ও জায়েয করতে হ'লে কবর ও মসজিদের মধ্যে আলাদা প্রাচীর নির্মাণ করে কবরকে মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ২/২৫৪; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩১)*।

ঢাকার উক্ত ফৎওয়া ভুল। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭; ছহীহুল জামে' হা/২৭৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : ছিয়াম অবস্থায় তরকারীর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-ফাতেমা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : না। তবে স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছিয়াম অবস্থায় ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ আস্বাদনের সময় হলক্ব বা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করলে কোন ক্ষতি নেই' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩৭, সনদ হাসান, ৪/৮৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : পোর্টে ব্যবসার সময় টাকা ঋণ নিতে হয়। যাতে ৪-৫ ঘণ্টা ব্যবধানে লাখে ১০ হাযার টাকা লাভ দিতে হয়। এরূপ কারবার শরী'আত সম্মত হবে কি? না হ'লে করণীয় কি?

-আশরাফুল আলম, কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ কারবার শরী'আত সম্মত নয়। এটি সুস্পষ্ট সূদ যা ইসলামে হারাম। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। অতএব সম্ভব হ'লে সূদ মুক্ত ঋণ দ্বারা ব্যবসা করতে হবে। নইলে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : ই'তিকাফ অবস্থায় মোবাইলে কথা বলা বা কোন আগন্তুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এলে তার সাথে কথা বলা যাবে কি?

-লতীফুর রহমান, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া এ সময় কারো সাথে কথা বলা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফ অবস্থায় প্রয়োজনবোধে দু'জন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৫)*। এছাড়া ই'তিকাফের পবিত্রতা বিরোধী কোন কথা বলা যাবে না এবং প্রয়োজনীয় কথা অতি সংক্ষেপে সারতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : আমার স্ত্রীর ৭ ভরি এবং ১ বছরের মেয়ের ৬ ভরি সোনা আছে। এক্ষণে উভয়ের সোনা একত্রে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে কি?

-আবিদ আনজুম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বর্ণের মালিক হবে তার মা। যা তার কন্যাকে সাময়িকভাবে ধার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। অতএব মায়ের স্বর্ণের সাথে এটিকে মিলিয়ে একত্রে যাকাত দিতে হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৬৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক, যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে' *(মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

অনেকে নিজের সম্পদ সাময়িকভাবে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাকাত থেকে বাঁচার জন্য হীলা-বাহানা করেন। যা চরম অন্যায় ও বোকামীর শামিল। কারণ আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। অতএব সম্পদ প্রবৃদ্ধি ও পবিত্র করণার্থে যাকাত প্রদান করাই জান্নাত পিয়াসী মুমিনের কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : চার সন্তানের জনক জনৈক ব্যক্তি বিবাহের ৮-১০ বছর পর থেকে বিগত ১৬ বছর যাবত একই বাসায় থাকলেও স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকেন এবং পৃথক বিছানায় রাত্রি যাপন করেন। একারণে স্ত্রী তার ব্যাপারে বিভিন্ন সন্দেহ করেন। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ ঠিক আছে কি? এক্ষণে স্বামী বা স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-ইবরাহীম খলীল, ঢাকা।

উত্তর : তালাক না দেওয়ায় বিবাহ ঠিক আছে। তবে একত্রে থাকার পরও স্ত্রী থেকে এতদিন বিরত থাকায় স্বামী কবীরা গোনাহগার হয়েছে। এজন্য তাকে তওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর *(নিসা ৪/১৯)*। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর বেশী বেশী ইবাদতে রত থাকার অভিযোগ আসলে তিনি তাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ...তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। ...অতএব প্রত্যেক হকদারের যথাযথ হক আদায় কর' *(বুখারী হা/১৯৭৫; মিশকাত হা/২০৫৪)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, জেনে রাখ! তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার আছে *(তিরমিযী হা/১১৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩০)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, পুরুষের জন্য আবশ্যক হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীর প্রতি সংগত হওয়া। এটি স্ত্রীর খাদ্যদান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। তাই খাবারের ন্যায় প্রয়োজন অনুপাতে এটা করা ওয়াজিব *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/২৭১)*।

অতএব কোন অসুবিধা থাকলে তা দ্রুত সমাধান করতে হবে। এভাবে দূরে থাকা কোনভাবেই জায়েয হবে না। এক্ষণে যদি স্বামী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিবেন। তালাক দিতে অস্বীকার করলে বিচারক তালাকের ব্যবস্থা করবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/২৬১)*। আর স্বামী যদি অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী ইচ্ছা করলে 'খোলা' করে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারেন।

প্রশ্ন (৪০/৩৪০) : আমি কুরআন মাথায় নিয়ে একটি বিষয়ে ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু তা ভঙ্গ হয়ে গেছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আরশাদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী ওয়াদাকারী আল্লাহ্র নামে ওয়াদা করেছেন, যা কসমের শামিল। অতএব এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

মাথায় কুরআন রেখে বা কুরআনে হাত রেখে কসম করা জায়েয নয়। এটি রাসূল (ছাঃ) বা তাঁর ছাহাবীগণ করেননি। বরং ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, ইয়ামনের রাজধানী ছান'আর বিচারপতি মুত্বার্রিফ বিন মাযেন (মৃ. ১৯১ হি.)-কে শপথের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আমি এটি করতে দেখেছি' *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, মাসআলা নং ৮৪৩৩, ১০/২০৭)*। বরং যে কোন কসম আল্লাহ্র নামেই করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল, সে শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫; মিশকাত হা/১৪১৯; ছহীহাহ হা/২০৪২)*।